ব্রহ্মগীতা

দ্বিতীয় খণ্ড।

"যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্॥"

[ভাগবত]

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্ম কর্ত্তৃক বিরচিত।

কলিকাতা;

২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, "ভিক্টোরিয়া প্রেসে"
শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৯।

মূল্য ॥০ আনা।

ধর্ম্মবন্ধুগণের অভিমত।

"ব্রহ্মগীতা সম্বন্ধে সকল কথা লিখা হয় নাই। কেবল যে তৃপ্তি লাভ করিয়াছি তাহা নহে, আরও কিছু। ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইয়াছি। তাহার অধিকাংশ কথাগুলি অবিকল আমার হৃদয়ের কথা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কেবল বোধ হইতে লাগিল তাহা নহে, মনে হইতে লাগিল যে, ভক্ত প্রচারকের হৃদয়ে প্রভু নিজে যে স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, আমার মত নরাধমের হৃদয়েও সেই ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার হৃদয়ের কথাগুলি আপনার হৃদয়ে দেখিয়া আমি আপনাকে আপনি কৃতার্থ মনে করিলাম। আর তাঁহার দয়ার কথা মনে হইতে লাগিল।"

[শ্রীহরিসুন্দর বসু।

"আপনার "ব্রহ্মগীতা" কিছু সহজ গ্রন্থ নয়। গভীর ভাবপূর্ণ কবিত্বময় সন্দর্ভ। যতই পড়িয়া যাইতেছি, ততই অমূল্য রত্ন সকল উহার অন্তর্নিহিত দেখিতে পাইতেছি। স্বর্গীয় সুধার কূপ যেখানে সেখানে।"

[শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

বেঙ্গল-লাইব্রেরিয়ান পণ্ডিতবর
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী এম্, এ,
মহাশয়ের অভিমত।

"আমি শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্ম-প্রণীত "ব্রহ্মগীতা" নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। গ্রন্থখানি ধর্ম্ম-জীবন-লাভপ্রয়াসী ব্যক্তিগণের অবশ্য পাঠ্য সন্দেহ নাই। আমার বিশ্বাস, যাঁহারা স্বয়ং ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য ব্যগ্র ও যাঁহাদের হৃদয়ে সাম্প্রদায়িকতা স্থান প্রাপ্ত হয় না, তাঁহারাই এরূপ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ লিখিতে সমর্থ হন।"

বেনিয়াটুলী।
১৫।৯।০২। } শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী।

সংবাদপত্রের অভিমত।

"বয়সের পরিপক্কতার সহিত বিশ্বাসী ভক্তের ধর্ম্মমতের উদারতা ও পরিপক্কতা জন্মে, ইহার দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থ। শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা সাহিত্য-জগতে বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার ভাষা-জ্ঞান অতি সুন্দর। তাঁহার গভীর জ্ঞান ও কর্ম্মযোগের মত সকল পাঠ করিয়া, এবার পাঠকগণ বিমোহিত হইতে পারিবেন। এই পুস্তকে গভীর তত্ত্ব সকল এরূপ সহজ ভাষায় প্রশ্ন-উত্তর রূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে যে, গল্পের ন্যায় মধুর বলিয়া বোধ হয়; নীরস ও কর্কশ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। চিরঞ্জীব শর্ম্মার লেখনীতে পুষ্প চন্দন বর্ষিত হউক! ধন্য তিনি যে, এরূপ গভীর বিষয় এত সুন্দর ও সরস করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমরা পড়িয়া মোহিত হইলাম। তাঁহার সকল মতের সহিত যোগ দিতে না পারিলেও, এ কথা বলিতে পারি যে, এ গ্রন্থ পাঠে আমরা অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছি। ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের নিকট যে ইহা খুব আদৃত হইবে, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।"

—"নব্য-ভারত"।

"ব্রহ্মগীতা—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রী চিরঞ্জীব শর্ম্ম-কর্ত্তৃক বিরচিত, মূল্য ১৲ টাকা। গ্রন্থকার সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত এবং ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মাস্বাদবোধে আপনার অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। এই ব্রহ্মগীতা পুস্তকে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির সাধন প্রকাশ করা তাঁহার উদ্দেশ্য। তন্মধ্যে প্রথম দুই খণ্ডে কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগের আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষা ও ভাব লইয়া বর্ত্তমান সময়ের জ্ঞান, বিজ্ঞান, সমাজ ও ধর্ম্মযোগে পুস্তক খানি রচনা করিয়াছেন, ইহাতে ইহা অনেক পরিমাণে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠে যেমন ধর্ম্মসাধকগণ, সেইরূপ জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণ অনেক উপকৃত হইতে পারিবেন। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ দেখিলে আমরা সুখী হই।"

—"বামাবোধিনী"।

সূচিপত্র।

প্রথম খণ্ড—কর্ম্মযোগ।

দ্বিতীয় খণ্ড—জ্ঞানযোগ।

ব্রহ্মগীতা।

তৃতীয় খণ্ড।

ভক্তিযোগ—প্রথম অধ্যায়।

অনুরাগ উদ্দীপন।

ভগবৎ-ধ্যানে নিমগ্ন গভীরাত্মা তত্ত্বর্ষি স্বামী সদানন্দ স্বীয় অভীষ্ট দেবের লীলারস পানে বিভোর হইয়া একদা পুলকিত হৃদয়ে মৃদু মধুর স্বরে হরিনাম গানে প্রবৃত্ত আছেন। তাঁহার দুই চক্ষে বারিধারা বহিতেছে, মধ্যে মধ্যে শরীর বিকম্পিত এবং পুলকে রোমাঞ্চিত হইতেছে, এবং মধুর হাস্যে মুখমণ্ডল শ্বেত শতদল পদ্মের ন্যায় বিকসিত হইয়া উঠিতেছে। একা নির্জ্জনে অহংগ্রহোপাসনায় অভেদ ভাবে তিনি আপনাকে আপনি এইরূপে সম্ভোগ করিতেছিলেন। যোগের শান্তি এবং গাম্ভীর্য্যের উপর এই মধুর সুকোমল ভক্তির লক্ষণ কি পরম রমণীয় দৃশ্য! যেন প্রশান্ত নিত্যানন্দসাগরে প্রেমানন্দের লহরীলীলা। দেখিতে দেখিতে স্বামীর পরম সুন্দর ভাগবতী তনুখানি কদম্ব কুসুমের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। "হরিপদ ভ'জে, হরি-প্রেমে ম'জে, হব আমি নরহরি।" এই গীতটী গাইতে গাইতে অবস্থার মধ্যে মধ্যে তিনি নিজপদধূলি নিজ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক আপনার শ্রীঅঙ্গ বার বার চুম্বন এবং আলিঙ্গন করিতেছিলেন। তদীয় হাস্যরসে বিকসিত সেই প্রসন্ন মুখের সুমিষ্ট সঙ্গীত ধ্বনি নিস্তব্ধ বনরাজীকে মুখরিত করিয়া প্রান্তে প্রান্তে স্তরে স্তরে মধুর মূর্চ্ছনায় হিল্লোলিত হইতেছিল। চিদানন্দ যখন সহসা সে দিব্য মূর্ত্তি দর্শন করিলেন তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আন্দোলিত এবং হৃদয়সিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। যদিও তাঁহার জীবন বিজ্ঞানপ্রধান, তর্কনিষ্ঠ, নীরস শুষ্ক, কিন্তু তাঁহ পিতার অশ্রুবিগলিত ভাগবতী তনু এবং সরস [illegible]

চিদানন্দ। ভক্তি বিনা যখন তৃপ্তি শান্তি নাই, তখন ভক্তি কেন এত সুদুর্লভ হইল? বরং জ্ঞান দুর্লভ হইলে চলে, কিন্তু ভক্তিধনে ত শুনিয়াছি আচণ্ডাল সকলে সমান অধিকারী। ইহা জল বায়ুর ন্যায় সাধারণ সম্পত্তি।

সদানন্দ। ইহাতে অধিকারী সকলেই বটে, কিন্তু এ অধিকার সহজেই আবার হস্তান্তর হইয়া যায়। যেমন সহজ সামগ্রী, তেমনি এজন্য অধিকতর সাবধানতার প্রয়োজন। কেন না, ভক্তিতে ভগবানকে অতিশয় নিকট করিয়া দেয়। তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তা বন্ধুতা সখ্যভাব উপার্জ্জন ইহার উদ্দেশ্য। তিনি পরম পবিত্র দেবদুর্লভ, তাঁহার সঙ্গে বন্ধুতার সখ্য প্রণয় রাখিতে গেলে দীনতা এবং শুদ্ধতা বিশেষ প্রয়োজন, তদ্ভিন্ন মহাবিনাশ উপস্থিত হয়। মনুষ্যের এক প্রধান দোষ এই যে, সে অত্যন্ত স্পৃহণীয় দুষ্প্রাপ্য পদার্থ যখন লাভ করে, তখন ক্রমে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বশতঃ তৎপ্রতি তাহার আর তেমন ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেমাকর্ষণ থাকে না। এইজন্য মনুষ্য একদিকে কুক্কুরবৎ নীচস্বভাব। ব্রহ্মাণ্ডপতি ভগবানের সঙ্গে আমোদ বিহার লীলা খেলা করা নীচ প্রকৃতি কুক্কুর স্বভাব, হীনমতি লোকের কাজ নহে। পদে পদে অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা। পতিপ্রাণা সতী স্ত্রীর ন্যায় অত্যন্ত সারল্য এবং বিশ্বস্ততা না থাকিলে কার সাধ্য এই মধুর সখ্য প্রণয় রক্ষা করে? সেই জন্য তোমাকে পূর্ব্বেই সাবধান করিয়া দিলাম। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের যে নৈকট্য সম্বন্ধের ব্যবহার তাহার কথা শুনিবার যোগ্যতাই বা কয়জনের আছে,— সম্ভোগ ত দূরের কথা? ভক্তগণ ভক্তবৎসল প্রাণসখা হরিকে যে সকল কথায় সম্বোধন করেন, যেরূপ সরল গ্রাম্য ভাষায় তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহেন তাহা একদিকে কঠোর বৌদ্ধ কর্ম্মী জ্ঞানীর কর্ণে যেমন উন্মাদের প্রলাপ বাক্য কিম্বা অসম্ভ্রমসূচক মনে হয়, তেমনি মলিনাত্মা নীচপ্রকৃতি অশুচিহৃদয় জীবেরা তাহাতে অতিশয় প্রশ্রয় পায়। ভক্ত এই উভয় শ্রেণীর অতীত। সারল্য বিশ্বস্ততায় তিনি শিশুর ন্যায় নির্ভয়ে বিশ্বজননী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর কোলে খেলা করেন। এখন বুঝিয়া দেখ, ভক্তিযোগ শিক্ষা করিয়া ভক্ত হইতে গেলে কত দূর পবিত্র-চরিত্র হইতে হয়। ভক্তিদেবী মাতা ভগবতীর নিত্য সহচরী, উভয়ে এক ভাবাপন্ন; যে ভক্তি সাধন করে সেও সতী নারীর ন্যায় ভগবতী আনন্দময়ীর চিরসখী হইয়া থাকে।

এইরূপ সূচনার পর স্বয়ং ভগবান জীবানন্দকে ভক্তিযোগ সম্বন্ধে যেরূপ যেরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন মহাত্মা সদানন্দ স্বামী তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত পুত্রের নিকট বিবৃত করিতে লাগিলেন। তৎপূর্ব্বে দর্শনযোগ অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের আধ্যাত্মিক যোগ সম্বন্ধে দিব্য জ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং চরমাবস্থার লক্ষণ তিনি কিছু কিছু বলিয়াছিলেন।

ভক্তিযোগ—২য় অধ্যায়।

পত্তন ভূমি।

পরম ভক্ত শ্রীমদ্ সদানন্দ স্বামী পুলকিত হৃদয়ে প্রসন্ন নয়নে পুত্রের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "এক্ষণে নব ভক্তির নিগূঢ় ব্যাখ্যা শ্রবণের জন্য তুমি অবহিত-চিত্ত হও এবং সর্ব্ব প্রকার অসার জ্ঞানগরিমা একবারে পরিত্যাগ কর।"

"মহামতি জীবানন্দ ভগবচ্চরণে প্রণামপূর্ব্বক বিনীত ব্যাকুলান্তরে ভক্তিযোগ শিক্ষার জন্য প্রার্থী হইলে ভক্তবৎসল শ্রীহরি মধুর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'কর্ম্ম এবং জ্ঞান পরিপাক প্রাপ্তির পর আমার শরণাগত সাধকগণ আমার সগুণনির্গুণ, ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপ সত্তাতে অধ্যাত্মযোগে অবস্থিতি এবং বিহার করে। ইহা কর্ম্ম ও জ্ঞানের অতীত অবস্থা; বিস্তৃত যাগ যজ্ঞ কর্ম্মকাণ্ড কিম্বা সুদীর্ঘ জ্ঞানবিচার চিন্তা সমালোচনার পথে আর তাহাকে তখন ভ্রমণ করিতে হয় না। "তোমাতে আমি, আমাতে তুমি।"—কখন বা "তুমিই আমি, আমিই তুমি।" এইরূপ নৈকট্য এবং একাত্মতা সহকারে তৎকালে পরমাত্মাতে জীবাত্মার আরাম শান্তি সম্ভোগ হয়। ইন্দ্রিয়াতীত এই যোগভূমি আরোহণ করিলে তদনন্তর তুমি বিচিত্র লীলারসের ভক্তিরাজ্য দেখিতে পাইবে। নির্ব্বাণগতিপরায়ণ শান্তচিত্ত আত্মারাম যোগীরা যৎকালে বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে অব্যবধানে আমার সহিত সংযুক্ত হন, এবং দিব্য চক্ষে অবাত-কম্পিত দীপ-শিখার ন্যায় স্থির দৃষ্টিতে আমাকে দেখিতে দেখিতে তন্ময়ত্ব লাভ করেন, তখন আমার নিত্য নির্ব্বিকার সত্তার অতলস্পর্শ গভীর অভ্যন্তর হইতে প্রস্রবণের ন্যায় ভক্তির বিচিত্র রসের লীলা লহরী সকল তদীয় প্রেম-নয়নের সম্মুখে প্রকাশ পায়। দর্শনযোগ ভক্তিযোগের ভিত্তিভূমি।'

'ভক্তিতে যে পাঁচটি রস আছে, তন্মধ্যে শান্তরস প্রথমে; পরে দাস্য ভক্তিতে কর্ম্মযোগ পরিপুষ্ট হয়। সুতরাং পূর্ব্বকথিত কর্ম্ম এবং জ্ঞানযোগের উপরিভাগে এই ভক্তিরসসিক্ত শান্ত এবং দাস্য ভাব। এখানে তত্ত্বানুসন্ধান কিম্বা আমার স্বরূপ বিশ্লেষণ নাই, চিত্তশুদ্ধিকর যাগ যজ্ঞ কর্ম্মানুষ্ঠানও নাই। কেবল যোগ সম্ভোগ, মাধুর্য্যরস পান, প্রেমবিহার এবং সেবানন্দ।'

জীব। "এই যে যোগের কথা বলিলে, ইহাতে কি চিত্তবৃত্তির নিরোধ এবং সর্ব্ববিধ বাহ্য কর্ম্ম পরিত্যাগ আবশ্যক হইবে না?

ব্রহ্ম। একবারে কর্ম্ম ত্যাগ হইতেই পারে না। যোগের অর্থ জীব ব্রহ্মের জ্ঞান ভাব ইচ্ছার মিলন, সুতরাং তাহা কোন অবস্থাতে ক্রিয়াবর্জ্জিত নহে। কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি, তিনের মধ্যে যোগসূত্র অনুস্যূত রহিয়াছে। উহা ত্রিবিধ যোগেরই অঙ্গ এবং অবলম্বন। যদিও জ্ঞান-প্রভাবে সিদ্ধাবস্থায় নিত্য নৈমিত্তিক স্থূল বাহ্য কর্ম্মানুষ্ঠানগুলি তিরোহিত হয়; কারণ, তৎকালে সাধকজীবন আমার ইচ্ছার সহিত সর্ব্বদা এক ভাবাপন্ন এবং কর্ম্মময় হইয়া থাকে, তথাপি কর্ম্ম আর জীবন দুইটি পর্য্যায় শব্দ; ক্রিয়াবিহীন জ্ঞান ভক্তি কল্পনা মাত্র। এবং জ্ঞানভক্তিবিহীন কর্ম্মও যান্ত্রিক। যোগের একটি প্রচলিত বিশেষ অর্থও আছে। আমাতে লয় প্রাপ্তির জন্য তাহা পরিকল্পিত। কিন্তু তাহা অনস্তিত্বের লক্ষণ। আমি কর্ম্মশীল হইয়া চিরজীবিত থাকিব, আর আমার দাস সন্তান আমার সঙ্গে যোগ রাখিতে গিয়া প্রাণ হারাইবে! সে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে আমার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে কে? সে যে আমার উত্তরাধিকারী এবং লীলার সহচর ও সাক্ষী? এই কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তিযোগের পরস্পর কয়টি বিমিশ্র ভাব আছে। (১) জ্ঞান এবং কর্ম্মপ্রধান ভক্তি। (২) ভক্তিপ্রধান কর্ম্ম ও জ্ঞান। (৩) কর্ম্মপ্রধান জ্ঞান। (৪) জ্ঞানপ্রধান কর্ম্ম। তিনের সামঞ্জস্যে তিনের পূর্ণত্ব, সমত্ব এবং অভেদত্ব সিদ্ধ হয়। আর চিত্তবৃত্তির নিরোধ এবং কর্ম্মদগ্ধের কথা যাহা বলিলে, তাহা কেবল অভাব পক্ষের সাধন লক্ষণ, তদ্দ্বারা ভাব পক্ষের সম্যক তাৎপর্য্য পরিস্ফুটিত হয় না। সর্ব্ববিধ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি, যথা শম দম উপরতি ধৈর্য্য তিতিক্ষা ত্যাগ ইত্যাদি, ইহা যোগের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়, তদ্ভিন্ন যোগে অধিকার জন্মে না; কিন্তু এ সকল পুরুষকারের সাধন। দৈবের উপর একান্ত শরণাপত্তি যোগের অপরার্দ্ধ অঙ্গ।

তাহার সাধন না হইলে তপস্যাভিমানে সাধককে আমা হইতে বহু দূরে লইয়া যায়। কারণ, নিয়ম সংযম ব্রতনিষ্ঠা, এবং উগ্রতর তপঃপ্রভাবে যে নিবৃত্তি মার্গের সাধন হয় তাহা প্রধানতঃ মানবীয় ব্যাপার; ভক্তি নির্ভর বিনয় দীনতা ভিন্ন দেবানুকম্পার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় না। সাধনের অহঙ্কার, ধর্ম্মের অভিমানকে তুমি সামান্য অপরাধ জ্ঞান করিও না।

জীব। অবিদ্যার পরপারে মহাকাশে ঘটাকাশ, অথবা সিন্ধুতে বিন্দুবৎ জীবোপাধির বিলয় প্রাপ্তিই কি যোগশব্দ বাচ্য নহে? ব্রহ্মে বিলীন এবং জন্মান্তর পরিহারের নিমিত্ত প্রাচীন আর্য্যেরা যোগধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন, তোমার নবযোগের সহিত তাহার পার্থক্য কোথায় এবং কি লক্ষণে তাহা বুঝা যায়?

ব্রহ্ম। তাঁহাদের নিবৃত্তি যোগ বা নির্ব্বাণ, আর আমি যাহা বলিতেছি ইহা প্রবৃত্তি যোগ, অর্থাৎ জ্ঞানসমন্বিত ইচ্ছাযোগ। অসৎ বৃত্তির নিবৃত্তি সাধনপূর্ব্বক সৎবৃত্তি সকল যাহাতে নিরন্তর মদীয় স্বরূপসংযোগে উন্নত বিকসিত হয় তাহারই উপদেশ আমি তোমাকে দিতেছি। জীবের জন্মটা কেবল দুঃখের কারণ, এবং তাহার নিবৃত্তির জন্য জন্মান্তর গ্রহণের পথ বন্ধ করাই যদি মুক্তির লক্ষণ হয়, তাহা হইলে আমার সৃষ্টি লীলার কোন মাহাত্ম্য এবং প্রয়োজন থাকে না। দুঃখ জীবনসংগ্রামের একটি দিক, তাহা শিক্ষোন্নতির অন্যতর উপায়রূপে প্রতিষ্ঠিত আছে; সুতরাং তাহার উচ্ছেদ সাধনে যে মুক্তি তাহা নির্ব্বাণ মুক্তি বা মৃতমুক্তি; আমি জীবন্মুক্তির কথা বলিতেছি। অর্থাৎ আমি যেমন নিত্য চৈতন্য চিরজীবন্ত বিধাতা, আমার সঙ্গে যে ব্যক্তি যোগ রাখিতে চায় তাহাকেও তদনুরূপ স্বভাব প্রাপ্ত হইতে হইবে। অনন্ত সুষুপ্তি কিম্বা মহাবিনাশের জন্য যোগ শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। অস্তিত্বের বিলয় যেখানে, সেখানে যোগ বিয়োগ কোন কথাই খাটে না।

জীব। তদ্ভিন্ন শান্তিরস সম্ভোগ কিরূপে হইবে? কার্য্য, জ্ঞান, ভক্তি কখন নিস্তরঙ্গ নহে; সুতরাং তাহা সর্ব্বদাই বিকারবিশিষ্ট। বিকারবিহীন না হইলে যথার্থ শান্তি সম্ভোগ কেমনে হইবে বুঝিতে পারিতেছি না।

ব্রহ্ম। আমি প্রেমিক সহৃদয় বিশ্বকর্ম্মা বিধাতা হইয়াও যেমন প্রশান্ত নির্ব্বিকার, আমার আত্মজাত ভক্তেরাও তদ্রূপ হইবে। তাহারা আমাতে চিরবিশ্রান্তি সম্ভোগ করিয়া আমার ইচ্ছা পালনে নিযুক্ত থাকিবে। এজন্য

অবশ্য সর্ব্বাগ্রে বাসনানিবৃত্তি, বৈরাগ্যাভ্যাস নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু তাহার মানে আত্মবিনাশ নহে। জ্ঞান সাধনের চরম ফল এই শান্ত যোগ নব ভক্তির লীলাভূমি।

জীব। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থাশ্রম এবং বানপ্রস্থ ধর্ম্ম যাজনের পর পরিব্রাজক-দিগের উচ্চতর যোগধর্ম্মে অধিকার জন্মে, ইহা অতি দুর্লভ বস্তু; হায়! আমি সামান্য গৃহী হইয়া সে মহোচ্চ অধিকার কি কখন লাভ করিতে পারিব।

ব্রহ্ম। কোন আশ্রমধর্ম্মই যোগধর্ম্মের অন্তরায় নহে, কিন্তু প্রত্যেকটি উত্তরোত্তর উহার পূর্ণতা সাধনের সহায় এবং সোপান; কেন তবে সেজন্য তুমি নিরাশ হইতেছ? যোগসিদ্ধি লাভই মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই ভাবে যাহারা ব্রহ্মচর্য্য এবং গৃহধর্ম্ম যাজন করিবে প্রস্ফুটোন্মুখ কুসুম কলিকার ন্যায় তাহাদের যোগ-জীবন ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠিবে। কিন্তু সংসারপ্রধান বাসনাবদ্ধ গৃহাশ্রমীর পক্ষে তাহা কদাপি সম্ভব নহে। নিজের স্বভাব অনুকূল হইলে সংসার আপ-নিই অনুকূল বলিয়া মনে হইবে। সংসার-ব্রতধারী গৃহীর অনুষ্ঠিত যোগ-ধর্ম্মই আমার অভিমত। তবে স্থূল সংসারের পরে ক্রমে ক্রমে যোগপ্রধান সূক্ষ্ম সংসারও আছে। কর্ম্মত্যাগী বনচারী সন্ন্যাসীর অবলম্ব্য যোগ সাধারণতঃ কৃত্রিম; তাহা হয় অণিমাদি ক্ষমতা বৃদ্ধি, না হয় নির্ব্বাণ প্রাপ্তির জন্য। মানব প্রকৃতি গৃহবাসী হইলেও কেবল সংসার লইয়া সে ভুলিয়া থাকিতে পারে না। জীবনের দুঃখ শোক, জরা মরণ ব্যাধি তাহাকে যোগের পথে নিয়ত আকর্ষণ করিতেছে। তদ্ভিন্ন তাহার দাঁড়াইবার স্থানও নাই, বাঁচিবার অব-লম্বনও নাই। কিন্তু নিস্তব্ধ ভাবে জীবন যাপন যোগ নহে; জড়, অলস, তমোগুণাক্রান্ত মানব এবং কাষ্ঠ পাষাণ বৃক্ষাদিও তাহা হইলে মহা যোগী। যাহারা ভারবাহী বলীবর্দ্দের ন্যায় নিরন্তর সংসারচক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়াছে এবং ঘোর কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ, তাহারাই নিষ্ক্রিয় যোগের চিরবিশ্রামের প্রয়াসী। ইহা কর্ম্মাসক্তির প্রতিক্রিয়া, প্রতিফল। তাহাদের একদিকে যেমন অতিরিক্ত কর্ম্মবাসনা এবং বিষয়াসক্তি, অন্যদিকে তাহার বিপরীত কর্ম্মসন্ন্যাস বাসনা; এ উভয়ই প্রকৃতিবিরুদ্ধ। প্রথমে কর্ম্মেতে যাহাদের যোগ আরম্ভ হয় তাহা-রাই আমার জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছাযোগে নিত্যযুক্ত যোগী। আমার স্বরূপে নিত্য স্থিতির অর্থ কি জলের সঙ্গে জলের মিলন? বস্তু পক্ষে এ উপমা এ স্থলে খাটে

না। আমার অনন্ত ঐশ্বর্য্য, বিচিত্র লীলা দেখিয়া সত্যের সাক্ষ্য দিবার জন্যই জীবগণ অবতার রূপে জন্মিয়াছে। কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তিযোগের সাধন সিদ্ধিতে তরঙ্গ আছে সত্য, কিন্তু যোগী স্বতন্ত্র নির্লিপ্ত পুরুষ, তিনি সেই তরঙ্গে মগ্ন কিম্বা আন্দোলিত হন না। সময়ে সময়ে আন্দোলিত হইলেও কখন ডুবিয়া যান না। আমার সঙ্গে থাকিয়া তুমি সাক্ষীরূপে এ সকল লীলা তরঙ্গ দেখিবে। কর্ত্তা, কর্ম্ম আর কার্য্য এক নহে। কর্তৃত্বের স্বাধীনতা এবং ক্রিয়া দুই স্বতন্ত্র; সুতরাং ক্রিয়ার অবসানেও কর্ত্তার সচেতন জ্ঞান, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে। নির্ব্বাণপ্রিয় যোগীরা নির্ব্বাণ-শান্তির প্রয়াসী। নিজ নিজ অস্তিত্ব বিলয়ের জন্য তাঁহারা আমাকেও অনস্তিত্ব গুণকর্ম্মহীন এক শূন্য শব্দে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন।

জীব। বস্তুর দর্শনজ্ঞানে ভাব ও সঙ্কল্পের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছার উদয়, পরে কর্ম্মেন্দ্রিয় যোগে তাহার ক্রিয়া; এইত সাধারণ নিয়ম দেখিতে পাই। স্নেহ প্রেম দয়া ন্যায়পরতা প্রভৃতি ভাবনিচয় তাহাদের স্ব স্ব বিষয়-সংসর্গে যখন অন্তরে আবির্ভূত হয় তখন সম্পূর্ণরূপে আমরা সেই ভাবে পরিণত হইয়া যাই, সে অবস্থাটী অন্তর বাহ্যের ক্রিয়াযোগ ফল। তৎ-কালে কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া, জ্ঞান ভাব ইচ্ছা একীভূত অবিভক্ত আকার ধারণ করে, কিছুই ভেদাভেদ থাকে না। বস্তুতঃ তন্ময়ত্ব, সমভাবাপন্ন না হইলে কি কোন একটী বিষয়ের প্রতি হৃদয়ের সহানুভূতি জন্মে?—না অনুরাগ উদ্য-মের সহিত কোন কর্ত্তব্য সাধন করা যায়? কাষ্ঠ পাষাণের ন্যায় নির্লিপ্ত উদা-সীন থাকিয়া কেবল সাক্ষীরূপে নিজের কিম্বা অন্যের কোন দুরবস্থা দেখিব কিরূপে? বহুরূপী নাট্যকারেরাও ইহা পারে না। রোগ শোক বিপদে আক্রান্ত হইলে তাহারা সত্যরূপেই ক্রন্দন করে।

ব্রহ্ম। তুমি অতি নিগূঢ় তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছ। সহানুভূতির নিয়মে পরের দুঃখ বিপদ আপনার হইয়া যায়, তাই তোমরা পরদুঃখ মোচনের জন্য ব্যস্ত হও; এবং কার্য্যকালে প্রকৃতি পুরুষ, কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া একাকারে প্রতীয়মান হয় সত্য; কিন্তু প্রকৃত দয়া প্রেম এবং বিবেকানুমোদিত কর্ত্তব্য তাহারো উপরে। কেবল সহানুভূতির ভাবের স্রোতে ভাসিলে আত্মকর্তৃত্ব হারাইয়া শেষ দেহীকে মহা ভ্রমে পড়িতে হয়।

জীব। তাহা সত্য, কিন্তু পবিত্র নিষ্কাম হৃদয়বৃত্তির মুখে যদি সর্ব্বদা

ঔচিত্যানৌচিত্যের বিচার এবং সন্দেহের আঘাত আসিয়া পড়ে তাহাতে কি ভাব বাধা পাইবে না? এবং তজ্জন্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে কি ঔদাসীন্য শিথিলতা জন্মিবে না? বস্তুতঃ কি ভাবের আবেগ বিকারের অবস্থা এবং তাহা অনিষ্টের হেতু?

ব্রহ্ম। বিবেক বিজ্ঞানবিরুদ্ধ ভাব একটী অন্ধ শক্তি, কাজেই তাহাকে অনিষ্টের হেতু অবশ্য বলিতে হইবে। অনেক সময় ভাবাতিশয্যে কাজ করিয়া শেষে কি তজ্জন্য লজ্জা গ্লানি অনুভব কর নাই?

জীব। হাঁ, তাহাও করিয়াছি। শেষ তাহা বাতুলতা, মদমত্ততা বলিয়াও মনে হইয়াছে। অথচ আবার নিষ্কাম সাধু ভাবোদ্গমের মুখে কোন আঘাত লাগিলে অবিশ্বাস স্বার্থপরতা কুবিচারে হৃদয় ক্রমে শুকাইয়া যায়, চিত্ত সর্ব্বসংশয়ী হইয়া উঠে, তখন ভাব চরিতার্থ জন্য যে একটু আরাম তৃপ্তি তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। পরদুঃখে, আত্মীয় বিয়োগে, বিপদ পরীক্ষায় এবং পাপ স্মরণে যদি প্রাণ না কাঁদে, হৃদয় না গলে, চক্ষে জল না ঝরে, অন্তঃকরণ আলোড়িত না হয়, তাহা হইলে শুষ্ক জ্ঞান বিচারে কি আমি ঝামার মত নীরস হইয়া যাইব না? ক্রমে ইহাতে অবিশ্বাস, ভক্তিহীনতা এবং নাস্তিকতা পর্য্যন্ত আসিবার সম্ভাবনা আছে।

এই গূঢ় গভীর প্রশ্নের পর অলৌকিক ব্রহ্মবাণী বীণাবিনিন্দিত মৃদু মধুর স্বরে, ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "প্রিয় বৎস, এই স্থানটীতে তুফানে পতিত কর্ণধারের ন্যায় বড় সাবধানে চলিতে হইবে। সংসার ত্যাগ, নির্জ্জন বাস, চিত্তবৃত্তির নিরোধ যদিও অতিশয় কষ্টকর এবং বহু যত্নসাপেক্ষ ব্যাপার, কিন্তু অভ্যাস গুণে কালবশে তাহাতেও কৃতকার্য্য হওয়া যায়। সামঞ্জস্য পরিমিতাচার অপেক্ষা ত্যাগ একদিকে বরং সহজ; এমন কি, হৃদয়হীন কঠিনাত্মা অলস স্বার্থপর লোকেরাও তাহা অনায়াসে পারে। অপর দিকে কখন শ্মশান-বৈরাগ্য, কখন সংসারাসক্তি; কখন আনন্দ উৎসাহে উন্মত্ত প্রফুল্ল, কখন নৈরাশ্য বিষাদে অবসন্ন শুষ্ক হৃদয়; কখন কঠোর নির্ম্মমতা, বিরক্ত সন্ন্যাস, নীরস কর্কশতা, কখন বা মহামায়া মমতা, ক্রন্দন বিলাপ হা হতোঽস্মি। প্রকৃতিপরতন্ত্র মোহান্ধ জীবনে ঈদৃশ দুর্দ্দশা সচরাচর সংঘটিত হয়। ইহার ঠিক মধ্যস্থলে সূক্ষ্ম ক্ষুর ধারের ন্যায় আর একটী পথ আছে। সরস হৃদয় অথচ

শান্তচিত্ত বৃহদ্ব্রতধারী হইয়া সেই নবযোগ-সমন্বয়ের পথে তোমাকে সঞ্চরণ করিতে হইবে। নিম্নদেশে প্রস্তরীভূত বিশ্বাসবৈরাগ্যসমন্বিত মহাশ্মশানের নিত্য-যোগাশ্রম, উপরিভাগে ভক্তিরসসিক্ত হৃদয়োদ্যানে সুকোমল প্রেমকুসুম বিকসিত। একদিকে নিদারুণ শোক তাপ মর্ম্মবেদনায় হৃদয় শোণিতাক্ত, নয়ন অশ্রুপ্লাবিত; অন্য দিকে হস্ত পদ কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত, অন্তরাত্মা শান্ত নির্ব্বিকার। মদীয় স্বরূপসাম্য লাভ যদি যোগীর উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে কি সে আমাকে গুণহীন শূন্যগর্ভ একটী শব্দ মাত্র জানিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে? ব্রহ্মবিজ্ঞানে ভুল হইলে যোগেও ভুল হয়। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান, তুরীয় কূটস্থ অব্যক্ত মহাকারণ, ক্ষর অক্ষর ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ; ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া, বিজ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থের জন্য বিবিধ কার্য্যকারণে বিভক্ত করিয়া যতই কেন আমাকে বুঝিবার এবং বুঝাইবার চেষ্টা কর না, আমি বিশ্বাতীত নিত্য অব্যক্ত এবং বিশ্বান্তর্গত ব্যক্ত ও লীলাময়, এই দুইটী সার কথা। প্রাচীন যোগের অর্থ কূটস্থ মহাকারণে লয় প্রাপ্তি, নবযোগে সগুণ নির্গুণ অখণ্ড বিশ্বকর্ম্মার নিত্য দাসত্ব এবং সহকারিত্ব। সৃষ্ট জগৎ ও জীবকে যদি অক্ষর পুরুষ আদি কারণ হইতে বিচ্যুত কর, আমার ঈশ্বরত্ব, ভগবত্তা এবং তোমার জীবত্ব এবং ধর্ম্ম সাধনের কোনই অর্থ থাকে না।"

শ্রীজীব ব্রহ্মবিজ্ঞান এবং যোগ তত্ত্বের অভিনব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম উপলব্ধির জন্য স্থির হইয়া রহিলেন। তৎকালে যেন তিনি আত্মার মূলদেশে ধীরে ধীরে অবতরণ করিতেছিলেন। কিয়ৎ কাল পরে বলিলেন, "হে অচিন্ত্য দুর্নিরীক্ষ্য পরম পুরুষ, আত্মাতে যোগের শান্তি আর হৃদয়ে ভাব রসের লীলা, একাধারে যুগপৎ এক সময়ে তুমিই কেবল দেখাইতে পার; আর নাট্যকারদিগের অভিনয়ে কতকটা সম্ভব। যে কাজে হৃদয় নাই তাহা যান্ত্রিক, এবং যাহাতে অনুরাগ প্রেমাসক্তি স্নেহ মমতা আছে তাহা আত্মার সহিত একীভূত; এইত আমার চিরদিনের অভিজ্ঞতা।

লীলাময় শ্রীহরি সস্মিত আস্যে কহিলেন, "তোমার অভিজ্ঞতা সর্ব্বতত্ত্বের পরিসমাপ্তি নহে। "যেমন তোমার স্বর্গস্থ পিতা পূর্ণ, তেমনি পূর্ণ হও।" এই মহাজন প্রবচনের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম কর।

জীব। সে পূর্ণতা এক তোমার কৃপাবলে লাভ হইতে পারে, আর

প্রাণায়ামাদি সাধন-কৌশলে যদি সম্ভব হয়; তদ্ভিন্ন আরতো কোন উপায় দেখি না।

ব্রহ্ম। আমার কৃপা এবং সাধননিষ্ঠা দুয়ের সামঞ্জস্যে পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। অলস নিষ্কর্ম্মা সাধনবিমুখের দৈবনির্ভর, কিম্বা কৃত্রিম কৌশলাবলম্বীর স্বভাববিরুদ্ধ যান্ত্রিক যোগধর্ম্ম উভয়ই পরিত্যাজ্য। নিশ্বাস নিরোধ করত কুম্ভক যোগে ব্যোমযান হইবার চেষ্টা না করিয়া বিশ্বাস এবং ঐকান্তিক ভক্তি-নিষ্ঠার সাহায্যে ব্যোমযানারোহীর ন্যায় মৎকৃপা-পবনহিল্লোলে চিদাকাশে উড়িয়া বেড়াও। নিষ্ঠা এবং অনুরাগ আমার কৃপা লাভের উপায়। তুমি কদাপি রজোগুণসম্পন্না জ্ঞানহীনা অন্ধ ভক্তির আপাতরম্য বাহ্যিক মত্ততা, কিম্বা নির্ব্বাণ সমাধির পক্ষপাতী হইবে না। স্বাভাবিক এবং সজ্ঞান দর্শন-যোগ ভিন্ন শুদ্ধা ভক্তি জন্মে না। নৃত্য কীর্ত্তন, হাস্য ক্রন্দন, প্রেম বিলাস ইত্যাদি যে সকল অকৃত্রিম ভক্তিলক্ষণ তাহা কেবল ঐ অবস্থাতে দেখা যায়। যোগ এবং ভক্তি উভয়ের মধ্যে কল্পনা কৃত্রিমতা স্বপ্ন মায়া ভ্রান্তি এবং স্নায়ু-বিকার অনেক আছে। আমি যে যোগের কথা বলিতেছি, ইহা কেবল মাত্র ব্রহ্মযোগ নহে। যদিও আমি নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত, কিন্তু ইহ পরকালে আমার পরিবার আছে। সেই অমর ভক্তপরিবারের যোগেও তোমাকে যোগী হইতে হইবে। নবজীবনের পথে সেই আত্মীয় স্বজাতীয় ধর্ম্মবন্ধুগণের সহিত চরিত্র-যোগে দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় হইয়া থাকে। আমি যেমন তোমার আত্মার আশ্রয়, তেমনি ভক্তপরিবারমধ্যে ভক্তাবতার নরহরিরূপে আমি বিরাজিত। যোগযুক্ত এই পরাভক্তির সাধনে জীবন্মুক্তি লাভ হয়।

জীব। প্রাণায়াম সাধন দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসকে নিয়মিত করিলে ধ্যান ধারণার পক্ষে শুনিয়াছি অনেক সাহায্য পাওয়া যায়; চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণের পক্ষে উহা বিশেষ সহায়। তোমার নবযোগের সহিত কি এরূপ সাধনের কোনই সম্বন্ধ নাই?

ব্রহ্ম। আছে, কিন্তু প্রাণবায়ুর উপর বল বা অত্যাচার করিলে কেবল কৃত্রিম যোগসিদ্ধি লাভ হইতে পারে; তাহা স্বাভাবিক নিয়মের ব্যভিচার। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার হস্তে পরিচালিত নিশ্বাস বিশ্বাসের প্রমাণ; তাহা সুনিয়মে দিবা নিশি বলিতেছে, "ওঁ ব্রহ্ম, ওঁ ব্রহ্ম।" একাগ্র চিত্তে এই মহানাম

শুনিতে শুনিতে গভীর যোগে মগ্ন হইবে। নিশ্বাস নিরন্তর আমার নাম জপ করিতেছে, সেই অজপাসম্ভূত এই জপযোগ তোমার পরম সহায়। ইহার উপর অত্যাচার করিলে মহা বিপদে পড়িবে, সাবধান!

জীব। তোমার পরমপদ প্রাপ্তির জন্যইত প্রাচীন কালের মহাত্মারা এই পন্থা অবলম্বন করিতেন; তবে কি ইহার কোনই ফলবত্তা নাই?

ব্রহ্ম। বল কিম্বা কৌশলে কেহ আমাকে পায় না; অণিমা লঘিমা কুম্ভক ইত্যাদি যোগাষ্টসিদ্ধি যাদুকরের ভোজবাজী বিশেষ। ইন্দ্রিয় দমন, বাসনা ত্যাগে অসমর্থ প্রবৃত্তির দাসেরাও এই কৃত্রিম কৌশলে যোগী হইতে পারে। তাহারা যুগপৎ পাপের সুখ এবং কল্পিত যোগানন্দ উভয়েরই প্রার্থী। কিন্তু যে সকল যোগী ভক্ত আমার জন্য ব্যাকুল হন তাঁহারা সহজেই আমাকে লাভ করেন। তোমাকে আমি সেই সহজ প্রণালীর ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিক যোগধামে লইয়া যাইব।

জীব। নিশ্বাস যোগের মাহাত্ম্য এত দিনে তোমার কৃপায় আমি বুঝিতে পারিলাম। আহা! সহজজ্ঞানের দেবতা তুমি, তোমার প্রদত্ত শিক্ষা সাধন সিদ্ধিতে কোনই কাঠিন্য দেখি না। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই, বাহ্য দৃশ্য স্পৃশ্য ঘটনার তরঙ্গাঘাতে হৃদয়ে যে সহসা নানা ভাবের তরঙ্গ উঠে, তাহাকে বিকার লক্ষণ বলিয়া কি একেবারে বিদায় করিয়া দিব?

ব্রহ্ম। তাহা হইলে অন্তরস্থ নিদ্রিত ভক্তি বিশ্বাসের বীজ অঙ্কুরিত এবং ফুল ফলে শোভিত হইবে কিরূপে? একবারে বিদায় করিতে পার না। যত প্রকার স্বভাবজাত ভাবরসে হৃদয় প্লাবিত হইবে, বিজ্ঞান বিবেকরূপ ফিল্টার দ্বারা সংশোধনপূর্ব্বক তাহার সার ভাগ আত্মস্থ করিয়া লইবে। তাহারা বিশ্বাস ভক্তির প্রাণ, সদ্বৃত্তির বিকাশ এবং পোষণী শক্তি। তোমার জীবন যেন জলস্রোতের নিকট রোপিত বৃক্ষের ন্যায় সর্ব্বদা সরস এবং সজীব থাকে।

নবযোগ-সমন্বয়ের এই সকল শ্রবণমধুর মহান অর্থযুক্ত তত্ত্ব কথা শুনিয়া জীব যদিও জ্ঞানানন্দে পুলকিত হইলেন এবং তাহাতে যথেষ্ট তৃপ্তি শান্তি লাভ করিলেন, কিন্তু তথাপি যোগভক্তির সামঞ্জস্য বিষয়ে সন্দেহ ঘুচিল না। কার্য্যতঃ জীবনে ইহা কিরূপে পরিণত হইবে এই ভাবিয়া সরল শিশুর ন্যায় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "দয়াময়, কাঁদিব, চক্ষে জল পড়িবে, অথচ তাহাতে

মোহ থাকিবে না; সন্তানকে কোলে লইব, আদর করিব, ভাল বাসিব, অথচ তাহার রূপ গুণে মজিব না; হাসিব, আনন্দ করিব, অথচ অপ্রমত্ত থাকিব; ইহাতে কি কপটতা আসিবে না? ওজন ঠিক রাখিব কিরূপে? আন্তরিক ভাবের এত সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম বিচার করিতে গেলে, না কর্ত্তব্যই ভাল রূপে করা যায়; না ভাব চরিতার্থ-জনিত আত্মপ্রসাদই ভোগ হয়। সাধারণতঃ লোকে মোটামুটি একটা বিশ্বাস ভক্তির সংস্কার লইয়া জীবনাতিবাহিত করে। দুঃখ বিপদ পাপের সময় খানিক কাঁদিল, আর্ত্তনাদ করিল; সুখ সৌভাগ্যের কালে দয়া স্নেহ কৃতজ্ঞতা-রসে উত্তেজিত হইয়া তোমার পদে লুটাইল; এই পর্য্যন্তই পারে। জ্ঞানে ভাবে কাজে ওজন ঠিক রাখা কি আমাদের কর্ম্ম?”

পরব্রহ্ম সুগম্ভীর বচনে বলিলেন, “যদি দেবতা হইতে চাও, ওজন ঠিক করিতেই হইবে। সামঞ্জস্য মিতাচারই সৎপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম। তদ্ভিন্ন এই নবীন ভক্তিযোগের অর্থ তুমি বুঝিতে পারিবে না। অতএব হে আমার প্রিয় শিষ্য, গৃহে ব্রহ্মচর্য্য সাধনপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে অন্তরযোগে আমার সহিত সংযুক্ত হও, পরে বাহিরে আসিয়া অখণ্ড যোগে অন্তরবাহ্যে অভেদভাবে আমার লীলারস সম্ভোগ করিতে পাইবে। ভক্তির সঙ্গে বহির্জ্জগতের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সেই খানেই ভক্তির চরিতার্থতা এবং পূর্ণত্ব।”

উল্লিখিত সুস্পষ্ট ব্রহ্মবাণী শুনিয়া এবং তাহার মর্ম্ম বুঝিয়াও জীব পূর্ব্ব-সংস্কার বশতঃ সেই বিকল্পরহিত, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি যোগের, নির্ব্বাণলব্ধ কল্পিত যোগ-জীবনের প্রশান্ত চিত্ততার আকর্ষণ ভুলিতে পারিলেন না। সংসারাশ্রমে কর্ম্মজ্ঞানে চিরদিন বদ্ধ থাকিলে যথার্থ যোগ ভক্তি বৈরাগ্য সুদূরপরাহত; বনবাসী বা সন্ন্যাসী তপস্বীর জীবনেই কেবল তাহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য এবং স্বর্গীয় ভাব প্রকাশ পায়; এইরূপ তাঁহার মনে হইতে লাগিল। তদনন্তর কৃতাঞ্জলি করে, বিনীতভাবে ভয় ভক্তি সহকারে বলিলেন, “হে অজ্ঞানান্ধের পথপ্রদর্শক, যদি দাসের অপরাধ গ্রহণ না কর, তাহা হইলে আর একটা কথা বলি।”

ব্রহ্ম। হাঁ, তাহা বুঝিয়াছি। কি বক্তব্য আছে বল। শিশুবৎ সরলান্তঃ-করণের কোন জিজ্ঞাস্যে কিছু মাত্র প্রত্যবায় নাই। তোমার সর্ব্ববিধ অজ্ঞা-নতা সংশয় আমি দূর করিয়া দিব। আমার উপদিষ্ট পূর্ণ সত্য, আদর্শ ধর্ম্ম

তুমি সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে একবারে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না তাহা জানিয়াও আমি তোমাকে যাহা নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় চরম সিদ্ধান্ত তাহাই অবগত করিতেছি। এই জন্য যে, উচ্চ আদর্শ ধরিলে ঠিক পথে তুমি অগ্রসর হইতে পারিবে।

জীব। নিত্য যোগে মগ্ন অসঙ্গ উদাসী মহাত্মাদিগের জীবন আমার বড় ভাল লাগে। আহা! ধ্যানস্তিমিত-নেত্র জটাবল্কলধারী সৌম্য মূর্ত্তিটী দেখিলেই মনে হয়, যোগ যেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান! যোগী মহাপুরুষ নিরুপদ্রবে স্থাণুর ন্যায় একাসনে বসিয়া যুগযুগান্তর ধ্যান করিতেছেন, বয়সের যেন তাঁহার কোন অন্ত নাই। সিদ্ধ দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং মুখমণ্ডল ব্রহ্মযোগের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান। ক্ষুধা নিদ্রা, বাসনা কামনা, আসক্তি মোহ, শীতোষ্ম জরা ব্যাধি মৃত্যু ভয়ে যেন কোথায় পলায়ন করিয়াছে! মহাযোগী ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবিষ্ট রসনাযোগে যোগামৃত পান করত জীবিত রহিয়াছেন। তথাপি আহা! শরীরের কি কান্তি পুষ্টি। স্তুতিনিন্দা, বিষ্ঠাচন্দন, লোষ্ট্রকাঞ্চনে সমজ্ঞান। অথবা এক-বারেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য। সবৎস মৃগদম্পতী তাঁহার গাত্র লেহন করিতেছে, বনবিহঙ্গেরা নির্ভয়ে স্কন্ধে বসিয়া রহিয়াছে, কেহবা জটাজড়িত দীর্ঘকেশমণ্ডিত মস্তকে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছে। কি অপূর্ব্ব নির্ব্বিকার শান্তি! মূর্ত্তি খানি দেখিলেও বাসনানল নির্ব্বাণ হইয়া যায়। লোকলোচনের অগোচরে তিনি কতই না আনন্দ শান্তি সম্ভোগ করিতেছেন! অথবা শান্তি আনন্দ সমুদয়েরও বোধাতীত সে অবস্থা!

ব্রহ্ম। এরূপ যোগী তুমি কয় জন দেখিয়াছ?

জীব। দেখি নাই বটে, কিন্তু মানসসরোবর, তিব্বত প্রভৃতি হিমালয়ের স্থানে স্থানে অনেক মহাত্মা আছেন শুনিয়াছি। তাঁরা কাহাকেও দেখা দেন না, কেবল অলক্ষিত ভাবে অনুগত শিষ্যদিগের জীবনে যোগশক্তি সংক্রামিত করেন। ভূকৈলাসের রাজবাড়ীতে আনীত সেরূপ যোগী এক জনকে অনেকেই দেখিয়াছেন।

ব্রহ্ম। কোটী কোটী লোকের মধ্যে তাদৃশ বিরলদৃশ্য যোগী দুই এক জন, তাও আবার কাহাকেও তাঁরা দেখা দেন না; এমন লোকের দ্বারা মানবজাতির উপকার কি হইবে? এবং তোমাদের মধ্যে কয়

জন এমন লোক আছে যাহারা ঐরূপ হইতে চায় ? তুমি কি উহার অনুকরণ প্রার্থী ?

জীব। না, সামান্য জীবের পক্ষে তাহা অননুকরণীয়। তাহাতে সাহস হয় না, সুতরাং ইচ্ছাও হয় না ; এবং কর্ত্তব্য বলিয়াও বুঝিতে পারি না ; তথাপি কিন্তু বেশ ভাল লাগে।

ব্রহ্ম। যাহার গুণ অনুকরণে ইচ্ছা নাই, কর্ত্তব্য বলিয়াও যাহা বোধ হয় না, বরং অকর্ত্তব্যই জ্ঞান হয়, তাহা ভাল লাগা না লাগা দুই সমান। অদ্ভুত উদ্ভট অসাধারণ যে কোন বিষয় দেখিতেও ভাল লাগে। উহা যদি মুক্তাত্মার লক্ষণ হয় এবং সেরূপ প্রমুক্ত যোগজীবন যদি মাদকশক্তি বা প্রাণায়াম সাধনে লাভ করা যায়, তাহা হইলে এক দিকে উহা সর্ব্বসাধারণের অপ্রাপ্য, অন্যদিকে কলে প্রস্তুত কৃত্রিম। যাহা হইতে পারিবে না,—হইতে চাও না, কেবল মুখে তাহার প্রশংসা করিয়া সাম্প্রদায়িক বিবাদ দলাদলি বাধাইলে কিছুই লাভ নাই। যদিইবা ঐরূপ উদ্ভট কোন দুই এক ব্যক্তি থাকে, তোমার তাহাতে কি ? তুমি আর তো ও পথে যাইবে না ?—যাওয়া উচিতও মনে কর না ?

জীব একটু লজ্জিত হইয়া অবনত মস্তকে বলিলেন, "তাহা ঠিক। উহা স্বভাববিরুদ্ধ পথ। রৌদ্র বর্ষা হিমে ভুগিয়া, অনাহারে জঙ্গলে জঙ্গলে গাঁজা ভাং খাইয়া, গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া, ব্রহ্মরন্ধ্রে কে এখন জিহ্বাকে প্রবেশ করাইবে ? আমিত প্রস্তুত নহি। উহা তোমার প্রদর্শিত পথও নহে। সেরূপ যোগিমূর্ত্তি প্রদর্শনী মেলার উপযোগী সামগ্রী হইতে পারে।"

ব্রহ্ম বলিলেন, "সহজজ্ঞানেই উহার মীমাংসা হইয়া রহিয়াছে, অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আচ্ছা, তুমিত আদর্শ যোগী দেখাইলে, আমি একটী নবযোগীর আদর্শ চিত্রিত করিতেছি, তাহা ভাবিয়া দেখ দেখি কিরূপ মনে হয়। নবযোগী গৃহে আত্মীয় পরিবার প্রতিবাসীমণ্ডলে পরিবেষ্টিত থাকিয়া সময়বিশেষে নির্জ্জন পর্ব্বত অরণ্যে একাকী বাস করেন। তাঁহার মস্তকে জটাভার নাই, অঙ্গে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, গৈরিক কিম্বা ভস্ম নাই, প্রচলিত শুভ্র সাধারণ বস্ত্র এবং পাদুকা তাঁহার ব্যবহার্য্য ; চক্ষু কখন মুদ্রিত কখন উন্মিলিত ; হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয় কখন কার্য্যে ব্যস্ত, কখন সংযত ; তিনি

মৌনী কিম্বা বাচাল নহেন, কিন্তু গভীর অর্থযুক্ত সুমিষ্ট অল্প কথা বলেন। বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে তিনি থাকেন না, সর্ব্বদা শান্ত চিত্ত প্রসন্ন বদন। অতিমাত্র জন-কোলাহলপ্রিয় কিম্বা লোকসঙ্গত্যাগী উদাসীন তিনি নহেন; পরিবার জনসমাজের প্রতি সহৃদয়ে যথা কর্ত্তব্য পালন করেন, অথচ তাহাতে মায়াবদ্ধ লিপ্ত হন না। বাহিরে তাঁহার কোন বেশ ভূষা রাজসিক ধর্ম্মাড়ম্বর নাই, কিন্তু অন্তর সাত্ত্বিক ভাব, নিষ্ঠা অনুরাগে পরিপূর্ণ। পর্য্যায়ক্রমে তিনি ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ সাধনপূর্ব্বক কর্ম্মজ্ঞানভক্তির সামঞ্জস্য পথে চলেন। ধ্যান জ্ঞান প্রেম ভক্তি বৈরাগ্য পরসেবা, সকল বিষয়েই তাঁহার সমান অনুরাগ। জনহিতব্রতে সদাকাল উৎসাহী থাকিয়া বিশেষ সময়ে বিবিক্ত দেশে নিঃসঙ্গ মনে গভীর যোগ সম্ভোগ করত তিনি আবার ভক্তগণসঙ্গে মহাভাবে নৃত্য গীতে প্রমত্ত হন। বাহিরে আপাত দৃষ্টিতে দেখিলে জনসাধারণ হইতে তাঁহাকে কোন অসাধারণ বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া বুঝা যায় না, কিন্তু অন্তরদর্শী বিবেকীর চক্ষে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় তিনি বিশ্বাস বৈরাগ্যের অবতার। তাঁহার দিব্য দৃষ্টিতে সজনে নির্জ্জন, ইহকালে পরকাল, জীবনে মৃত্যু, সংসারে বৈরাগ্যাশ্রম প্রতিভাত হয়। সরলতা বালকত্বের মধ্যে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য, দিব্যজ্ঞানপ্রতিভা;—কর্ম্মোদ্যমের ভিতর অটল যোগের শান্তি,—এবং ধ্যান সমাধির ভিতর জ্বলন্ত কর্ম্মিষ্ঠ জীবন;—ভদ্রতা, সামাজিকতা, পারিবারিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অন্তরালে অনা-সক্ত প্রেম স্নেহ। নব যোগীর এই সকল লক্ষণ। তিনি শত্রুকে ক্ষমা করিয়া ভালবাসেন, ব্যক্তি বা জাতিনির্ব্বিশেষে সকলকে দয়া করেন; ব্রহ্মবলে মহাবলী, অথচ বিনয়ে তৃণ সমান। ধর্ম্মের মতামত, বিচিত্র আচার ব্যবহার, সাধন বা সম্প্র-দায়ভেদ তাঁহার অন্তরে ঘৃণা বিদ্বেষ জন্মাইতে পারে না; কেবল নিষ্কপট ধার্ম্মিকতা, সারল্য বিশ্বস্ততার দিকেই তাঁহার লক্ষ্য। মনুষ্য মাত্রকেই তিনি আত্মবৎ জ্ঞান করেন, এবং আপনা হইতেও তাহাদিগকে অধিক ভালবাসেন। তাঁহার বাক্য মন কার্য্য চিন্তা ভাব জ্ঞান দেহেন্দ্রিয় সংযত এবং ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত। প্রাণসখা ঈশ্বরের গুণের কথা যে কোন স্থান হইতে আসুক, তাহাতেই তিনি বিগলিত চিত্ত হন। এক কথায় তিনি জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের সহিত অভেদ। বুজরুগি যাদুবিদ্যা, জ্ঞানগরিমা, আসুরিক বীরত্ব পরাক্রম কিম্বা ইন্দ্রিয়ো-ত্তেজক জাঁক জমক তাঁহাতে নাই; কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস-প্রণোদিত মৃদু নিশ্বাস,

ভক্তিরসরঞ্জিত মিষ্ট বাণী, নিষ্কাম কর্ম্মের মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টান্তে সমস্ত অন্তর জগৎ কাঁপিয়া এবং জাগিয়া উঠে। সুখৈশ্বর্য্য ভোগ্য সম্পদ, আত্মীয় অন্তরঙ্গে বেষ্টিত থাকিয়া, দাস দাসী শত্রু মিত্র, বিপদ পরীক্ষাপূর্ণ কার্য্যক্ষেত্রে বাস করিয়াও তিনি ক্ষমাশীল প্রেমিক বৈরাগী এবং বিনীত সন্ন্যাসী। যে সকল বিষয়ে লোকের চিত্ত সচরাচর আসক্ত হয় তাহার মধ্যে বাস করিয়াও তিনি সর্ব্বদা নির্লিপ্ত। পরীক্ষা প্রলোভনশূন্য অরণ্য বা গিরিগুহায় বৈরাগ্য অনাসক্তি নির্লিপ্ততার কোন প্রমাণ নাই। শরীরকে একটু কষ্টসহিষ্ণু কঠোর করিতে পারিলেই তথাকার বৈরাগ্য অধিকার করা যায়। কিন্তু তাহা সতরঞ্চ খেলার যুদ্ধ এবং পরের হাত ধরিয়া চৌবাচ্চার জলে সন্তরণের ন্যায় বাল্য ক্রীড়া বিশেষ। তুমি গম্ভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, বিষয়ের কীট মায়াবদ্ধ জীবেরা একদিকে আপনাদিগকে ভজনহীন মহাপাপী চিরাপরাধী নীচ বলিয়া আত্মাবমাননা করে, অপর দিকে ভস্মবিলেপিত কলেবর, মৌনী, কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী দুই পাঁচ জনকে অলোকসামান্য পুরুষ বলিয়া মৌখিক প্রশংসা বাক্যের সপ্তম স্বর্গে তুলিয়া রাখে, ইহার মাঝামাঝি আর কিছু দেখিতে পায় না। নিজেরা তাহারা চিরদিন ঘোর সংসারাসক্ত গৃহী থাকিতে চায়, অথচ কল্পিত অথবা আদর্শ যোগী সন্ন্যাসীর প্রশংসা মুখে ধরে না। অননুষ্ঠেয় অপরীক্ষিত আদর্শ মত বিশ্বাস লইয়া যেমন ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যে সচরাচর ভ্রাতৃবিচ্ছেদ বিবাদ ঘটে, সাধু সন্ন্যাসীর নামেও তাই। যাহা মৎপ্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিক সার্ব্বভৌমিক এবং দিব্যজ্ঞানানুমোদিত অলঙ্ঘ্য নিয়ম তাহার অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক নিজ নিজ জ্ঞানকৃত পাপ এবং দোষ দুর্ব্বলতা স্বীকার করিয়া উচ্চতর পবিত্র জীবনাদর্শের অনুকরণ প্রার্থী হওয়াই জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং নিয়তি।"

জীবানন্দ ছল ছল নেত্রে, গদ্গদ কণ্ঠে, বিমোহিত হৃদয়ে বলিলেন, "অতি চমৎকার! অতি অপূর্ব্ব! তোমার কথিত এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ চরিত্রই অনুকরণীয় তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাকে তুমি এই আদর্শে নির্ম্মাণ কর।" এই বলিয়া ব্রহ্মপদে তিনি লুটাইয়া পড়িলেন।

ভক্তিযোগ—তৃতীয় অধ্যায়।

দর্শন।

ভক্তির পত্তন ভূমি নবযোগের নবীন ব্যাখ্যা শুনিয়া চিদানন্দ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেবল স্মরণ, মনন, নাম জপ কিম্বা লীলানুশীলনে বিশুদ্ধা ভক্তি লাভ হয় না, কর্ম্মজ্ঞানসমন্বিত সাক্ষাৎ দর্শনযোগ ইহার ভিত্তি; তাহা যদি হইল, তবে দর্শন বিশেষতঃ নিরাকার দর্শন কি প্রকার? দর্শন, স্পর্শন, আলিঙ্গনস্পৃহা চরিতার্থের জন্য ভক্তেরা মূর্ত্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। আপনার এই নব গীতায় সে প্রকার মূর্ত্তি দর্শনের ত কোন ব্যবস্থা দেখিতেছি না। তবে এ দর্শনযোগের লক্ষণ কিরূপ?"

সদানন্দ। দর্শন শব্দের অর্থ সচরাচর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়যোগে যাহার মূর্ত্তিমান অস্তিত্ব দেখা কিম্বা স্পর্শানুভব করা যায় তাহাই এত দিন পৌরাণিক ধর্ম্মজগতে প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে অর্থ অতিশয় স্থূল, ব্যবহিত এবং প্রাকৃত; বিশ্বাসেই পরম চৈতন্যের অপ্রাকৃত আত্মভূত দর্শন লাভ হয়। অধ্যাত্ম তত্ত্বদর্শী কোন জ্ঞানী ভক্ত তাই বলিয়াছেন, "বিশ্বাস প্রত্যক্ষ দর্শন।" (Faith is the direct vision) শরীর ও বাহ্যজ্ঞানেন্দ্রিয়ের অভাব ঘটিলেও এই বিশ্বাসচক্ষুর অপরোক্ষ অব্যবহিত দর্শনজ্ঞান অব্যাহত থাকে; ইহা আত্মস্থ জ্ঞান। বাহ্যেন্দ্রিয়গোচর যাবতীয় জ্ঞান অবিদ্যার আবরণে আবৃত। সে আবরণ অনেক, পলাণ্ডুর ন্যায় স্তরে স্তরে তাহা গূঢ় তত্ত্বের চতুর্দ্দিকে বিন্যস্ত থাকে। যখন তুমি মনে করিতেছ ঠিক দেখিতেছি, নিশ্চয় বুঝিতেছি, তখনও তাহা অবিদ্যার সূক্ষ্মতম স্বচ্ছ আবরণে আবৃত। আত্মতত্ত্বজ্ঞ গভীরদর্শী ভিন্ন সে সকল আবরণ ভেদ করিয়া অব্যবধানে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকৃত জ্ঞান কেহ লাভ করিতে পারে না। ইহা কেবল অন্তরভেদী বিশ্বাসের দৃষ্টিতেই সম্ভব।

চিদানন্দ। শারীরিক জ্ঞানেন্দ্রিয়যোগে যেমন কোন পদার্থের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষানুভূতি জন্মে, বিশেষতঃ স্পর্শ এবং আস্বাদন দ্বারা যেমন বাহ্যজ্ঞানলব্ধ সত্যতা সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ সংশয় বিদূরিত হয়, বিশ্বাসমূলক দর্শন শ্রবণাদি কি তদপেক্ষা নিঃসন্দেহ এবং সমুজ্জ্বল? প্রমাণ দ্বারা আমরা যাবতীয় জ্ঞাতব্য ও দ্রষ্টব্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করি, পরে তাহা হইতে বিশ্বাস সমুৎপন্ন হয়। অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের এবং বিশ্বাসের প্রমাণ কি প্রকার?

সদানন্দ। কোন বিশ্বাসী মহাত্মা বলিয়া গিয়াছেন, "বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের সারাংশ এবং অদৃশ্য পদার্থের প্রমাণ স্বরূপ।" বাহ্য জড় পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় অথবা পরোক্ষ শ্রুতি প্রমাণের উপর নির্ভর করে; সুতরাং ইন্দ্রিয় বিকল হইলে আর সে প্রমাণসিদ্ধ জ্ঞান অনুভবের ক্ষমতা থাকে না। আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিশ্বাস যদিও ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান দ্বারা উন্মেষিত ও পরিমার্জ্জিত হয়, কিন্তু তাহা আপনি আপনার মুখ্য প্রমাণ। যেমন "আমি আছি" কি "আমি করিতেছি" ইত্যাদি। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য আমরা বাহিরের কোন প্রমাণ অন্বেষণ করি না।

ইন্দ্রিয়গোচর জ্ঞান এরূপ নহে। আলোকের সাহায্যে কোন পদার্থ বা প্রতিমূর্ত্তির উপরি ভাগের আকার বর্ণ গঠন সৌন্দর্য্য বসন ভূষণ চক্ষে দেখি, রসনায় খাদ্য বস্তুর আস্বাদ জ্ঞান অনুভব করি, স্পর্শ দ্বারা দৃশ্য বা শ্রুতিগোচর বিষয়ের বাস্তবিকতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় চিত্ত হই, ইহার অধিক বাহ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে স্বরূপতঃ আর কিছু জানিতে পারি না। দর্শন অর্থে সচরাচর চর্ম্মচক্ষে প্রতিভাত দৃশ্য পদার্থকেই বুঝায়। কিন্তু ব্রহ্মদর্শনের উজ্জ্বলতা সম্বন্ধে যদি বলি, "কোটী সূর্য্যবিনিন্দিত তাঁর রূপ।" কিম্বা "তীব্র বিজলীর ন্যায় তাঁহার সৌন্দর্য্যচ্ছটা।" তাহার অনুভূতি কি প্রকার? যে তেজে চক্ষু ঝল্‌সিয়া অন্ধীভূত হয়, তাহাই কি দর্শনের লক্ষণ? অথবা যদি বলি যে "পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার বিমল জ্যোতি।" তাহাতেই বা কি উপলব্ধি হইতে পারে? এখানে প্রেম পুণ্য জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি গুণময় পুরুষকে অধ্যাত্ম যোগে অনুভব করার নাম দর্শন, জ্ঞানচক্ষে তাহা প্রকাশিত হয়। অনেকানেক বাহ্য বিষয় আছে যাহা চক্ষে দেখিয়াও জ্ঞানের পিপাসা মিটে না, স্পর্শ দ্বারা তাহার স্বরূপ জানা যায়। কিন্তু সে জ্ঞানও অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ। মানুষে মানুষে যে চেনা পরিচয় হয় এবং পরস্পরের প্রতি জ্ঞান বিশ্বাস জন্মে তাহাও ইন্দ্রিয়াতীত। সুতরাং তাহাতেও জানার শেষ হয় না। তদতিরিক্ত যে প্রকৃত তত্ত্ব তাহা দিব্যজ্ঞান ও বিশ্বাসের অন্তর্গত। আমার কথিত নবগীতায় দেবপ্রতিমা নাই। অথচ হৃদয়ের ভাবরস প্রেম ভক্তি চরিতার্থের জন্য দর্শন আবশ্যক, ইহা একটী প্রহেলিকাবৎ তোমার মনে হইতে পারে। কিন্তু এ কথার গভীর অর্থ আছে। অচেতন বাহ্যরূপ দর্শন স্পর্শনে কি

আন্তরিক শুদ্ধা ভক্তি চরিতার্থ হয়? বরং সচেতন দেহধারী সাধুগুণসমন্বিত ভক্ত গুরু গোস্বামীর সহবাসে ও সেবা পরিচর্য্যায় তাহা কিয়ৎ পরিমাণে চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু মানবহৃদয় যে হৃদয়নাথকে পাইবার জন্ম পিপাসু ব্যাকুল, প্রাণেশ্বরের দর্শন লাভার্থ ত্রিতাপে তাপিত পাপীর প্রাণের যে গভীর ক্রন্দন, তাহা কি সচেতন গুরুদেহ বা অচেতন প্রতিমূর্ত্তির দর্শন স্পর্শনে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে? অন্তরনিহিত স্বাভাবিক অনুরাগ ভক্তি স্বয়ং ভগবানের ভোগের জন্ম সঞ্চিত থাকে; তাহা হরিপদ-চুম্বনের আশায় নিরন্তর উন্মুখ এবং তৃষিত রহিয়াছে। হৃদয়ের অন্তঃপুরে সে গুপ্ত বৃন্দাবনে হৃদয়বল্লভ প্রাণপতি ভিন্ন অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। তথায় নিভৃত প্রেমকুঞ্জে ভক্তসঙ্গে ভগবানের যে লীলা বিহার হয় তাহা অপ্রাকৃত, সুতরাং অনির্ব্বচনীয়। ভক্তবৎসল হরি সেখানে ভক্তের সঙ্গে নীরবে ইঙ্গিতে অতি সংগোপনে আলাপ করেন এবং তাঁহাকে আপনার বহুবিধ লীলা ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া শ্রুতি স্মৃতি পুরাণের অপরিজ্ঞাত অনেক নূতন কথা বলেন।

চিদানন্দ। অবশ্য এ সকল অতি গূঢ় রহস্যের কথা। কিন্তু ইন্দ্রিয়যোগে দর্শন শ্রবণ স্পর্শ আস্বাদনে সচরাচর যে জ্ঞানতৃষ্ণার চরিতার্থতা জন্মে অন্ততঃ সে পরিমাণে ত আধ্যাত্মিক দর্শন শ্রবণের তৃপ্তি হওয়া চাই, তদ্ভিন্ন প্রাণ প্রবোধ মানিবে কেন? "আমার দেবদর্শন হইল। আমি তাঁহার নিকট যে প্রার্থনা করিলাম, তাহার উত্তর পাইলাম। আমার দুঃখের ক্রন্দন শ্রবণে তিনি আমাকে আশা বচন শুনাইলেন। সিদ্ধি মুক্তি চির উন্নতি বিষয়ে তাঁহার অঙ্গীকার ও সান্ত্বনা বাণী আমার হৃদয়তন্ত্রীতে নিনাদিত হইল।" এ বিষয়ে যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতে না পারি ততক্ষণ কেবল বিজ্ঞান দর্শনের সিদ্ধান্তে আমিত পরিতৃপ্ত হইতে পারিব না। যাঁহার অনন্ত কৌশলময় বিপুল কীর্ত্তি দর্শনে চিরদিন চিত্ত বিমোহিত এবং বিস্মিত হইয়া রহিয়াছে, বাল্যাবধি যে দেবতার অগণ্য অসীম ভালবাসা স্নেহ দয়ার পরিচয় পাইতেছি, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ গোচর করিবার জন্য প্রাণ যে লালায়িত হয় ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু হায়! চারিদিকে তাঁহার মহিমা জ্ঞান এবং দয়ার চিহ্ন কতই অবলোকন করিতেছি, অথচ সেই সর্ব্বমঙ্গলদাতা আশ্চর্য্য পুরুষকে দেখিতে পাই না! তিনি কিরূপ, কেমন, তাঁহাকে কি সাধনে দেখা যায় এবং দেখার অর্থ কি; এ সব তিনি নিজে

আমার জ্ঞানের জ্ঞান হইয়া বুঝাইয়া না দিলে কি আমি কখন তাহা বুঝিতে পারিব?

সদানন্দ। ঈদৃশ দর্শন এবং বিশ্বাস তোমার নিশ্চয়ই প্রয়োজন। এবং সে আশা তোমার পূর্ণ হইবে। পুস্তকের জ্ঞান কিম্বা আচার্য্যের উপদেশ দৃষ্টান্তে চিরদিন কে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? কিন্তু দর্শন শ্রবণ সম্বন্ধে যে তোমার বাহ্য সংস্কার আছে, তাহা প্রকৃত দর্শন ও শ্রবণ জ্ঞানের ঈষৎ আভাস মাত্র, উহা দ্বারা যথার্থ তত্ত্বের উপলব্ধি হইবে না। আত্মদর্পণে ব্রহ্মদর্শন এবং আত্মজ্ঞানে ব্রহ্মবাণী শ্রবণ তদপেক্ষা অনেক উজ্জ্বল এবং তাহার ক্রিয়াপ্রণালী এবং তত্ত্বানুভূতি ভিন্ন জাতীয়। ইহাতে প্রমাণ প্রয়োগ কিম্বা ব্যবধান কিছু নাই। সম্পূর্ণরূপে ইহা আত্মস্থ ব্যাপার। এক কথায় ইহাকে ভগবদ্ভাবাবিষ্ট বলা যায়। (Subjective assimilation) চর্ম্মচক্ষে যে বস্তুর দর্শনজ্ঞান তাহা ব্যবধানবিহীন নহে; দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যস্থলে দৃষ্টিশক্তি, আলোক, দর্শনযন্ত্র, বাতাস আকাশ ইত্যাদি ব্যবধান থাকে। তদ্ব্যতীত দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য দুই স্বতন্ত্র, যেমন তুমি এবং আমি। কিন্তু ব্রহ্মদর্শনে অভেদত্ব উপলব্ধি হয়। মাখামাখি, মিশামিশি; বস্তু এক, কেবল ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব শক্তি দুই। ব্রহ্মেরই একটা দিক জীব। সেব্য সেবক, পিতা পুত্র, দাস প্রভু পরস্পর পৃথক সম্বন্ধবোধ অতি সুস্পষ্ট হইলেও বস্তুগত ভিন্নতা নাই। বাসনাবিমুক্ত অহংজ্ঞানরূপ স্বচ্ছ আত্মদর্পণে এক অখণ্ড অদ্বৈত প্রকাশিত হন। জীবাত্মা ব্রহ্মসাগরের শাখার ন্যায় গুণেতে এক, পরিমাণ, ক্ষমতা শক্তিতে স্বতন্ত্র।

চিদানন্দ চিন্তামগ্ন চিত্তে শান্তভাবে মৃদু স্বরে বলিলেন, "ভগবন্! আমি এ যাবৎ কর্ম্ম এবং জ্ঞানযোগের বহিরঙ্গের উপদেশ আপনার মুখে যত কিছু শুনিয়াছি তাহার ভিতরেও দর্শন শ্রবণ তত্ত্ব আছে; কিন্তু এই যে দর্শন শ্রবণ, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় কঠিন এবং গভীর বোধ হইতেছে। এই অন্তরঙ্গের তত্ত্বোপলব্ধি বিনা সে সকলের কোন সার্থকতা নাই। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীজীবের ন্যায় যদি ভগবানের সহিত চেনা পরিচয়, দেখা শুনা, ঘনিষ্ঠ যোগ আমার না হয়, তাহা হইলে আমার জন্মই বৃথা। অতএব দর্শনযোগ বিষয়ে আরো সবিস্তরে আমাকে বুঝাইয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম এবং আত্মস্থ করিয়া দিন।"

সারগ্রাহী সূক্ষ্মদর্শী সুপুত্রের অসামান্য নিগূঢ় প্রশ্ন শ্রবণানন্তর যোগ-বিজ্ঞান-

বিশারদ ব্রহ্মবান্ সদানন্দ ক্ষণকাল গভীর ধ্যানে আত্ম সমাধানপূর্ব্বক নির্ব্বাক হইয়া স্থাণুর ন্যায় বসিয়া রহিলেন। অতঃপর সমাধিভঙ্গে নয়নদ্বয় ঈষদোন্মীলন করতঃ ধীরে—অতি ধীরে প্রাগুক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইতেছিল যেন দর্শনযোগের এক খানি সমুজ্জ্বল চিত্রপট তদীয় অন্তর্চক্ষুর সম্মুখে স্থিতি করিতেছিল। তৎপ্রতি নেত্রপাত করিয়া তিনি বলিতে লাগিলন, "বৎস, এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন, তাহার উত্তর দান এবং অর্থ হৃদয়ঙ্গম তিনিতেই শ্রোতা বক্তা উভয়ের অন্তরে স্বর্গ অবতীর্ণ হয়। মৎকথিত দর্শনযোগের প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে। শ্রবণই দর্শনের প্রমাণ। আত্মা যখন পরমাত্মার সর্ব্বব্যাপী মহাসত্তার স্পর্শসুখ অনুভব করে তখন আর কিছুরই অভাব থাকে না; তাঁহার জ্ঞানে প্রেমে ইচ্ছায় জীব একাকার তন্ময় হইয়া যায়।"

"ব্রহ্মদর্শনের নিগূঢ় রহস্য বুঝিবার জন্য যখন তোমার এতাধিক ব্যাকুলতা হইয়াছে, তখন বলিতেছি শ্রবণ কর। অতিশয় সূক্ষ্ম ধারণার সহিত এ তত্ত্ব বুঝিতে হইবে, বাহ্য দর্শনজনিত কোন পূর্ব্ব সংস্কারের সহিত ইহা মিলাইবার চেষ্টা করিও না; কারণ, এই অধ্যাত্ম দর্শন বা একাত্মতা সম্পূর্ণরূপে এক নূতন ব্যাপার। অতএব গভীর ধ্যানযোগে প্রথমতঃ আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ কর, তদনন্তর আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সহজজ্ঞানে প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে। বাহ্য বস্তুর সঙ্গে ইহার উপমা,—যেমন চন্দ্রেতে সূর্য্য প্রকাশ। চন্দ্র একটী জ্যোতিহীন অন্ধকার পদার্থ, রবি কিরণ উহার উজ্জ্বলতা সম্পাদন করে। এ উপমাও স্থূল, যেহেতু ইহাতে সজাতীয়ত্ব, সমগুণসম্পনতা নাই। কে কাহাকে দেখিবে? যিনি দর্শনীয় তিনি স্বরূপতঃ যাহা তদ্ভাবাপন্ন তদ্‌গুণবিশিষ্ট দর্শকের ভিতরে তাঁহার আংশিক ভাব প্রকাশ করিয়া স্বয়ং তৎসঙ্গে আপনি প্রকাশিত হন।"

চিদানন্দ। আমি ঠিক ধারণা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আরো বিশদ ব্যাখ্যার সহিত সহজবোধ্য করিয়া বলুন।

সদানন্দ। আচ্ছা, যত দূর সম্ভব আমি সহজ করিয়া বলিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ব্রহ্মদর্শনের পূর্ব্বে ব্রহ্ম কি পদার্থ তাহা জানা আবশ্যক। কোন একটা বিশেষ স্বরূপ বা গুণকে ব্রহ্ম মনে করিও না। তিনি সৎ, চিৎ, আনন্দ। জ্ঞান ইচ্ছা মঙ্গলভাব এবং পবিত্রতায় পরিপূর্ণ। এই সকল গুণ ও শক্তির সীমা তাঁহাতে নাই, সুতরাং সসীম জীবাত্মা তাঁহার আভাস মাত্র কেবল অনুভব

করিতে পারে। কিন্তু কি উপায়ে? ঐ সকল অনন্ত গুণের সমজাতীয় কিছু কিছু গুণ শক্তি ক্ষমতা তাহাতে আছে বলিয়া পারে। তাহাই বা সে কোথায় পাইয়াছে? স্বয়ং ব্রহ্মেরই আভাস এবং অংশরূপে তিনি জীবেতে অবতীর্ণ আছেন।

এক্ষণে মনে কর, ব্রহ্মকে প্রথমে সৎ বলিয়া দেখিতে অর্থাৎ অনুভব করিতে হইবে। তুমি যদি অসৎ মোহাচ্ছন্ন ভ্রান্ত হও, কিরূপে সৎ পদার্থকে উপলব্ধি করিবে? মিথ্যা কখন সত্যকে দেখিতে পায় না। যে পরিমাণে জীব সত্ত্ব গুণাধিক্য হইবে সেই পরিমাণে তাহাতে বিশুদ্ধ সত্ত্বের প্রকাশ। সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার অবস্থায় জীব আপনি সত্য হইয়া পরম সত্যকে সত্যরূপে দেখিতে পায়, তখন সত্যে সত্য মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। সত্য স্বরূপের ইহাই প্রকৃত দর্শন। সত্য দর্শন করা মানে এখানে সৎ হইয়া যাওয়া।

জ্ঞান স্বরূপ বা চিৎ স্বরূপের দর্শন। স্বয়ং তিনি আদি জ্ঞান, পরম জ্ঞান, তদ্ভিন্ন আর জ্ঞান কোথাও নাই। তিনি যখন বিশুদ্ধ জ্ঞানালোক রূপে জীবোপাধিতে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহারই সেই আলোক কণিকার দর্পণে তাঁহার অনন্ত জ্ঞানজ্যোতি প্রকাশ পায়। জীব যতক্ষণ ভ্রান্তিজড়িত, বিকারগ্রস্ত থাকে ততক্ষণ তাহাতে জ্ঞানময়ের বিশুদ্ধ বিকাশ হয় না। অতএব যদি জ্ঞানস্বরূপকে দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আপনি দিব্য জ্ঞানরূপে পরিণত হও; তদ্ভিন্ন অচেতন অন্ধকার কি সচেতন আলোককে দেখিতে পাইবে? অসম্ভব।

এইরূপে অনন্তে আত্ম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক অনন্তের মহা সত্তা,—প্রেমিক হইয়া প্রেমময়ের,—এবং পবিত্র হইয়া পবিত্র স্বরূপের দর্শন লাভ করা যায়। অর্থাৎ তাঁহার যে যে স্বরূপগুলি দেখিতে চাহিবে সেই সেই স্বরূপের বীজ তোমাতে নিদ্রিত আছে, অথবা তাহা মোহবিকারে আচ্ছন্ন হইয়া ঈষদ্বিকসিত হইয়াছে; সেই গুলি নির্ব্বিকারভাবে বিকসিত করিয়া তাহারই ভিতর দিয়া ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করিতে হইবে। নহিলে কে কাহাকে দেখাইতে পারে? যিনি জ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞান এবং জ্ঞাতা। ইহাকেই বলে একাত্মতার দর্শন। ইহাতে দ্বৈত জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না, জীব ব্রহ্মের চির পার্থক্য এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব সকল অবস্থায় সমান থাকে। মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর ন্যায় সে অবস্থা। প্রেমে স্নেহে শিশু মাতৃবক্ষে মিশিয়া গিয়াও আপনার শিশুত্ব এবং মাতার মাতৃত্ব অলৌকিক নিয়মে অনুভব করে।

চিদানন্দ বলিলেন, "আহা! জীবের কি মহোচ্চ অধিকার। কথাগুলি শুনিলেও যেন প্রাণ পুলকিত হয়। বিনা সাধনে ইচ্ছামাত্র যদি আমি এই অধিকার সম্ভোগ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এই দণ্ডেই সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া দিতাম। যা হউক, এ বিষয়ে সিদ্ধিলাভের জন্য সাধন করিতে করিতে যদি প্রাণও যায়, সেও ভাল। কারণ, ইহাতে প্রাণ বিসর্জ্জনে সার্থকতা আছে। তদ্ভিন্ন জীবনধারণে আর কি ফল?"

পিতা প্রসন্ন বদনে বলিলেন, "প্রথমে তোমাকে সংসারে কার্য্যক্ষেত্রে ব্রহ্মারাধনারূপ কর্ম্মযোগ সাধনের উপদেশ শুনাইয়াছিলাম, এক্ষণে চিত্ত-সংযম, আত্মদর্শন এবং একাগ্রতা সহকারে অন্তর্দৃষ্টিসাধনের গুরুত্ব বিষয়ে বিশেষরূপে তোমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। এখন কর্ম্মবাহুল্যে আবদ্ধ থাকিলে আর চলিবে না। এজন্য সময়ে সময়ে নির্জ্জনবাস এবং বাহ্য-কার্য্যের হ্রাস নিতান্ত প্রয়োজন। ব্রহ্মদর্শনের তিনটী গবাক্ষ;—(১) বহির্জ্জগতে বিধাতা বিশ্বকর্ম্মার বিচিত্র লীলাভিনয় দর্শনানন্তর প্রাকৃতিক অলঙ্ঘ্য নিয়ম-শৃঙ্খলা, বিধি ব্যবস্থার মধ্যে তাঁহার সুস্পষ্ট অভ্রান্ত মঙ্গলাদেশ শ্রবণ, (২) মানবসমাজের চেতন প্রকৃতির বিকাশ ও গঠনেতিহাসে, বিশেষরূপে মহাজনচরিতে। (৩) আত্মার অন্তরতম প্রদেশে সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বরূপসাম্যে তাঁহার নৈকট্য আবির্ভাব নিরীক্ষণ এবং বিবেকযোগে প্রত্যাদেশ বাণী শ্রবণ। ব্রহ্মবাণী-মুখরিত চেতনাচেতন এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্মক্ষেত্রে বিধাতাকে কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার বর্ত্তমানতা, কর্ত্তৃত্ব, ইঙ্গিত, জ্ঞানশক্তি অনুভবের সহিত কিরূপে কর্ম্মযোগ সাধন করিতে হয়, তদ্বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা ইতঃপূর্ব্বেই তুমি শ্রবণ করিয়াছ, এক্ষণে বাসনাবিমুক্ত ব্যবহারিক বৃত্তিশূন্য প্রশান্ত স্বচ্ছ আত্মদর্পণে ঐকান্তিক ধ্যানযোগে পরমাত্মার প্রত্যক্ষ চিদ্ঘনরূপ সন্দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার স্বরূপসাম্য লাভানন্তর কিরূপে শুদ্ধা ভক্তির রসাস্বাদন করিতে হয়, তজ্জন্য কৃতসঙ্কল্প হও।"

চিদানন্দ। জ্ঞানযোগ শিক্ষার কালে ভগবান্ যে জীবকে বলিয়াছিলেন, "জড়ীয় মৌলিক উপাদানের অন্তর্নিহিত গুণশক্তি ছাড়া প্রাণ ও জ্ঞানশক্তির কার্য্য ব্রহ্মের সাক্ষাৎ ইচ্ছাপ্রসূত; কিন্তু বিজ্ঞানীর চক্ষে তাহাত অনুমান মাত্র। ভৌতিক পদার্থের যোগ, মিশ্রণ, বিশ্লেষণ এবং তাহাদের কূটসন্নি-

বেশ প্রক্রিয়া হইতেই বাহ্য ও অন্তর জগৎ উৎপন্ন হইয়া রক্ষিত হইতেছে। তদ্বিষয়ে নিগূঢ় ক্রিয়াপ্রণালী সমস্ত এখনো জানা যায় নাই বলিয়া কি ঈশ্বরাভিপ্রায় একটী অন্যতর কারণ উপাদান মনে করিতে হইবে?

সদানন্দ। নিশ্চয়ই হইবে। দ্রব্যগুণের যোগাযোগ ফল ও নিয়ম কৌশল সমস্ত যখন নিঃশেষিতরূপে অবগত হইতে পারিবে, তখন ঐ অভিপ্রায় কারণটী আরো স্পষ্ট এবং সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

কিয়ৎকাল গভীর চিন্তার পর চিদানন্দ বলিলেন, "কর্ম্মক্ষেত্রে বিবিধ অবস্থা ও প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে যে ব্রহ্মদর্শন, তাহাত চঞ্চল ক্ষণস্থায়ী। কেন না, এখানকার যাহা কিছু সমস্তই অস্থির এবং পরিবর্ত্তনশীল। নিত্য অব্যয় অক্ষর পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভের পক্ষে ইহা কি জলাশয়ের তরঙ্গভঙ্গ চন্দ্রালোকের ন্যায় প্রতিবন্ধক নহে? নতুবা জ্ঞানবৃদ্ধ তপস্বীরা জ্ঞান দ্বারা কর্ম্মদগ্ধের কথা কেন বলিলেন? তাহা হইলে দেখিতেছি, দর্শনযোগ সিদ্ধির জন্য কর্ম্ম হইতে একেবারেই অবসর লইতে হইবে।"

সদানন্দ। স্থূল অর্থে তাহাই বটে। যুদ্ধক্ষেত্রে বা প্রভূত বিষয় কার্য্যের ব্যস্ততা মধ্যে চিত্ত সমাহিত হয় না; শারীরিক অত্যধিক পরিশ্রম এবং তৎসংক্রান্ত মানসিক চিন্তা উদ্বেগ আন্দোলন উপশম না হইলেও যোগপথে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না সত্য; কিন্তু শরীর ইন্দ্রিয় মস্তিষ্ক ব্যতীত অন্য সূক্ষ্মতম কার্য্যযন্ত্রও আছে। সে কার্য্যের ফলও প্রভূত কল্যাণকর। আর অনিত্য সংসারে নিত্য পরব্রহ্মের দর্শনশ্রবণ যে অনিত্য কিম্বা মায়িক ব্যাপার মনে করিতেছ, বাস্তবিক তাহা নহে। সংসারক্ষেত্রে, পরিবার, জনসমাজে ও প্রাকৃতিক নিয়মরাজীর সাহায্যে জীবের সহিত ব্রহ্মের প্রথম পরিচয় হয়; ইহাকে মিথ্যা কল্পনা অবিদ্যা মায়া মনে করিও না। অনিত্য অসার ক্ষণভঙ্গুর সংসারের অলঙ্ঘ্য কর্ম্মনিয়মাদির ভিতর দিয়া তাঁহার যে আদেশ অভিপ্রায় প্রচারিত হইতেছে তাহা নিত্য অভ্রান্ত, সার্ব্বভৌমিক সার সত্য; সে সমস্ত অক্ষর পরম পুরুষের তুলনায় অনিত্য এবং বিকারময় হইলেও মিথ্যা বা মায়ার খেলা হইতে পারে না। তাহা যদি হইত, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই থাকিত না। ঔপাধিক এবং বৈশেষিক জ্ঞান ব্যতীত নিরুপাধি নির্ব্বিশেষের পরিচয় কে পাইতে পারে? লীলা উড়াইয়া দিলে সৃষ্টি বা জীবাত্মার জন্মেও কোন

প্রয়োজন ছিল না। যদি বল ঘটাকাশের আবার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোথা? তাহাত মহাকাশেরই অঙ্গীভূত? জ্ঞানের বিচারে ইহা অবশ্য সত্য, তথাপি ঘটাকাশস্বরূপ জীবাত্মার বিশেষ কার্য্য নিয়তি এবং উদ্দেশ্য আছে এবং তাহা মায়া কিম্বা মায়িক ঈশ্বরের স্বজিত নহে, স্বয়ং পরব্রহ্ম অক্ষর পুরুষই তাহার স্রষ্টা নিয়ন্তা; এবং তাঁহারই সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব ও জ্ঞানশক্তিতে উহা কার্য্য-করিতেছে। তিনি দেহধারী হইয়া নিজমুখে যদি বলেন, "আমি যোগমায়া দ্বারা আবৃত। নিজে আমি কিছুই করি না, সর্ব্বদা নির্ব্বিকার ভাবে আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত থাকি, ত্রিগুণাত্মিকা মায়াবিনী প্রকৃতি কেবল যাবতীয় কার্য্য সমাধা করে। নির্ম্মল স্ফটিকস্তম্ভে জবাকুসুমের প্রতিবিম্বপাতের ন্যায় মায়ামুগ্ধ জীবগণকর্ত্তৃক আমাতে সৃষ্টিলীলা সমুদয় আরোপিত হয়। অবিদ্যার আবরণ সম্যকরূপে অপসারিত হইলে আমারই বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশ যে জীবাত্মা ইহা সে বুঝিতে পারিবে।" তথাপি আমি বলিব, "ঠাকুর, এই যে অবিদ্যার লীলা আর বিদ্যার নিত্যত্ব, ইহা তোমারই স্বরূপ ও সত্তার নিদর্শন। সৃষ্টির পরপারে তুমি পরমধাম নির্ব্বিকার নিরঞ্জন হইয়া আছ থাক, কিন্তু তুমিই যাবতীয় নাট্যের নায়ক। আপাততঃ প্রতীয়মান ব্যবহারিক জগৎ বস্তুপক্ষে যাহাই হউক, ইহার জ্ঞানশক্তি ক্রিয়া তোমার অধিষ্ঠানপ্রযুক্ত হইতেছে, আমি দিব্যজ্ঞানে, ইহা প্রতিক্ষণে দেখিতে পাইতেছি। তুমি আছ, ইহা যেমন আত্মজ্ঞানের আলোকে বুঝাইয়া দিয়াছ; তেমনি তুমি স্বয়ং এই বিশ্বরঙ্গভূমিতে বিচিত্র লীলা খেলা করিতেছ তাহাও বুঝাইয়া দিতেছ। মায়ার জগতে, মায়িক ঈশ্বরের হাতে ইহজীবন যদি ছায়াবাজীর পুত্তলিকা বিশেষ হয়, তাহা হইলে আমার অস্তিত্ব আর রহিল কি? অতএব আমি ও সব হিঁযালীর মানে বুঝি না। আমি আসল খাঁটি ব্রহ্ম বস্তু চাই।—নবরসের রসিক, চতুর প্রেমিক, তুমি হে গোসাঞী। তোমার মত মজার লোক আর দেখিতে না পাই।" মায়িক ঈশ্বর একটী শূন্যগর্ভ শব্দমাত্র; তাহা দিয়া আমাকে ভুলিয়ে রেখে তুমি লুকিয়ে থাকিবে, তাতে আমার হৃদয় মন তৃপ্ত হবে কেন? শিশু মাকেই কেবল চেনে। তুমি নিজে আমাকে জন্ম দিয়াছ, স্বয়ং প্রতিপালন করিতেছ; এজন্য তোমাতে যদি বিকার দোষ ঘটে, ঘটুক। বিকার না হইলে কি ক্রিয়াকর্ত্তা কোন কার্য্য করিতে পারেন না?"

চিদানন্দ। আমার মনে হয়, ভগবান সেরূপ মানবদেহও ধারণ করেন না, এবং প্রহেলিকাবৎ অর্থহীন কোন কথাও বলিতে পারেন না। মায়া এক স্বতন্ত্র সৃষ্টিশক্তি ইহার মানে আমি বুঝিতে পারি না। তবে আদি কারণ পরব্রহ্ম যে সৃষ্টির অতীত শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব ইহা ঠিক। ব্যক্তাব্যক্ত উভয়েতেই তাঁহার অবিভাজ্য স্বরূপ এবং সত্তা প্রকাশিত। এই স্থলে আর একটী বিষয় জানিবার জন্য আমার মনে সম্প্রতি বড় আন্দোলন উঠিয়াছে। ব্রহ্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্ব এই তিনটী বিষয়ে কতকগুলি প্রচলিত শব্দ পূর্ব্বেও প্রথম যৌবনে আপনার মুখে শুনিয়াছিলাম, এক্ষণেও জীবব্রহ্মের কথোপকথনে তাহা শুনিলাম; এ গুলির প্রকৃত অর্থ কি? যেমন,—সগুণ নির্গুণ; ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান; অক্ষর, পরব্রহ্ম, ঈশ্বর; সৎ, চিৎ, আনন্দ; নিরুপাধি, তুরীয়, হিরণ্যগর্ভ; জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য; মায়া অবিদ্যা; সত্ত্ব রজ তমঃ গুণত্রয় এবং তাহাদের সংসর্গে জীবোপাধির গুণাধিক্য প্রভেদ; প্রকৃতি এবং তাহার গুণত্রয়েরই কর্ত্তৃত্ব; আত্মা অকর্ত্তা, অথচ তিনি সাক্ষী ও ভোক্তা। ইত্যাদি বাক্য সকলের বিশেষ অর্থ কি?

সদানন্দ। সৃষ্টি হইতে ব্রহ্মকে স্বতন্ত্র নির্লিপ্ত না রাখিলে তাঁহাতে সৃষ্টিনিরপেক্ষ পূর্ণত্ব স্বতন্ত্র এবং নিত্যত্বে দোষ পড়ে, এই জন্য স্রষ্টা এবং সৃষ্টিকে সনাতন পরব্রহ্ম হইতে দূরে রাখা হইয়াছে। এক দিকে ব্রহ্ম, অন্যদিকে ঈশ্বরসৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড, মধ্যস্থলে মায়া অবিদ্যা। অথবা সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডটাই মায়া অসৎ, এবং তাহার যে গুণত্রয় তাহাও মায়া, সুতরাং তৎসংসর্গজাত জীবাত্মাও মায়া; ব্রহ্মই কেবল সৎ পদার্থ। তিনিই আবার পরমাত্মা এবং ভগবান; কিন্তু উভয়ের মধ্যে মায়ার ব্যবধান আছে। সমস্ত বিশ্বকার্য্যের আদি মূল শক্তি তিনি হইলেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্ত্তা তিনি নহেন, তাঁহার শক্তি লইয়া মায়া অর্থাৎ মিথ্যা কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। জীবাত্মা যদিও বস্তুতঃ তিনিই, কিন্তু ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিজাত উপাধিজন্য সে স্বতন্ত্র; সুতরাং মিথ্যা মধ্যে গণ্য। এই গুণ-বৈষম্যই জীবাত্মার পুনরাবৃত্তি এবং সুখ দুঃখের হেতু। যদি বল মূলেতে এ গুণ-বৈষম্য ঘটালে কে? জীবাত্মা সকল যখন বিশুদ্ধ চৈতন্যেরই অংশ বা ব্রহ্মখণ্ড, তখন ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির সহিত

যোগ সময়ে কেন তাহাদের এরূপ ভিন্নতা উপস্থিত হইল? এরূপ পক্ষপাত অবশ্য তবে মায়ারই কার্য্য; জীবের পাপ পুণ্যের সঙ্গে সুতরাং উহার কোন সম্বন্ধ নাই। মূলেতে মায়াই তাহাকে পাপী বা পুণ্যাত্মা করিয়াছে। তাই যদি হয়, তবে ব্রহ্মখণ্ড স্বরূপ জীবের সহিত প্রকৃতির সংসর্গের পূর্ব্বে প্রাগুক্ত গুণ-বৈষম্য গ্রহণশক্তি আসিল কোথা হইতে? জীবাত্মা গুণ-বৈষম্য গ্রহণের কারণ-বীজ লইয়া যদি জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে সে আর পরমাত্মাজাত নহে, মায়ারই গর্ভজাত মায়া বিশেষ হইল।

চিদানন্দ। এখন আর বেদ বেদান্ত কিম্বা ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জলের সময় নাই, পৌরাণিক অবতারবাদেও অন্ধ বিশ্বাস কেহ পোষণ করে না; জ্ঞান ভক্তির সামঞ্জস্য যুগে ঐ সকল বিষয়ের অন্তর্গত সরল তত্ত্ব, খাঁটি সত্য কি, তাই আমাকে বলুন।

সদানন্দ। সার সত্য এই, জগৎ মায়া বা মিথ্যা নহে। ব্রহ্মতত্ত্ব অব্যক্ত এবং নিত্য, ব্যক্ত এবং লীলা দুই ভাগে বস্তুতঃ বিভক্ত বটে, কিন্তু খণ্ডজ্ঞানে উহা আকাশ কুসুমবৎ। "যিনি ব্রহ্ম তিনিই হরি; তিনিই মা জগদীশ্বরী।" জীব ও জগৎ বা প্রকৃতি ও পুরুষ, সত্ত্ব রজস্তমঃ তিন গুণের স্থূলে মূলে, সূক্ষ্মে এবং শাখায় পাতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অনন্ত গুণময় দুর্জ্ঞেয় অদ্ভুতশক্তিশালী পরম পুরুষ বিরাজ করিতেছেন। জীবগণ প্রকৃতির সাহায্যে নিজ দায়িত্ব পালনপূর্ব্বক তাঁহার জ্ঞান প্রেম ইচ্ছার চিরানুগত হইবে। অতএব জীবাত্মা ও জগৎ মিথ্যা কিম্বা ব্রহ্মবিচ্যুত মায়া নহে। সত্ত্ব রজ তমঃ তিনটী গুণ তাঁহারই দেহাত্মার অঙ্গীভূত। রজোগুণের কার্য্যকারিণী উদ্যম শক্তি, তমোগুণের অপূর্ণতা অন্ধতা এবং অজ্ঞের অন্ধকার রহস্য ব্যতীত সত্ত্ব গুণের প্রকাশ অসম্ভব। রজস্তমের বিকারময় দূষিতাংশ বাদ দিলে উভয়ের আশ্রয়ে যে শুভ্র সত্ত্বের সৌন্দর্য্য স্ফূর্ত্তি পায় তাহাই বিশুদ্ধ সত্ত্ব।

ভক্তিযোগ—চতুর্থ অধ্যায়।

সাধন-সোপান।

পর দিবস সিদ্ধাত্মা শ্রীমদ্ সদানন্দ স্বামী প্রাতঃস্নানান্তে ব্রহ্মমুহূর্ত্তে আপনার সাধনকুটীরে উপবেশন করিলেন। চারিদিকে কুসুমিত বনরাজী বিহঙ্গকুলের মধুর কূজন ধ্বনিতে নিনাদিত এবং পুষ্পমকরন্দের সুগন্ধযুক্ত সুমন্দ মারুত হিল্লোলে বিধূত, তন্মধ্যে লতাপত্র-সমাচ্ছাদিত তাঁহার সুরম্য তপস্যাশ্রম। প্রকৃতি দেবী যোগানুরাগী সাধকগণের পরিচর্য্যার নিমিত্ত স্বয়ং যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া তথায় বিরাজ করিতেছিলেন। ভবপথশ্রান্ত পাপভারাক্রান্ত পরমার্থ-তত্ত্ব-পিপাসু পথিকগণের পক্ষে এই স্থান অতীব শান্তিপ্রদ, দর্শনমাত্রে চিত্তবৈকল্য, ত্রিতাপ জ্বালা প্রশমিত হয়, অন্তরাত্মা অনন্তের শান্তিবক্ষে প্রবেশ করে। পূর্ব্ব রজনীর কথানুসারে অনতি বিলম্বে শ্রীমান চিদানন্দ পিতৃচরণে প্রণামপূর্ব্বক কুটীর দ্বারে দণ্ডায়মান হইলে স্বামী বলিলেন, "ঐ অজিনাবৃত সুকোমল কুশাসনোপরি আমার অভিমুখী হইয়া ঋজুভাবে উপবিষ্ট হও। সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত ভগবৎ পদারবিন্দে দণ্ডবৎ প্রণিপাত কর। তদনন্তর আমি যে যে মন্ত্র বলিব অন্তরে তাহার ভাবার্থ উপলব্ধির সহিত সঙ্গে সঙ্গে তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে থাক।"

(উদ্বোধন)

"যে দেবতা বহির্জ্জগতে আকাশ অন্তরীক্ষ ভূতলে, বায়ু অগ্নি জলে, রবি শশী গ্রহ তারকায়, ওষধি বনস্পতি, জড় জীব এবং আমাদের দেহ মন প্রাণে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া আত্মার অন্তরাল হইতে পরমাত্মারূপে উদ্ভাসিত হইবার জন্য নিরন্তর উন্মুখ রহিয়াছেন, সেই সর্ব্বগত পরমপুরুষ অন্তরযামী ও সম্মুখস্থ পূর্ণব্রহ্মের জীবন্ত আবির্ভাব এক্ষণে আত্মস্থ উপলব্ধি কর।" উত্তর—"স্বস্তি।"

(আরাধনা)

পূর্ব্বে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম, শান্তং শিবমদ্বৈতং, শুদ্ধমপাপবিদ্ধং, আনন্দরূপমমৃতম্' ইত্যাদি ব্রহ্মারাধনা মন্ত্রের অর্থ হৃদয়ঙ্গমের সহিত কেবল নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধনের উপদেশ শুনাইয়াছিলাম, এক্ষণে তত্তৎ স্বরূপত্ব প্রাপ্তির

জন্য ঐ সকল স্বরূপের বিশ্লেষণ পূর্ব্বক আধ্যাত্মিক ভাবে আরাধনা কর। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান ইত্যাদি শব্দ যে যে গুণের আধার তাহাদের সহিত পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানে পরিচিত হও। ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মসত্তা যদিও জ্ঞানবিশ্বাসের ভিত্তিভূমি, কিন্তু তাহা অজ্ঞেয়। ব্রহ্ম স্বরূপ সকলের সহিত তোমার জীবনের যে প্রত্যক্ষ যোগ এবং তাহার ব্যবহারিক ক্রিয়া, তাহাই জীবন্ত অভ্রান্ত অপরোক্ষ জ্ঞানের উৎপাদক। এই গুণ-প্রকাশক ক্রিয়ার সাহায্যে গুণধাম ভক্তবৎসলকে প্রেমিক পিতা, স্নেহময়ী মাতা এবং হৃদয়বল্লভ সখারূপে চিনিতে পারিলে ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে। এক্ষণে বল,—"তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি আছ। সত্যরূপে, শক্তি ও কারণরূপে, প্রাণ ও জীবন রূপে দেহ মন ইন্দ্রিয়েতে তুমি আছ। আমার জ্ঞানের ভিতর তুমি আদি জ্ঞান, প্রাণের ভিতর মহাপ্রাণ, বিবেকের অন্তরালে পবিত্রাত্মা বেদমাতা বাগেদেবী, হৃদয়ের অভ্যন্তরে অনন্ত প্রেমসমুদ্র এবং আত্মার ভিতর তুমি পরমাত্মা হইয়া রহিয়াছ, তোমাকে নমস্কার করি।" স্বস্তি।

"তুমি জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা; সর্ব্বজ্ঞ, অনন্ত আকাশে চক্ষুর ন্যায় বিস্তৃত তুমি, সাক্ষীস্বরূপ সদ্গুরু; অজ্ঞানান্ধের পথদর্শক, দিব্যজ্যোতি চিন্ময় পুরুষ, তোমাকে নমস্কার।" স্বস্তি।

"তুমি অনাদ্যানন্ত মহান্ গম্ভীর, দুরারাধ্য সর্ব্বব্যাপী অসীম ভূমা অবাঙ্মনসগোচর পূর্ণব্রহ্ম; জ্ঞানচক্ষে তোমাকে দেখিতে দেখিতে আমি অকূল অনন্ত পাথারে আসিয়া পড়িলাম। তুমি জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গলভাবে অনন্ত; আমি ধূলিকণা সম তব পদপ্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছি; কিন্তু এই ক্ষুদ্র ক্ষীণ মোহাবৃত জ্ঞানদীপের ভিতর দিয়া তোমার মহত্ত্বের পরিচয় পাইতেছি, হে দেবাদিদেব, তোমাকে নমস্কার।" স্বস্তি।

"নিরুপাধি নির্ব্বিশেষ হইয়াও এই যে তুমি আবার পিতা মাতার মত আমাকে কোলে তুলিয়া লইলে! তুমি মাতার মাতা, পিতার পিতা, বন্ধুর বন্ধু, রাজার রাজা; আমি তোমার প্রজা এবং সন্তান, শিষ্য এবং ছাত্র, দাস এবং প্রতিপাল্য। তুমি ইহপরলোকে দেহ আত্মার পোষণজন্য যথাযোগ্য জীবিকার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছ, তোমাকে নমস্কার।" স্বস্তি।

"তুমি এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় মহেশ্বর, সর্ব্বজীবের হৃদয়স্বামী বিশ্বাধিপতি প্রতিপালক সন্তজনীয় পরিত্রাতা ইষ্টদেবতা, তোমাকে নমস্কার।" স্বস্তি।

"তুমি পুণ্যের প্রস্রবণ, মুক্তিদাতা, অধমতারণ, পতিতপাবন, অগতির গতি; তোমার ধ্যান চিন্তনে, নাম গানে এবং পবিত্র সহবাসে মহাপাপী জীবমুক্তি লাভ করে, তোমাকে নমস্কার।" স্বস্তি।

"তুমি আনন্দঘন, শান্তিসমুদ্র; মধুময় সুকোমল তোমার প্রকৃতি এবং উদার প্রেমব্যবহার; জ্ঞানানন্দ, প্রেমানন্দ, যোগানন্দ, সেবানন্দ দানে তুমি কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী ভক্তদিগের হৃদয়ে তৃপ্তি, প্রাণে আরাম, বিবেকে দিব্যালোক, আত্মাতে কৃতার্থতা নিত্য শান্তি বিধান কর; তুমি সকল কামনার পরিসমাপ্তি বাঞ্ছাকল্পতরু, তোমাকে বার বার নমস্কার।" স্বস্তি।

এই ব্রহ্ম স্বরূপ সকল নিত্য সত্য; আত্মস্থ ও উপলব্ধি না হইলেও সত্য। এই বিশ্বাসে উহা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আরাধনার আরম্ভ। পরে আপনি সত্য জ্ঞান প্রেম পুণ্য আনন্দে পরিণত হইয়া স্বরূপসাম্য অনুভব করিতে হয়। প্রথমে জ্ঞান বিশ্বাসে, পরে হৃদয়ে উপলব্ধি; তদনন্তর স্বরূপত্ব প্রাপ্তি।

(ধ্যান)

"অতঃপর উপরি উক্ত স্বরূপ লক্ষণসমন্বিত অখণ্ড অদ্বৈত গুণময় পুরুষের ধ্যান ধারণার্থ প্রথমে চিত্তকে একবারে বৃত্তিশূন্য স্বচ্ছ অনাবিল স্থির হ্রদের ন্যায় করিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত নির্ব্বাণ সাধন। সতর্ক প্রহরীর ন্যায় ইচ্ছা হৃদয়দ্বারে দাঁড়াইয়া কেবল বলুক, "দূর হও! দূর হও!" সৎ কিম্বা অসৎ, মানবীয় অথবা দৈব সংক্রান্ত যে কোন বাসনা চিন্তা কল্পনা আসিবে তাহাকে এইরূপে ক্রমাগত বিদায় করিয়া দাও। তদ্দ্বারা ক্রমে দেহেন্দ্রিয়গণ মনেতে,—মন বুদ্ধিতে,—বুদ্ধি প্রজ্ঞাতে,—প্রজ্ঞা আত্মাতে, আত্মা পরমাত্মাতে গিয়া সমারূঢ় হইবে।

তদনন্তর আত্মদর্শনার্থ কেবল বল "আমি, আমি, আমি।" যদিও আমি আমি রবে জগৎ পরিপূর্ণ, কিন্তু "আমি" কি এবং কেমন তাহা না জানিয়া, না বুঝিয়া লোকে নিরন্তর অহং মায়াতে অন্ধ থাকে। ইন্দ্রিয় বিষয়বর্জ্জিত মানসিক

বৃত্তিসংযত আমিত্বের একত্বকে যে চিনিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে, সে পরমাত্মার দ্বারদেশে তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে গিয়া উপস্থিত হয়। যে স্থান হইতে ব্রহ্মরূপ স্বর্গ-মন্দাকিনী এবং জীবরূপ ভাগীরথীর স্রোত দ্বিধা হইয়া স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের দিকে বহিয়া যাইতেছে, তাহার সন্ধিস্থলে সে একবারে গিয়া পৌঁছিবে।

তদনন্তর দিব্য একাগ্র দৃষ্টিতে দেখ, অন্তঃকরণ নির্ম্মল আকাশের ন্যায় হইল কি না। উহার উপরিভাগে আর এখন কোন মোহ আসক্তি বাসনার মেঘ নাই। অবিদ্যা এবং কর্ম্মফলের স্তর সমূহ এক এক করিয়া অপসারিত হইয়া গেল। মহা বৈরাগ্যের মহা শূন্যতা। স্পন্দহীন নিস্তব্ধ অনন্ত আকাশ। সৎ, অসৎ উভয় বিবর্জ্জিত এই মহানির্ব্বাণের শান্তিজলে নিমগ্ন থাকিয়া ক্ষণকাল নির্ব্বিকার বিশ্রান্তি সম্ভোগ কর। ইহা যোগী আত্মার পক্ষে একটী অতীব স্পৃহণীয়।" স্বস্তি।

"ঐ শুভ্র নিষ্কলঙ্ক চিত্তাকাশ সত্যভূমি, উহাই অনন্ত চিদাভাস স্বরূপ সত্ত্ব-গুণসম্পন্ন বিশুদ্ধ জীবসত্তা; সর্ব্বশক্তিরন্তরাত্মা জ্ঞানময় পুরুষ তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। বহির্দ্বার সমস্ত বন্ধ করিয়া এক্ষণে তৃষিত ব্যাকুল হৃদয়ে অন্তর্মুখে কিছু দূর পর্য্যন্ত চলিয়া যাও, এবং কেবল আশার সহিত চাহিয়া থাক; কোনরূপ কল্পনা যুক্তি উপমা কবিত্বের সহায়তা লইও না। এই ভাবে ব্রহ্মাভিমুখী হইয়া কিছু কাল থাকিলে তিনি আপনি স্ব-ইচ্ছায় আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিবেন। তৎপরে একাগ্র অন্তরে অনন্য চিত্তে অবলোকন কর, ঐ শুভ্র স্বচ্ছ চিদাকাশ-রূপ সত্যভূমিতে জ্ঞানময়ের জ্ঞান-জ্যোতি কেমন ক্রমে ক্রমে উদ্ভাসিত হই-তেছে! দেখিতে দেখিতে উহা পরমাত্মার প্রেম পুণ্য দয়ার বিচিত্র বর্ণে অনু-রঞ্জিত হইয়া গেল! এক্ষণে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সম্ভোগ কর। এখান হইতে ভবিষ্যতে স্বয়ং ভগবান্ তোমার হস্ত ধারণপূর্ব্বক পরম নৈষ্কর্ম্ম্য, পরম জ্ঞান এবং পরাভক্তির উচ্চ স্বর্গে তোমাকে তুলিয়া লইবেন।"

এইরূপ শিক্ষা ও সাধনের পর পিতা পুত্র উভয়েই কিয়ৎক্ষণ নীরবে ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন।

ক্রমে দিন অবসান হইল। সহস্ররশ্মি ভগবান মরীচিমালী পশ্চিম গগনের সীমান্ত প্রদেশে অল্পে অল্পে অবতরণ করিতে লাগিলেন। মৃগবধূ সকল শাবক-সহ স্ব স্ব-আবাসে মুদ্রিত নয়নে রোমন্থনে প্রবৃত্ত হইল। বিচিত্র বিহঙ্গকুল

মধুর কাকলী রবে তপোবনাশ্রম আমোদিত করিল এবং তৎসঙ্গে সন্ধ্যার শীতল সমীরণ তপঃশ্রান্ত আত্মারাম যোগীদিগের শারীরিক অবসাদ দূর করিতে লাগিল।

ধ্যান ভঙ্গের পর সদানন্দ বলিলেন, "প্রিয় বৎস, পরম রমণীয় লীলাধাম এই ভব-বৃন্দাবনে কুসুমাস্তৃত সুকোমল ভক্তিভূমিতে বিচরণ করিবার পূর্ব্বে অন্তর্মুখী হইয়া যোগ বৈরাগ্যের অটল ভিত্তি আশ্রয় করিতে হইবে, তন্নিমিত্তই আমি তোমাকে এই সাধন-সোপান পরম্পরার উপর দিয়া আনিলাম। অদ্য সে বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিলে, তাহার স্থায়িত্বের জন্য স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া থাকিবে। বৈরাগ্যের ভীষণ শ্মশান-ভূমির ভিতর দিয়া ইহার প্রবেশ পথ।

চিত্তবৃত্তির নিরোধ সাধনান্তে প্রথমে যে নির্ব্বাণের স্থৈর্য্য শান্তির আস্বাদ প্রাপ্ত হইলে, উহা বৈরাগ্যের আরম্ভ। কিন্তু কেবল ত্যাগধর্ম্ম এ স্থলে অনুষ্ঠিত হয়। তদনন্তর এই অভাব পক্ষের বৈরাগ্যকে ভাব পক্ষে আনিয়া নিষ্কাম কর্ম্মযোগী হইতে হইবে। নিষ্কাম কর্ম্মই মহা বৈরাগ্য। যোগের উচ্চ ভূমিতে একাত্মতার চক্ষে গার্হস্থ্যাশ্রমের নিত্য কর্ম্ম সকল সোপান মাত্র, এবং তাহা মোক্ষের উপায়। অনিত্য জানিয়াও তাহার সহিত যোগ রাখিতে হইবে।

কিন্তু ভগবানের ইচ্ছাযোগ পালনার্থ যোগী বৈরাগীর পক্ষে কর্ম্ম অপরিহার্য্য হইলেও ত্যাগধর্ম্ম সামান্য মনে করিও না। সর্ব্বত্যাগী শ্মশানবাসী হইয়া পুরাতন জীবনের বিনাশ সাধন প্রথমেই প্রয়োজন। কারণ, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের সহবাসে যে আত্মা অনাত্মের ন্যায় জড়ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার গতি সর্ব্বাগ্রে নিবৃত্তি-মার্গে ফিরাইয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ না করিলে প্রবৃত্তি-বৈরাগ্য এবং প্রবৃত্তি-যোগ আরম্ভই হয় না। এজন্য প্রথমে তুমি নির্ব্বেদ চিত্তে বিবেকী হইয়া বিচার করিয়া দেখিবে যে, পুত্র কলত্র কুটুম্ব আত্মীয় ইহারা কে? দুঃখ বিলাপ, শোক সন্তাপই বা কিসের জন্য? ধনৈশ্বর্য্য পদমর্য্যাদা ইন্দ্রিয়সুখভোগ কুল মান খ্যাতি প্রতিপত্তি কি স্বপ্ন সমান নহে? আমার আমার বলিয়া কাহার পশ্চাতেই বা ধাবিত হইতেছি? এবং কাহার জন্যই বা আমি কাঁদিতেছি? আমিই বা কে? কোথায় আমার স্থিতি? সবই অসার ক্ষণস্থায়ী, কেহ কারো নয়, আমিও আমার নই। নিশ্বাসের যে একটী অতি সূক্ষ্ম সূত্রকে ধরিয়া ইহারা রহিয়াছে, তাহা কালপ্রবাহে সর্ব্বদা বিকম্পিত। কখন ছিন্ন হইবে কেহ জানে না—

দেখিতে দেখিতে কার্য্যের ব্যস্ততা, মোহের মত্ততা, আশার অতৃপ্ত পিপাসা মধ্যে সমস্তই শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে। অগণ্য অসংখ্য দেহ যে অনন্ত কাল-পারাবারের অতলস্পর্শ গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে, আমিও তাহারই অভিমুখে প্রতি নিমেষে নিমেষে অগ্রসর হইতেছি। দুই দিন পরে যাহারা আমার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইবে, আমি তাহাদের মুখপানে চাহিয়া আমার আমার করিতেছি, ইহা কি ঘোরতর আত্মপ্রবঞ্চনা নহে? পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে যুগে যুগে যেমন লোকসকল জন্মিয়া জীবন-লীলার অভিনয় করিয়া গিয়াছে, আমিও তেমনি করিতেছি। এমন যে অসার ক্ষণস্থায়ী সংসার পরিবার এবং জরামরণশীল দেহ, তাহা লইয়া কি আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? অজগর সর্প যেমন মুখ ব্যাদান করিয়া সম্মুখে যাহা পায়ই তাহাকেই উদরস্থ করে, কালের কবলে তেমনি আমি অজ্ঞাতসারে কবলিত হইতেছি, ইহা কি কবির কল্পনা? মহাশ্মশানে শায়িত মৃতদিগের মধ্যে কি আমি এক জন নহি? বৃথাই আমি আমার আমার করিয়া বেড়াইতেছি। আমি নিজেই যখন আমার নই, তখন আর কেন এ ভ্রান্তির বশে আত্মবিস্মৃত হইয়া কাল কাটাইব? অতএব সকলি মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা; ছায়া মায়া স্বপ্ন!"

এইরূপ বিচার দ্বারা পুরাতন জীবনের সহিত বাহ্য বিষয় সমস্ত বিদায় করিয়া দাও। তদনন্তর ব্রহ্মকৃপাবলের জন্য অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর। তাহাতে নব জীবন লাভ হইবে। সেই জীবনে যে প্রবৃত্তি বৈরাগ্য বা নৈষ্কর্ম্যযোগ এবং প্রবৃত্তিযোগ, তাহাই ভক্তির আশ্রয় স্থান। অম্ল তিক্ত মধুর কষায় এবং কঠিন কোমল বহুবিধ অন্ন ভোজনে যেমন এক লোহিত বর্ণ শোণিত উৎপন্ন হইয়া শিরা ধমনী অস্থি মাংসপেশী দশেন্দ্রিয় কেশ নখ প্রভৃতিকে গঠন ও পোষণ করে, তেমনি বহু প্রকার ধর্ম্মাঙ্গের মিশ্রণে পরিত্রাণ-শোণিত উৎপন্ন হইয়া আত্মার সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরণ করিবে। এই পরিত্রাণ-শোণিত-স্রোত আত্মার মধ্যে প্রবাহিত হইলে তখন আর বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্যের জন্য ভাবিতে হইবে না, যেখানে যেরূপ হওয়া এবং করা উচিত, ঐ শোণিত আপনিই তাহা যথাযথরূপে উৎপাদন করিবে। এই জীবন-যোগ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির নিদান। মহাত্মা শ্রীজীবানন্দ যে যে পথ দিয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহা তোমাকে এই বলিলাম এবং শিক্ষা দিলাম। এক্ষণে তুমি তাঁহার পদচিহ্ন

অনুসরণপূর্ব্বক আশ্রমধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়া ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা ও সাধনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হও।

ভক্তিযোগ—পঞ্চম অধ্যায়।

আশ্রমধর্ম্ম।

অনন্তর আশ্রমধর্ম্ম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া মহাত্মা সদানন্দ তদ্বিষয়ে জীব ব্রহ্মে যে কথোপকথন হইয়াছিল সবিস্তরে তাহা বলিতে লাগিলনে।

ভক্তির পত্তনভূমি মহাযোগসমন্বয় বৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর ক্ষণকাল নিদিধ্যাসনের পর জীব কহিলেন,—"হে পুরুষোত্তম পরমগতি, নিষ্ক্রিয়, তুরীয়, নির্গুণ ইত্যাদি অক্ষরত্ব লক্ষণ দ্বারা তোমার মহত্ত্ব এবং সর্ব্বোত্তমতা সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত ভুল ইহা এখন আমি বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম। বিশ্বলীলার গাম্ভীর্য্য মাধুর্য্য এবং বিচিত্র জ্ঞানকৌশল মঙ্গলসঙ্কল্প যদি কেবল মাত্র মায়াদুহিতা প্রকৃতির সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের কার্য্য হয়, তাহা হইলে তোমার আমার থাকা না থাকা দুই সমান। যাউক, সে বিষয় আলোচনায় আর বৃথা সময় নষ্ট করিব না। এখন আমার এইটী জানিবার বড় ইচ্ছা হইতেছে, কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ভক্তির সামঞ্জস্য তুমি যাহা বর্ণন করিলে, ইহাত সম্পূর্ণ একটী নূতনবিধ তত্ত্ব। স্বদেশের প্রচলিত প্রাচীন তত্ত্ববিদ্যা এবং জ্ঞান সিদ্ধান্তের সহিত ইহাকে আমি কিছুতেই মিলাইতে পারিতেছি না। অথচ তোমার মুখে এ সম্বন্ধে গূঢ় কথা যতই শুনিতেছি ততই আরো শুনিবার জন্য প্রাণ পিপাসিত হইতেছে। কিন্তু জীবন নূতন না হইলে দেখিতেছি, তোমার এ নূতন তত্ত্ব বুঝিয়া উঠা বড় কঠিন। যেটা বুঝিতে যাই, পুরাতন সংস্কারের আলোক চক্ষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ব্রহ্ম। এ কথা তুমি ঠিক ধরিয়াছ। ইহা যে একটী অভিনব বিধান, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব যাবতীয় বিধানের পূর্ণ বিকাশ এবং সামঞ্জস্য তাহা তোমাকে সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাস করিতে হইবে। সম্পূর্ণ নূতন, সেইজন্য তোমার এত ভাল লাগিতেছে।

জীব। বিধানসমন্বয়ের নবীন সৌন্দর্য্য এবং নবরসে আমার চিত্ত ইতঃপূর্ব্বেই আকৃষ্ট হইয়াছিল, এখন তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু ইহার সাধ্য সাধন সিদ্ধি তিনই বড় কঠিন বোধ হইতেছে। চতুর্থাশ্রমের আচরিত যোগধর্ম্মের মহোচ্চ লক্ষণ যাহা আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, নিজে তাহা জীবনে আয়ত্ত করিতে পারি বা না পারি, একটা কেমন রমণীয়, সুসঙ্গত, স্বাভাবিক, সুতরাং সম্ভাব্য বলিয়া তাহা মনে হইত, কিন্তু কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তির নববিধ ব্যাখ্যা যাহা এক্ষণে শ্রবণ করিলাম তাহার সহিত সে উচ্চ যোগধর্ম্মের সমন্বয় কিরূপে হইবে? তুমি দয়া করিয়া আমাকে তোমার নববিধানানুযায়ী আশ্রমধর্ম্মের মাহাত্ম্য এবং শ্রেণী-বিভাগতত্ত্ব বুঝাইয়া দাও।

সর্ব্বলোকেশ্বর পূর্ণব্রহ্ম ভগবান বলিলেন,—"তুমি অল্পে সন্তুষ্ট না হইয়া ধৈর্য্য সহকারে আমার নববিধান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছ, ইহা তোমার পক্ষে বড়ই শুভ লক্ষণ। যাহারা নিরপেক্ষ সত্যপ্রিয় হইয়া শ্রদ্ধার সহিত ইহা শুনিবে,—বুঝিবে—এবং কার্য্যে পরিণত করিবে, তাহারা ধন্য! এবং অপরাপর শ্রদ্ধাবান অসূয়াশূন্য মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগকে এই পরমতত্ত্ব যাহারা শিক্ষা দিবে, তাহারাও ধন্য! চতুরাশ্রমের অনুষ্ঠিত সাধন-সোপান অতীব বিজ্ঞান-সম্মত এবং স্বাভাবিক। বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতে, জাতি ও ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে এইরূপ শিক্ষা ও সাধন প্রণালীকে কিরূপ অবস্থোপযোগী করিয়া চির প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে, তাহা আমি এক্ষণে তোমাকে সবিস্তরে বলিতেছি, সমাহিত চিত্তে তুমি শ্রবণ কর।"

"এই ত্রিগুণাত্মিকা রত্নগর্ভা প্রকৃতি আমার লীলাধাম। ইহার স্থূল সূক্ষ্ম ইত্যাদি বহুল আবরণের ভিতরে ভিতরে এবং অতীত স্থানে আমি পরিব্যাপ্ত আছি। মানবের আদি অন্ত মধ্যে যাবতীয় অবস্থার সহিত আমার সাক্ষাৎ যোগ। সজ্ঞানে ইহা বুঝিয়া প্রথম হইতে প্রতি জনকে জ্ঞান শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী শিক্ষা দিতে হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণের সন্তান সকল যেরূপ উদার সুশিক্ষা প্রভাবে আপনাপন গুণকর্ম্মানুসারে দিন দিন সমুন্নত এবং এক বর্ণ অর্থাৎ এক মর্য্যাদাসম্পন্ন হইতে পারে, ঈদৃশ শিক্ষা-প্রণালী, শিক্ষণীয় বিষয় এবং শিক্ষক প্রথমেই আবশ্যক।

যৌবনের প্রারম্ভে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অবলম্বন অতীব সুপ্রথা। নৈতিক নিয়মনিষ্ঠা, পরিমিতাচার, বৈধ ব্যবহার তৎকালে যথারীতি যদি শিক্ষা দেওয়া না হয়, জ্ঞানধর্ম্ম-সমন্বিত জীবন বিকাশের সুযোগ ঘটিবে না। তাহার পূর্ব্বে বাল্য এবং কৈশোরে সন্তানদিগকে পিতা মাতা অভিভাবকগণ সহজ প্রণালীতে স্বাভাবিক নিয়মে ক্রীড়া এবং গল্পচ্ছলে শিক্ষা দিবেন এবং ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা শিষ্টাচারের দৃষ্টান্ত দেখাইবেন। তাঁহাদের জীবনপ্রভাবে প্রথমে সৎ শিক্ষার আরম্ভ হয়। আদর যত্ন স্নেহ এবং বুদ্ধিকৌশলে বালক বালিকাদিগের বাল্য জীবন নৈসর্গিক নিয়মের ইঙ্গিত অনুসারে প্রীতিকর গীত বাদ্য আমোদ, ক্রীড়া কৌতুকের অবলম্বনে শিক্ষিত এবং বিকসিত হইলে তৎপরে বিদ্যালয়ে কৈশোরের সময়োপযোগী কিছু কিছু শিক্ষা এবং তৎসঙ্গে গৃহে ভয়মিশ্র নীতি ও প্রেমের সুশাসন। কিশোর বয়স্ক সন্তানদিগের প্রথম শিক্ষার ভার যে বিদ্যালয়ের উপর প্রদত্ত হইবে, তাহার শিক্ষক ও কর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে পিতা মাতা অভিভাবকদিগের ন্যায় হৃদয়বান এবং নীতিপরায়ণ সংযতেন্দ্রিয় হইতে হইবে। এবং তাঁহারা এমন ভাবে সন্তানদিগকে শিক্ষা দিবেন, যাহাতে তাহাদের গৃহজাত মাতৃপ্রদত্ত প্রথম শিক্ষা সংস্কার গুলি আরো পরিমার্জ্জিত এবং উন্মেষিত হয়। কৈশোর কাল হইতে প্রথম যৌবন পর্য্যন্ত সন্তানগণ অভিভাবক এবং শিক্ষকদিগের নীতির আদর্শে, শাসনে এবং সচ্চরিত্রতার দৃষ্টান্তে এইরূপে প্রবেশিকা পরীক্ষা অবধি সুশিক্ষা লাভ করিয়া স্ব স্ব অন্তর-নিহিত বিশেষ বিশেষ মানসিক ও নৈতিক বলে বলবান্ হইয়া উঠিবে। তদনন্তর প্রতি জনকে আপনাপন স্বভাবানুযায়ী বিশেষ বিশেষ বিভাগের চরম জ্ঞান লাভার্থ উচ্চ বিদ্যালয়ে জীবনের এক চতুর্থাংশ বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষকদিগের তত্ত্বাবধানে বাস করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের অন্তর্গত ছাত্রাবাস এজন্য প্রয়োজন; তথায় শিক্ষক ছাত্র এক সঙ্গে গুরু শিষ্যের ন্যায় সখ্যভাবে বাস করিবেন। এখানে ছাত্রবৃন্দ প্রত্যহ যথা নিয়মে নির্দ্দিষ্ট পাঠ সমাপনান্তে ক্ষণকাল ব্যায়াম, ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র পাঠ, সংক্ষিপ্ত ঈশ্বরোপাসনা এবং শিক্ষক তত্ত্বাবধায়কদিগের ও পরস্পরের সেবায় নিযুক্ত থাকিবেক। ছাত্রাবাসে অবস্থান কালীন সপ্তাহান্তে মধ্যে মধ্যে কিম্বা দীর্ঘ অবসর সময়ে উভয়কে সুবিধাক্রমে নিজ নিজ গৃহে গমন করিতে হইবে। গ্রীষ্ম কিম্বা শীতের অবকাশ কালে কখন বা শিক্ষকগণ চিত্তবিনোদন

ও প্রকৃতিতত্ত্ব শিক্ষার্থ স্থানীয় অবস্থানুসারে ছাত্রদিগকে লইয়া নদী পর্ব্বত সমুদ্র উপকূল অথবা সুরম্য উদ্যানে ভ্রমণ করিবেন। ব্রহ্মচর্য্য সাধনের জন্য ছাত্রাবাস বৈরাগ্যাশ্রম স্বরূপ। উচ্চ শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে এখানে বিদ্যার্থী-দিগের হৃদয়ে ধর্ম্ম নীতির বীজ অঙ্কুরিত হইবে। শুদ্ধাচার, মিতাহার, গুরু ও সহাধ্যায়ীর সেবা, নিয়মনিষ্ঠা, চিত্ত সংযম, বিনয় এবং জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠানুগত্য, সত্যপ্রিয়তা, সারল্য, ধর্ম্মমর্য্যাদা, ঈশ্বরভয় ইত্যাদি সদভ্যাস যুবকেরা এই কালে যদি যথাবিধি শিক্ষা না করে, কেবল অর্থকরী অপরা বিদ্যা উপার্জ্জনে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে, তাহা হইলে তাহারা যৌবন-সুলভ প্রমত্ততায় একদিকে বিদ্যাভিমানী অহঙ্কারী দুর্ব্বিনীত, অপর দিকে ধর্ম্মদ্রোহী অবিশ্বাসী স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়পরায়ণ সুখভোগাভিলাষী হইয়া জনসমাজের শান্তি পবিত্রতা ভঙ্গ করিবে। ধর্ম্মনীতি-বিহীন বিদ্যোপাধি-সম্পন্ন ধনোপার্জ্জনক্ষম সভ্য জ্ঞানী হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও ভয়ানক জীব। প্রথমে এইরূপে যথেচ্ছাচারী উন্মার্গ-গামী হইয়া যাহারা সংসারে প্রবেশ পূর্ব্বক যশ খ্যাতি বিস্তার করে, তাহাদের ধন যৌবন মান জ্ঞান সকলই ঘোরতর অনিষ্টের কারণ হয়। বংশ-পরম্পরা তাহারা এই ভাবে আমার পৃথিবীকে নরকের দিকে লইয়া যাইবে। অতএব যুবকগণের বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা নীতিশিক্ষা চরিত্রশুদ্ধি সর্ব্বোপরি জানিও। অপরা বিদ্যা সর্ব্বদা পরাবিদ্যার শাসনাধীনে থাকিবে। কেন না, মনুষ্যসন্তান প্রথমাবস্থায় প্রায় পশুর সমান। তাহাদের বন্য স্বভাব পতিত ভূমি বিশেষ। কর্ষণ দ্বারা তাহা ফুল ফল শস্যে পরিপূর্ণ হয়। প্রথমে যদি সে গৃহে বিদ্যালয়ে অভিভাবক শিক্ষকদিগের নিকট কেবল এই শিক্ষা পায় যে আমরা অর্থকরী বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ধন স্বাস্থ্য সম্পদ মান উপার্জ্জনপূর্ব্বক প্রচুর পরিমাণে ইন্দ্রিয়সুখ বিলাস সম্ভোগ করিব, তাহা হইলে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যই যে বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। তৎপরিবর্ত্তে যৌবনের প্রারম্ভে তাহারা এই উচ্চ পবিত্র অভিলাষ সর্ব্বদা হৃদয়ে পোষণ করিবে যে কেমনে আমরা পরা ও অপরা বিদ্যা এবং যোগ বৈরাগ্য প্রেম পুণ্যে সমুন্নত ঋষি তপস্বী ও ব্রহ্মদাস হইব। ইহাই মানবের প্রকৃতি এবং উচ্চতর নিয়তি।

অনন্তর এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যের সহিত শিক্ষা সমাপ্তির পর পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া মানব সন্তান সকল গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবে। পিতৃ-ঋণ পরিশোধ গৃহীর প্রধান

ধর্ম্ম, তজ্জন্য তাঁহাকে সুশিক্ষিতা ধর্ম্মপত্নীর পাণিগ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রাগুক্ত প্রণালীতে তিনি আবার স্বীয় পুত্র কন্যাদিগকে শিক্ষা দিবেন। সংসারব্রত পালনের জন্য সর্ব্বাগ্রে অর্থের আবশ্যকতা হয়। গৃহী ব্যক্তি স্বভাবতঃ যে কর্ম্মের উপযুক্ত তাহাই নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন এবং ন্যায়োপার্জ্জিত ধনে গৃহস্থের যাবতীয় কর্ত্তব্য সমাপনপূর্ব্বক পরে ঋষিঋণ ও দেবঋণ পরিশোধ করিবেন।"

জীব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে ভূভারহারী ধর্ম্মরাজ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ, দেবঋণ পরিশোধের অর্থ কি? এবং কি প্রণালীতে আমি ইহা সাধন করিব।"

ভগবান বলিলেন,—"বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্যাব্রত সমাপনান্তে যুবকগণ পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়সে রাজসেবা অথবা বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে। পরে অর্থাগমের পন্থা উন্মুক্ত হইলে বিবাহ করিবে। কন্যাগণ উপরি উক্ত বিধানানুসারে শিক্ষা লাভ করিয়া অষ্টাদশ বর্ষে উপনীত হইলে তখন তাহারা বিবাহযোগ্যা হইবে। ঈদৃশ সুশিক্ষিতা ধর্ম্মপত্নীর পাণিগ্রহণ করত সাধু যুবা গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবেন। অতিথি অভ্যাগত এবং দরিদ্র-সেবা, প্রতিবাসী ও স্বদেশের হিতসাধন, নিয়ম সংযমের সহিত বিষয় উপযোগ গৃহীর প্রধান ধর্ম্ম। অপত্যোৎপাদন এবং বংশরক্ষা প্রবৃত্তি লোকের সাধারণ ধর্ম্ম। প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন পিতা পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষের অচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং বংশশৃঙ্খলের এক একটী গ্রন্থি, আত্মবৎ ভাবী বংশোৎপাদন তেমনি তাহার ধর্ম্ম। ইহাকেই পিতৃঋণ পরিশোধ বলে। কিন্তু অপত্যোৎপাদন, বংশপ্রবাহ রক্ষা করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমোচিত সংযম নিয়ম বৈরাগ্য বিরতি সাধন নিতান্ত আবশ্যক। তৎপ্রতি মনযোগী না হইয়া স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিরা আত্মোৎপাদন দ্বারা পিতৃকুলকে কলঙ্কিত করে। বরং চিরকৌমার্য্য ব্রহ্মচর্য্য প্রার্থনীয়, তথাপি পশুতুল্য বংশবিস্তার কদাপি গৃহীর উচিত নহে। পিতা মাতাকে পুত্র কন্যার আদর্শ হইতে হইবে। বংশরক্ষা করিয়া পিতৃঋণ শোধ দেওয়া কি গুরুতর পবিত্র কার্য্য তাহা এখন প্রণিধান কর। কেবল অপত্যোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ হয় না। পিতাই জায়াতে জন্মগ্রহণ করে, এইজন্য পিতৃ-অনুরূপ পুত্র জন্মে। অতএব সর্ব্বাগ্রে পিতা মাতাকে দেবতা সদৃশ হইতে হইবে।"

"এইরূপে পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে পারিলে তাহার পর ঋষিঋণ পরিশোধের অধিকার জন্মে। দৈহিক বল, কুলগৌরব, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, বুদ্ধি

ক্ষমতা, স্বাস্থ্য, মানসিক শক্তি এবং পার্থিব বিত্ত সম্পৎ যেমন পিতৃপুরুষগণ হইতে ভাবী বংশীয়েরা প্রাপ্ত হয়, তেমনি বেদ, তপস্যা, বৈরাগ্য, যোগ ভক্তি নিষ্ঠা সদাচার, আত্মত্যাগ শুদ্ধতা শম দম ব্রহ্মজ্ঞান ইত্যাদির জন্য প্রতি জনেই স্বদেশ বিদেশস্থ এবং ইহ পরলোকবাসী ঋষি তপস্বী সিদ্ধাত্মাদিগের নিকট চির ঋণে ঋণী। তাঁহাদের সাত্ত্বিকতার স্রোত চির প্রবাহিত রাখিবার জন্য তপস্যাদি দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রাচীন ঋষিকুলের অনুগত দ্বিজ সন্তান হইয়া তাঁহাদের মুখোজ্জ্বল করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন মুখে কেবল "আমাদের আর্য্য ঋষিরা বড় লোক ছিলেন" ইহা বলা বৃথা। বেদ উপনিষৎ পুরাণ দর্শন স্মৃতি তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মবিদ্যা এবং ধর্ম্মবিধি জীবনহীন; ঋষিদিগের আত্মজাত বংশ দ্বারাই কেবল তাঁহাদের মহত্ত্ব জগতে বংশপরম্পরা প্রতিষ্ঠিত ও জীবিত থাকে।

ঋষিঋণ পরিশোধ করিয়া গৃহী ব্যক্তিকে আত্মবলিদান দ্বারা দেবঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। ইন্দ্র বরুণ মরুদ্গণ, বৈশ্বানর আদিত্য চন্দ্রমার কথা বলিতেছি না। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবগণের উদ্দেশে যাগ যজ্ঞ হোমাদি কর্ম্মকাণ্ড দ্বারাও দেবঋণ পরিশোধ হয় না। আমার অবতাররূপে গৃহীত যুগপ্রলয়কারী যে সকল অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ যুগে যুগে পৃথিবীর সাধুদিগের আনন্দ বৰ্দ্ধন এবং পাপ বিনাশের জন্য দেশে দেশে অবতীর্ণ হন এবং নিজ নিজ বিশেষ কার্য্যভার বহনের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন, তাঁহাদের প্রদর্শিত সত্য পথ এবং প্রচারিত সত্য মত সর্ব্বান্তঃকরণে আশ্রয় করিলে দেবঋণ পরিশোধ হয়। ইহাঁরাই নরপুঙ্গব শ্রেষ্ঠ দেবতা। এবং ঐশী শক্তির জীবন্ত প্রকাশ। এই সকল প্রত্যাদিষ্ট মহাজন এবং প্রাগুক্ত মহামনীষাসম্পন্ন ঋষি তপস্বী সাধক সিদ্ধেরা লোকসমাজের স্তম্ভ স্বরূপ এবং তোমাদের ধর্ম্মপিতা ও পিতামহ। তাঁহাদের চরিত্র-প্রভাব এবং শিক্ষা শাসনে বংশপরম্পরা মানবমণ্ডলী ধর্ম্মবন্ধনে বিধৃত রহিয়াছে।

পরম ভাগবত শ্রীজীব এই সকল গভীর জ্ঞানগর্ভ অভিনব আশ্রমাচারের উপদেশ বাক্য শ্রবণে অতিমাত্র পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, "হে অদ্ভুতকর্ম্মা মহাগুরু, তোমার সকল কথাই নূতন, যাহা পুরাতন তোমার মুখে শুনিলে তাহাও নূতন বলিয়া মনে হয়। আহা! মানুষ যে সর্ব্বতোভাবে

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের একটী অভেদাঙ্গ তাহা যতই বুঝিতেছি ততই আমি যেন অনন্তে মিশাইয়া যাইতেছি। নিজের আদি অন্ত কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রথম ও দ্বিতীয় আশ্রমের কথা শুনিলাম, এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থাশ্রমের সাধ্য সাধন কি তাহা সবিস্তরে কহিয়া আমায় কৃতার্থ কর। আমার বড় ইচ্ছা হয়, এইরূপে অনন্ত কাল তোমার মুখে কেবল জ্ঞানের কথা শুনি।

পরব্রহ্ম সদ্‌গুরু বলিলেন, "জীবনের দ্বিতীয়ার্দ্ধ কাল যখন গৃহাশ্রমে অতিক্রান্ত হইবে তখন গৃহী ব্যক্তির সংসারাশ্রিত আধ্যাত্মিক যোগজীবন কর্ম্মবাহুল্যে আর বিব্রত থাকিতে পারিবে না। উপযুক্ত ভাবী বংশ বা পুত্রের উপর সংসারভার অর্পণ করত গৃহী সস্ত্রীক অথবা একাকী বানপ্রস্থাশ্রমী হইবেন। এ সময় বিবিক্ত স্থানে বাস এবং গভীরতর যোগ ধ্যান জপ তপ এবং ত্যাগ শুদ্ধতা পরসেবা স্বাভাবিক। ইহাও এক প্রকার সংসার বটে, কিন্তু যোগপ্রধান সংসার ; কারণ, যোগ তপস্যা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

জীব। এ সকল ব্যবস্থা প্রণালী, আদর্শ চরিত্র এবং আদর্শ ধর্ম্ম প্রতি জীবনেরই উপযোগী সন্দেহ নাই, মনের সঙ্গে বেশ মিলিয়া যায়। ইচ্ছা হয় এইরূপ আশ্রমাচারী হইয়া সকলে মুক্তির পথে বিচরণ করে। কিন্তু এই আদর্শ ছবি কার্য্য ব্যবহারে পরিণত করার পক্ষে বহু প্রতিবন্ধক আছে। প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্য সাধনের জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, শিক্ষক গুরুকুল এবং গৃহাশ্রম চাই ; তদনন্তর স্নাতক ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী এমন পুত্র কন্যা এবং পুত্রবধূর প্রয়োজন যে পঞ্চাশোর্দ্ধ মাতা পিতাকে তৃতীয়াশ্রমে বিদায় দিয়া অবশিষ্ট পরিবারের ভার তাহারা গ্রহণ করিতে পারে। এই সমস্ত গুলির সমাবেশ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। অথবা জীবনের অন্তিমে ঘটে, যখন আর তৃতীয় চতুর্থাশ্রমের সাধনের সময় থাকে না।

ব্রহ্ম। সময়, সুযোগ, উপযুক্ত পুত্র পৌত্রাদি সত্ত্বেও অধিকাংশ ব্যক্তি শেষ দিন পর্য্যন্ত সংসারেই ভুলিয়া থাকিতে চায়। আসক্তি যে একটী বড় ভয়ানক নেশা। বৃত্তিপ্রাপ্ত বিগতসামর্থ্য বার্দ্ধক্য জীবনের পরেও যে আরো উন্নতির অবস্থা আছে তাহা অনেকেই অবগত নহে। কাজেই ঐ অবস্থাতে বিষয়ের কীট হইয়া তাহারা জীবনলীলা শেষ করিয়া থাকে। আর ইহাও জানিও, অবস্থানির্ব্বিশেষে যৌবনে যে ব্রহ্মচর্য্যের ভিতর দিয়া পবিত্র গার্হস্থ্য

ব্রত সাধনপূর্ব্বক কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ভক্তির সোপানে আরোহণ না করে তাহার পক্ষে তৃতীয় এবং চতুর্থাশ্রমের ধর্ম্ম কবিকল্পনা।

জীব। মানুষ রুগ্ন ভগ্ন হইলে বাড়ী ঘর পরিবারবর্গকে ছাড়িয়া স্থানান্তরে কোথাও আর যাইতে সাহস পায় না; বনে যাওয়াত তাহার পক্ষে একবারেই অসম্ভব। চিরদিন গৃহবাসে সুখে নিরাপদে কাটাইয়া বৃদ্ধকালে ভিক্ষান্ন সংগ্রহপূর্ব্বক পরসেবাব্রত পালন, শীতাতপ বর্ষা সহিয়া যোগ সাধন, অন্যের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া নির্জ্জন বনে কুটীরে বাস কি সম্ভব? এ কথা শুনিলেও মনে ভয় হয়। দুই এক জন কষ্টসহিষ্ণু অসমসাহসী লোকের কথা স্বতন্ত্র, সাধারণের পক্ষে বনপ্রস্থান এ যুগে কিরূপে হইবে?

পরমাত্মা তদুত্তরে বলিলেন, "যাহা স্বাভাবিক এবং সাধারণ নিয়ম তদনুযায়ী কথাই তুমি বলিয়াছ। কিন্তু নিশ্চয় জানিও, আমি অসঙ্গত প্রকৃতিবিরুদ্ধ কোন উদ্ভট সাধন কাহাকেও শিক্ষা দিই না। দেহধারী জীবসাধারণের যে বয়সে যে ভাবে কাল যাপন এবং যেরূপ তপঃসাধন স্বভাব স্বাস্থ্যের অনুরূপ সেই অনুসারে আমি তোমাকে আশ্রমধর্ম্মের উপদেশ দিতেছি; পুরাকালের শ্রুতি স্মৃতি ও দার্শনিক, পৌরাণিক মত বিশ্বাসের সহিত এই নূতন শিক্ষা মিশ্রিত করিও না। তাহা যদি কর, প্রতি পদে ভ্রমে পড়িবে। পুরাতন ভাবকে নূতন আকারে অবস্থা ও কার্য্যোপযোগী করিয়া লওয়াই বিজ্ঞোচিত ধর্ম্ম। ইহা প্রাচীন ও নবীনের রাসায়নিক মিশ্রণ এবং অভিনব বিকাশ; সহজজ্ঞানে, দেশকালে অপরিচ্ছিন্ন মানব-স্বভাবের দর্পণে কেবল আমার আলোকে ইহা প্রতিভাত হয়।

তৃতীয় ও চতুর্থাশ্রমের সাধন এবং আচার অনুষ্ঠানের প্রভেদ অতি অল্প। চতুর্থাশ্রমের চরম ধর্ম্মে কেবল ধ্যান যোগের এবং নৈষ্কর্ম্ম্যের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। অবস্থানুসারে গৃহাশ্রমের মধ্যে, তাহার প্রান্তভাগে কিম্বা সুদূরে নির্জ্জন প্রমুক্ত স্থানে শেষ দুইটী আশ্রমোচিত ধর্ম্ম যাজন করিতে হইবে। এই উভয় সাধন জাতিতে এক, পরিমাণে কেবল ভিন্ন। সাধ্যানুসারে প্রত্যেক গৃহস্বামী পরিণামে যাহাতে একাকী বা সস্ত্রীক কিম্বা সহসাধকসঙ্গে ধ্যান যোগ পূজা পাঠ সৎপ্রসঙ্গ জপ সঙ্কীর্ত্তন ইত্যাদির মাত্রা বাড়াইতে পারেন তজ্জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে সুযোগ অন্বেষণ করিবেন। যে পর্য্যন্ত ভৌতিক দেহ বর্ত্তমান থাকে ততদিন তাহার সামর্থ্য সুস্থতার উপর সমস্ত সাধন নির্ভর করে। কিন্তু

কেবল স্বাস্থ্য সম্ভোগের নিমিত্ত স্বাস্থ্য রক্ষার্থ অত্যধিক সাবধানতা বা ভীতি অল্পবিশ্বাস এবং কাপুরুষতার লক্ষণ; যত দূর সম্ভব শরীরকে সর্ব্ববিধ প্রতিকূল-অবস্থাবিজয়ী করিতে হইবে। সংসারাশ্রমে দ্বিতীয়ার্দ্ধ বয়স অতিবাহিত করিয়া, ভাবী বংশের উপর পরিবারের ভার দিয়া, গৃহস্বামী জনকোলাহলপূর্ণ কার্য্যক্ষেত্র এবং লোকালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পর্ব্বতের সানুদেশে, কিম্বা বিজন প্রান্তরে বনমধ্যে অথবা নদীতটে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবেন। তথায় প্রয়োজন মত দুই একটী ভৃত্য, কতিপয় মনোনীত সৎ গ্রন্থ, এবং অন্যান্য সাধনোপকরণ থাকিবে। জীবিকার্থ যদি কোন বৃত্তির ব্যবস্থা থাকে ভালই, নতুবা আত্মীয় প্রিয় বন্ধুজন কিম্বা দয়ালু ধর্ম্মোৎসাহী ব্যক্তিরা তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিবেন। নির্জ্জনবাসী তপস্বী কখন নিঃসঙ্গ উদাসী ভাবে একাকী, কখন সস্ত্রীক সাধন ভজন করিবেন, কখন বা পারিব্রাজ্য ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক সুরম্য গিরি নদী বন উপবনে, সরিৎ সিন্ধুতটে, সন্ন্যাসাশ্রমে ভক্তসঙ্ঘে যথেচ্ছ স্থিতি, ভ্রমণ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পরিদর্শন করিবেন। আশ্রমে সমাগত নিরাশ্রয় পথিক, মুমুক্ষু চিত্ত ধর্ম্মবন্ধু এবং পরমার্থ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি-দিগকে যথাযোগ্য সেবা করিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে পরিবারস্থ আত্মীয় পরি-চিত কুটুম্ব বান্ধব সজ্জনের গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়া তিনি সকলকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন এবং তাহাদের বিশেষ বিশেষ কর্ম্মানুষ্ঠানে এবং সামাজিক উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিবেন। লোকসঙ্গ এবং নিঃসঙ্গ, সাধুসহবাস এবং নির্জ্জনবাস উভয়ই তাঁহার সেবনীয়। অর্থাৎ সেই তপস্যা-প্রধান জীবনে যোগ বৈরাগ্য ভক্তি নিষ্ঠার অব্যাঘাতে জনসমাজের সহিত সম্ভব মত ধর্ম্মযোগ রক্ষা করিতে হইবে। যে আশ্রমেই সাধক যখন থাকুন, কোন অবস্থাতেই তিনি ক্রিয়াশূন্য নহেন। অল্পাহার, অল্প নিদ্রা, অপ্রতিগ্রহ নিষ্কাম কর্ম্ম, জীবসেবা তৃতীয় আশ্রমীর প্রধান লক্ষণ। দেহপোষণোপযোগী অন্ন বস্ত্রাদির অসংস্থান ঘটিলে তিনি স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দান প্রতিগ্রহ করিতে পারেন; কিন্তু উপদেশ, শাস্ত্রবাক্য, সৎ পরামর্শ, সহানুভূতি, আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত ইত্যাদি দ্বারা আমায় পুত্র কন্যাদিগের যথাসাধ্য পরিচর্য্যা তাঁহাকে করিতে হইবে। তদবস্থায় নিয়ম সংযমের পেষণে তাঁহার দৈহিক ইন্দ্রিয় ও মানসিক প্রবৃত্তির স্বাভাবিক অভাব এবং স্পৃহা আপনা হইতে হ্রাস হইয়া

আসিবে। এই সকল বাহ্য ব্যবহার, সাত্ত্বিক আচরণের প্রাণ স্বরূপ যে আধ্যাত্মিক ব্রহ্মযোগ তাহা যখন বয়োবৃদ্ধি সহকারে ঘনতর সারভূত হইয়া উঠিবে, এবং আমাতে সাধকের অবিচ্ছেদে নিত্য স্থিতি হইবে তখন সেই অবস্থাকে তুমি আমার অভিমত নবীন চতুর্থাশ্রমের চরম ধর্ম্ম বলিতে পার।

জীব। মুক্তকেশে, দিগম্বর বেশে যথেচ্ছা ভ্রমণ, স্তুতিনিন্দা, লোষ্ট্রকাঞ্চনে সমজ্ঞান, সর্ব্বভূতে তোমাকে দর্শন, শীতোষ্ণ দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা, অজগর ব্রত অবলম্বন ; অথবা বায়ু ও পত্ররস সেবন প্রভৃতি চতুর্থাশ্রমী পরমহংসের যে সকল লক্ষণ প্রাচীন শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, ভগ্ন জীর্ণ বিকলেন্দ্রিয় প্রাচীন দেহধারী তপস্বীর চরমাবস্থার সহিত তাহার সামঞ্জস্য কিরূপ ?

ব্রহ্ম। অবস্থানুসারে ব্যবস্থা। তিন কাল অতিক্রম করিয়া যোগী যখন চারি-কালের শেষ সীমায় পৌঁছিবেন সে সময় তাঁহার শারীরিক যাবতীয় ক্রিয়া এক প্রকার রহিত হইবে। পুণ্য এবং তপস্যাবলে তৎকালে শুদ্ধা ভাগবতী তনু প্রাপ্ত হইয়া সাধক আমাতেই নিত্যবাস করিবেন। যোগসিদ্ধির সেই মহোচ্চ সোপানে তিনি ব্রহ্মবান্ হইয়া ব্রহ্মযোগে জীবিত থাকেন।

জীব। বিঘ্নশূন্য বিজন প্রদেশে ঐরূপ সুনিয়মে না থাকিলে যদি চরমধর্ম্মের সাধন সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে আপামর সাধারণের ভাগ্যে তাহা কিরূপে ঘটিবে ? অধিকাংশ ব্যক্তিকে শেষ দিন পর্য্যন্ত পরিবারের চতুঃসীমা মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। সংসারাশ্রমে থাকিয়াও যোগধর্ম্ম সাধন ও মুক্তিমার্গ আরোহণের কি কোন বিধান হইতে পারে না ?

ব্রহ্ম। যখন মানবজীবনের উদ্দেশ্য আমার স্বরূপে মিলিত হওয়া এবং এই সংসার পরিবার সাধারণতঃ তাহাদের আশ্রয়স্থান, তখন এই খানে থাকিয়াই সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন আর অন্য উপায় কি আছে ? কিন্তু যে অল্প সংখ্যক লোক বিঘ্নশূন্য সাধনানুকূল স্থানে জীবনের শেষ ভাগ অনায়াসে ধ্যান চিন্তা জপ তপ পরসেবায় অতিবাহিত করিতে পারে তাহাদের সহস্র জনের মধ্যে এক জনেরও সে বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে না। ইহা বড়ই শোচনীয় অবস্থা। অনেকে মনে করেন "আমার ছেলে গুলি মানুষ হইয়াছে, মেয়ে গুলির বিবাহ দিয়াছি ; কিন্তু দেখিতে দেখিতে নাতি নাতিনী গুলিও বড় হইয়া উঠিল ; ইহাদের একটা কিনারা হইলেই এবার আমি নিশ্চিন্ত মনে যোগ তপস্যায় মন

দিব;—নিশ্চয়ই দিব, আর কোন প্রতিবন্ধক মানিব না। কিন্তু জরা মৃত্যু কি সে জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবে? নাতি নাতিনীর কিনারা করিতে গিয়া শেষ মানুষ নিজের কূল কিনারা হারাইয়া ফেলে। এত ভাবিতে গেলে কোন কালে কাহারো নিষ্কৃতি নাই। যে জন্য ভবে আসা তাহার প্রতি চাহিয়া সর্ব্বদাই সুযোগ অন্বেষণ করিতে হইবে; একটু পথ দেখিতে পাইলে অমনি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক সমস্ত বিঘ্ন বাধা লঙ্ঘন করিয়া অনন্ত জীবনের পথ ধরিতে হইবে।

সর্ব্বসাধারণের সম্বন্ধে তুমি যে বিঘ্নের কথা বলিলে তাহা ঠিক। কেন না, মানবসমাজ জীবসাধারণের মহোচ্চ যোগধর্ম্ম সাধনের এখনো অনুকূল হয় নাই। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধানে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর আশ্রম আছে বটে, কিন্তু তাহাতে মতামত এবং বাহ্যানুষ্ঠানের পীড়াপীড়িতে ভাবের স্বাধীনতা থাকে না। যাই হউক, ইহাতেও অনেক উপকার হয়। আশ্রমধর্ম্মের যে শ্রেনী-বিভাগ কথিত হইল, জনসমাজকে ইহার অনুকূল করিয়া তুলিতে হইবে। এ জন্য প্রকৃতি এবং মানবাত্মার ভিতর উন্নতির বীজ আমি নিহিত করিয়া রাখিয়াছি। উভয়ের নৈসর্গিক এবং স্বাধীন জ্ঞান ক্রিয়ার সংঘর্ষণে ক্রমশঃ এই পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক যোগ ধর্ম্মের চরমোৎকর্ষের ব্যবস্থা হইবে। তুমি এক জন তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হও। যত দিন অন্য সুবিধা না হইতেছে, গৃহে বা গ্রামপ্রান্তরে, উচ্চ যোগ বৈরাগ্য ধর্ম্ম সাধনের ব্যবস্থা কর। অবশ্য এখানে অনেক প্রকারের প্রতিবন্ধক আছে। ঘরকন্নার যাবতীয় সামান্য ঘটনাগুলি চক্ষে পড়ে, সব কথাই কানে আসে; কাজেই প্রতিপদে পদেই তাহার উপর হস্তক্ষেপ এবং প্রতিবাদ করিতে হয়; চিত্তের পুনঃ পুনঃ বিক্ষেপ এবং যোগভঙ্গ ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল। এমন কি, সপ্ততি অশীতি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত কত লোক জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু সংসারসমরে পাত করে। এতাধিক প্রতিকূলতার মধ্যে মদীয় ইচ্ছানুরূপ উচ্চতর যোগধর্ম্ম পালন মহাবীরের কার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু তৃণসমান দরিদ্র সংসারভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কর্ত্তব্যের গুরুভার বহন করিতে করিতে শ্রান্ত গলদ্‌ঘর্ম্ম দেহে, অন্নাচ্ছাদনহীন রোগগ্রস্ত দারা পুত্রগণের দুঃখে ব্যথিত হইয়া একবার কাতর নয়নে আমার পানে চায় তৎক্ষণাৎ সে মহাযোগ সিদ্ধির ফললাভ করিতে পারে। অতএব তাদৃশ গৃহস্থেরা স্বীয় ভবনেই সাধনগণ্ডী অন্তরে অঙ্কিত

করিয়া তন্মধ্যে সংযত থাকিবে। মিতাহার, মিতাচার, মিতব্যবহার দ্বারা অতি অল্প সাধনে আমি তাহাদিগকে মহৎ ফল প্রদান করিব।

জীবানন্দ ব্রহ্মমুখের এই সকল মহাবাণীর গভীর তাৎপর্য্য, এবং ভগবৎকৃপা-মাহাত্ম্য শুনিয়া একবারে স্তম্ভিত হইলেন। তখন অগণ্য অসংখ্য মানব সন্তানের সংসারদুর্গতি এবং তাহাদের বিধিনিয়োজিত মহোচ্চ নিয়তি যুগপৎ তদীয় মানস-চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে একবারে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল। অতঃপর বিস্মিত বদনে তিনি বলিলেন, "হে বিশ্ববন্ধো, মহিমাময় পুরুষ, কোটী কোটী মানবাত্মার মধ্যে যদি দুই একটী যোগী সিদ্ধ পুরুষ মনুষ্যত্বের পূর্ণ আদর্শ দেখায় এবং তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করে, তাহা হইলে লোকের জন্মের সংখ্যা এত কেন? শৈশবে, বাল্যে, যৌবনেই কত মানুষ মরিয়া যায়। পরিণত বয়স্ক প্রাচীন হইয়াও কত লোক অজ্ঞানে পশুর ন্যায় জীবন শেষ করে। তবে মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য কোথায় রহিল? বংশস্রোত প্রবাহিত করিবার জন্যই কি ভবে আসা? এরূপে জীবন শেষ করা অপেক্ষা, জন্ম না হওয়াই ভাল।

বাগ্‌বাদিনী ভগবৎরসনা তদুত্তরে মৃদু স্বরে সংক্ষেপে বলিল, "প্রতি জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মের ইচ্ছা পালন, এবং সারূপ্য, সাযুজ্য, সালোক্য মুক্তিলাভানন্তর নিত্যানন্দ সম্ভোগের সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য অবিশ্রান্ত প্রার্থনা। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কথা যাহা বলিলে তাহার গভীর তাৎপর্য্য আছে। পূর্ব্বাপর যাবতীয় জড় উদ্ভিদ প্রাণী মানবজাতিতে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সমস্ত মানবজাতি আবার ইহপরলোকে মনুষ্যত্বের একটী মহাবৃক্ষ স্বরূপ হইবে। তদনন্তর তাহার ব্যষ্টিগত ব্যক্তিত্ব শক্তি সমগ্র জাতীয় জীবনীশক্তির সহিত একত্রীভূত হইয়া পরিশেষে মুক্তিফল প্রসব করিবে।"

ভক্তিযোগ—ষষ্ঠ অধ্যায়।

শরণাপত্তি।

প্রত্যাদিষ্ট দিব্যজ্ঞানে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবন্ত ব্রহ্মসত্তার অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক একান্ত অনুরাগ সহকারে জীব জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে অচ্যুত পরমাত্মন্! মহাপুরুষেরা যে ভক্তিকে চরম সাধন বলিয়াছেন, এবং যাহাতে বিগলিত হইয়া

তাঁহারা পরম শান্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন তাহা কি প্রকার? ভক্তি অহৈতুকী, এবং বৈধী, এতদুভয়ের সীমা এবং সামঞ্জস্যই বা কিরূপ? কর্ম্মবিনা ধর্ম্ম নাই তাহা আমি বুঝিয়াছি, এবং জ্ঞানের আদি অন্তে যে অতর্কিত বিশ্বাস তাহার মহিমাও তোমার নিকট শুনিলাম। কিন্তু এই যে কর্ম্ম এবং জ্ঞান ইহাও বাহ্য, ভক্তিতেই কেবল তোমার সঙ্গে সাধকের ঘনিষ্ঠতর মধুর মিলন হয়; সেই ভক্তি-মাহাত্ম্য এখন আমাকে বুঝাইয়া দাও। আমি প্রেম ভক্তিরসে মজিয়া তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া যাহাতে নিত্য তৃপ্তি সম্ভোগ করিতে পারি তদ্বিষয়ে শিক্ষা সাহায্য বিধান কর।"

ব্রহ্ম। ভক্তি কর্ম্ম এবং জ্ঞানের চরম ফল, কিন্তু তাহাতেও কর্ম্ম এবং জ্ঞান অনুস্যূত আছে। আমার মধুর এবং কোমলাংশের সহিত নরনারীর মধুর এবং কোমলাংশের যে স্বরূপগত যোগ তাহাই ভক্তিযোগ বটে। আমার স্বভাব মধ্যে যেমন পুরুষ প্রকৃতির সামঞ্জস্য আছে, তেমনি মানব মানবীর বীররস এবং প্রেমরসের ভিতরেও সামঞ্জস্য অবস্থিতি করিতেছে। কেবলা ভক্তি স্ত্রীস্বভাবা হইলেও তাহাতে আলস্য অজ্ঞানতা, কল্পনা ভ্রান্তি তরলতা প্রশ্রয় পায় না। কর্ম্মযোগে চিত্ত শুদ্ধি, জ্ঞানযোগে পরমতত্ত্বের উপলব্ধি, তদনন্তর ভক্তিতে আমার সহিত প্রেমমিলন সম্ভোগ।

জীব। তবে আমি ভক্তিতত্ত্ব শিখিয়া কি করিব, যাহাতে উহা সম্ভোগ করিতে পারি তাহার উপায় করিয়া দাও। আমার মনের বড় সাধ যে তোমাকে লইয়া আমি সর্ব্বদা ভুলিয়া থাকি, তোমার সঙ্গে সখ্য ভাবে খেলা করি, নাচি গাই হাসি; জ্ঞান বিজ্ঞানের সুদূর কুটিল পথেও আর ঘুরিতে পারি না, এবং কর্ম্মের গুরুভারই বা আর কত দিন বহন করিব? তোমার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিয়া তোমাকে দেখিব, জপ তপ ভজন কীর্ত্তন সেবা সাধনে কৃতার্থ হইব, এবং গোপনে দুই জনে বসিয়া প্রেমালাপ করিব, এইটী এখন আমার হৃদ্গত কামনা।

ব্রহ্ম। ভক্তির সাধনে কেবল নৃত্য গীত হাস্যামোদ আছে ইহা মনে করিও না। তৎসঙ্গে দাসত্ব ভার বহন করিতে হয়, মাঝে মাঝে বিরহ জন্য কাঁদিতেও হয়। এখন তুমি ভাবের আবেগে যাহা কহিতেছ জীবনে এই ভাবকে পরিণত অর্থাৎ জীবনগত করিবার জন্য শিক্ষা সাধন সর্ব্বথা প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন উহা অস্থায়ী পদার্থ, সময়ে তিরোহিত হইয়া যায়।

জীব। ভক্তি ত মানবজীবনের একটী সহজ ভাব, সাধারণ সম্পত্তি এবং অনায়াসলভ্য। তবে এ সম্বন্ধে কাঠিন্য কি এবং ভয়ই বা কি?

ব্রহ্ম। সহজাবস্থা প্রাপ্তিই অতিশয় কঠিন। সকল প্রকার বিকারবর্জ্জিত হইয়া আত্মা যখন বালকবৎ অকুটিল সরল হয় তখনই ভক্তির স্থায়িত্ব সম্ভব। কিন্তু তাহা কি কোন কর্ম্মবিশেষে আবদ্ধ? ভক্তির কর্ম্ম করিতে করিতে যখন তুমি ভক্তি হইয়া যাইবে তখন সহজের সহজত্ব বুঝিতে পারিবে। তদ্ভিন্ন উহা বড় সহজ নয়, অতিশয় কঠিন। সময়ে সময়ে বিশেষ কৃপার সাহায্যে আমি এই সহজ সরল অহৈতুকী ভক্তিভাবের তরঙ্গ মানব-হৃদয়ে যখন উথলিত করি, তখন তাহার নিকট সমস্তই সহজ এবং মধুময় হইয়া যায়। তদ্বিপরীত অবস্থা যে কিছু হইতে পারে তাহা সে তখন বিশ্বাসই করে না। জ্ঞান হয়, যেন নিত্য স্বর্গ সম্ভোগের সে অধিকারী হইয়াছে। বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নহে। ভক্তজীবনের পথে মাঝে মাঝে আবার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মরুভূমি, অন্ধকারময় শ্মশান অরণ্য আসিয়া দেখা দেয়।

জীব বাষ্পাকুলিত লোচনে কাতর ক্রন্দনের সহিত বলিলেন, "দয়াময়, সে দুঃসহ অশান্তি জীবনে আমি অনেক বার ভোগ করিয়াছি। সে যে কি যন্ত্রণা তাহা স্মরণ করিলেও ভয় হয়। সে অবস্থায় জীবন ধারণ অতিশয় ভারবহ হইয়া উঠে। ভক্তির মর্ম্ম ভক্তিদরিদ্র বিরহী যেমন জানে তেমন আর কে জানিবে? বরং যে কখন ভক্তি রসের স্বাদ পায় নাই, কেবল সংসারে বিষয় বিভব স্ত্রী পুত্র কলত্র লইয়া ভুলিয়া থাকে মনে হয় সেও সুখী; কিন্তু মাতৃহারা শিশু যেমন আকুল হইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়ায়, ভক্তিহারা সাধক তাহা অপেক্ষাও অনন্যসহায়। মাতৃক্রোড় ভিন্ন যেমন কিছুতেই শিশুর ক্রন্দন থামে না, তেমনি সে অভাব তোমা ভিন্ন কাহারও কর্ত্তৃক মোচন হয় না। 'হায়! আমার হৃদয়ে হৃদয়নাথ নাই, তবে কি আমি নাস্তিক হইলাম? নিরাশ অন্ধকারে পড়িয়া আমি দয়াময়ের দয়ার উপর সন্দেহ করিতেছি! একেই কি বলে অবিশ্বাস? ইহার অব্যবহিত পরপারে ঐ না নাস্তিকতার ভীষণ শ্মশান দেখা যাইতেছে! উঃ কি ভয়ানক! আমি কি উহার সীমার মধ্যে আসিয়া পড়িলাম!' এইরূপ মহা আতঙ্কে তখন আমার সমস্ত জীবন আলোড়িত হইতে থাকে। যে সামগ্রী পাইয়া আমি অতিশয় সুখী হইয়াছিলাম, কাঙ্গালের

সর্ব্বস্ব ধন শ্রীহরির সেই চরণ হায় আমি বুঝি হারাইয়া ফেলিয়াছি! এইরূপ মনে হয়, সে দুঃসহ যন্ত্রণা দুঃখ স্মরণ করিয়া নাথ, তোমার দ্বারে করযোড়ে প্রার্থনা করি, আর যেন সেরূপ দুর্দ্দশা না ঘটে। এক্ষণে এই মিনতি, আমাকে কেবল ভক্তি দাও, আর কিছু দাও আর না দাও। যদি এক বিন্দু ভক্তি আমি পাই, তাহা হইলে সকলই সহ্য করিতে পারি।"

ভক্তবৎসল হরি শরণাগত ভক্তিপ্রার্থীর দুঃখ বিষাদ নিরাশার বিলাপ আর্ত্তনাদ দূর করিবার জন্য আশা বাক্যে বলিলেন, "বৎস, আমার নিকট বসিয়া যখন আমার মুখে তুমি তত্ত্ব জ্ঞান শিক্ষা করিতেছ, তখন ভক্তির এক প্রধান অংশ তোমার সম্ভোগ হইতেছে, সশরীরে স্বর্গ ভোগ করিতেছ, ইহা কি মনে হয় না?"

এ কথা শ্রবণে শ্রীজীবের অশ্রু-বিগলিত মুখমণ্ডল হাসির জ্যোৎস্নায় আলোকিত হইল, আহ্লাদে হৃৎপদ্ম ফুটিয়া উঠিল। তিনি প্রণত মস্তকে যোড়করে বলিলেন, "প্রভো! আমি আর কি বলিব, তুমি আমায় কৃতার্থ করিতেছ; আমি হাতে হাতে স্বর্গ ভোগ করিতেছি।"

অনন্তর ভগবান শ্রীহরি শ্রীজীবের বিনয় বচন শ্রবণানন্তর বলিলেন, "হে তাত! যাহাতে তোমার সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ধর্ম্মজীবন গঠিত হয় তদ্বিষয়ে আমি সুশিক্ষা প্রদান করিতেছি, তুমি কর্ম্মজ্ঞান যোগ ভক্তির সামঞ্জস্য-সুধা পানে কৃতার্থ হইবে। যাহার যে কোন বিষয়ে আমার নিকট শিক্ষা করিবার ইচ্ছা হয়, তাহাই সফল হইতে পারে;—যদি অন্তরে কিছু শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা থাকে। পৃথিবীর লোকে অর্থ-করী কোন বিদ্যা শিখিবার অবস্থায় শিক্ষককে কতই না মান্য ভক্তি করে! যদিও তাহা স্বার্থমূলক, দেবভাব তন্মধ্যে কিছু নাই, কিন্তু তথাপি অজ্ঞতা জন্য শিক্ষার্থীর মনে প্রথম প্রথম অন্ততঃ একটু শ্রদ্ধা বিনয় শিক্ষকের প্রতি থাকে। ধর্ম্ম শিক্ষাতে এ ভাব না থাকিলে আরম্ভই হইতে পারে না। এই নিমিত্ত আমার প্রত্যাদিষ্ট সদ্‌গুরু যাঁহারা, তাঁহারা শ্রদ্ধাবিহীন কোন ছাত্রকে কখন গূঢ় শাস্ত্র শিক্ষা দেন না। এক্ষণে মনে কর, আমার নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমে শ্রদ্ধা ভক্তি কত দূর প্রয়োজন। শরীর দ্বারা কর্ম্মযোগ এবং বুদ্ধির সাহায্যে জ্ঞানযোগ কিয়ৎ পরিমাণে সাধিত হইতে পারে, কিন্তু ভক্তির শিক্ষায় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবলই দৈবনির্ভর। অকিঞ্চনতাই

ভক্তি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়, তৎসঙ্গে শরণাপত্তি। এই দুইটী লইয়া তুমি ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষার জন্য এক্ষণে প্রস্তুত হও। অন্তঃকরণকে একবারে আত্মাভিমান-শূন্য করিয়া ফেল। শূন্য হইলেই উহা ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া যাইবে। তোমার বুঝিবার ক্ষমতা, কার্য্যশক্তি, সাধনাধ্যবসায় অপেক্ষা আমার কৃপাবল যে অনেক অধিক এবং তাহা দ্বারা যে সর্ব্বপ্রকার অসাধ্য সাধিত হয় তাহা যখন তুমি সহজে বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছ তখন এ পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে আর তোমার কোন বাধা বিঘ্ন নাই। অতএব সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতিস্থ হইয়া মৎ-প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণ কর।"

এই কথা বলিয়া ভগবান সচ্চিদানন্দ প্রভু শ্রীজীবকে ভক্তিযোগ শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

ভক্তিযোগ—সপ্তম অধ্যায়।

জীবনগত ভক্তি।

ভগবান সচ্চিদানন্দ হরি সুনির্ম্মলা ভগবদ্ভক্তির স্বরূপ জীবহৃদয়ে উদ্বোধিত করিবার জন্য সর্ব্ব প্রথমে বলিলেন, "ভক্তি অন্ধের ন্যায় বিচারবিহীন হইয়া আপনার অভীষ্ট দেবের চরণে একবারে আত্ম বিসর্জ্জন করে বটে, কিন্তু শুদ্ধা ভক্তি প্রকৃতিস্থ, এই জন্য সে চক্ষুষ্মান; সুতরাং স্বাভাবিক অভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সে সহজেই আমার ইচ্ছা অনুসরণ করিয়া থাকে। আমার প্রতি ঐকান্তিক নির্ভরই তাহার নিরাপদের অবস্থা।"

"কিন্তু ভক্তি ভাবপ্রবণ, এইজন্য অনেক সময় লোকে ইহাতে সহজেই ভ্রান্ত এবং আত্মপ্রবঞ্চিত হয়। অশ্রু কম্প পুলক, নৃত্য গীত হাস্য ক্রন্দন ইত্যাদি কতকগুলি শারীরিক বাহ্য লক্ষণে অন্তরের ভক্তি প্রকাশ পায়, নাম জপ সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন করতালি নৃত্য প্রণিপাত, সাধুভক্তি জীবসেবা আমার লীলানু-শীলন প্রভৃতি বাহ্যাবলম্বনের সাহায্যে বৈধী ভক্তি হৃদয়ে সঞ্চারিত করা অনায়াস-সাধ্য বটে, কিন্তু তৎসংক্রান্ত দৈহিক উত্তেজনা এবং মানসিক কল্পনা, ভাবান্ধতা অনেক সময় ভক্তিপ্রার্থীকে প্রকৃত ভক্তি লাভে বঞ্চিত করে। ভাব লক্ষণ যদিও এ পথে স্বাভাবিক, হৃদয়ে ভক্তির আবেগ উপস্থিত হইলে শরীরে তাহার স্বরূপ

উদ্ভাসিত হয়; তথাপি কেবল দৈহিক উত্তেজনা এবং বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া কিম্বা কল্পিত ভাবান্ধতা অনুভব করিয়া সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নহে। বাহিরের উপকরণমূলক ভক্তি কল্পনায় আবদ্ধ থাকিয়া চিরদিন বাহিরেই অবস্থিতি করে, তাহা কখন জীবনগত হয় না। যতক্ষণ বাহ্যোপকরণের প্রচুর সহায়তা ততক্ষণ মাত্র সে ভক্তির আবির্ভাব। অভ্যাস গুণে তাহা আয়ত্তাধীন যদিও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা পুরাতন জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন চরিত্র স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না। এরূপ ভক্তিকে ভাবান্ধতা বলে। শোকের দৃশ্য দর্শনে এবং ক্রন্দন শ্রবণে সহসা প্রাণ যেমন কাঁদিয়া উঠে, সহানুভূতির নিয়মে তদ্রূপ এক হৃদয় হইতে অপর হৃদয়ে ভক্তিভাবও ক্ষণকালের জন্য সংক্রামিত হয়। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি এবং ভগবদ্দর্শন ব্যতীত জীবনে শুদ্ধা ভক্তির সঞ্চার হইতে পারে না।"

"ভক্তির স্বভাব এই যে সে পূর্ণ মাত্রায় আপনার ভাবের আবেগ চরিতার্থ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল। তত্ত্বজ্ঞান, যোগ কিম্বা বৈরাগ্য তাহার কিছুই প্রার্থনীয় নহে। সতী যেমন পতি ভিন্ন কিছু জানে না, আত্মবিসর্জ্জনের সহিত পতিসেবাই এক মাত্র যেমন তাহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, ভক্তি তেমনি কেবল আমাকে লইয়া সমস্ত ভাবগুলি সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ করিতেই ভালবাসে। ইহাতেই তাহার কৃতার্থতা। মাতা যেমন শিশু সন্তানের মুখে স্তন্যসুধা ঢালিয়া দিবার জন্য অতিমাত্র ব্যাকুল হন, কেবল দেওয়াই যেমন তাঁহার স্বভাব, ভক্তির স্বভাব সেইরূপ জানিবে। আমা হইতে প্রসূত যে প্রেম তাহাই ভক্তহৃদয়ে ভক্তির আকার ধারণ করিয়া পুনরায় আমারই আকর্ষণে তাহা আমার দিকে ফিরিয়া আইসে। যাহারা আত্মবিস্মৃত মোহান্ধ, সে ভাব তাহারা কেবল পিতা মাতা গুরু এবং স্ত্রী পুত্র দীন দরিদ্রে চরিতার্থ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়, কিন্তু আমার সুবোধ ভক্ত তাহা পারে না। নদীস্রোতের ন্যায় ভক্তহৃদয়-নদী দেশে দেশে সকলকে স্নেহ প্রেমরূপ জল বিতরণ করিয়া পরিশেষে আমারই দিকে অপ্রতিহত বেগে একটানা হইয়া ছুটিয়া আইসে।"

"কল্পনা-নির্ম্মিত দারু বা প্রস্তর মৃত্তিকার চিত্র বিচিত্র মূর্ত্তি, কিম্বা বিবিধ সদ্‌গুণসম্পন্ন দয়া স্নেহের আধার সাধু গুরু, বা পিতা মাতা উপকারী বন্ধু এবং সৎ স্ত্রী ও পুত্রে এ ভক্তি চরিতার্থ হয় না। সে এমন এক ব্যক্তিকে চায় যিনি

পূর্ণপবিত্র, পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণপ্রেম এবং সর্ব্বশক্তি ও অনন্ত গুণের আধার এবং নিত্যলীলারসময়।”

“নর নারীর হৃদয়বৃত্তিতে যতগুলি ভাবরস আছে, তৎসমুদায় ভক্তির অন্তর্গত। শ্রদ্ধা সম্মান আনুগত্য দাস্য প্রেম স্নেহ দয়া নির্ভর বিশ্বাস বিনয় বৈরাগ্য সুনীতি যাবতীয় উপাদানের সমষ্টি এই ভক্তি। যেমন বিবিধ প্রকার ভক্ষ্য এবং পানীয় দেহান্তর্গত পাকস্থলীতে জীর্ণ প্রাপ্ত হইয়া একবিধ লোহিত বর্ণ জীবন-শোণিত উৎপাদন করে, তেমনি ঐ সকল সদ্‌গুণরাশি কার্য্যযোগ এবং জ্ঞানযোগের সাধনে একসঙ্গে মিশিয়া ভক্তি-শোণিতে পরিণত হয়। দেহের শোণিত জীব ও জাতিনির্ব্বিশেষে যেমন একরূপ, ভক্তিতেও তেমনি কোন জাতি বা বর্ণভেদ নাই। ভক্তির চক্ষে সকল ধর্ম্মই এক। প্রাণের ঐকান্তিক টানে এই হৃদয়-বৃত্তিগুলি সমস্ত যখন সমতানে ঝঙ্কার করিবে, তখন তাহাকে প্রকৃত ভক্তিযোগ বলিয়া জানিবে। ইহা জীবসাধারণের নিজস্ব ধন; আমি ইহার মূলশক্তি মানবহৃদয়ে সংক্রামিত করি বটে, কিন্তু ইহা আমারও নাই, কেবল ভক্তের জীবনে ইহা মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করে; আমার কৃপা-সাহায্যে সেই খানে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।”

“এই ভক্তি লাভ করিতে হইলে, সাধন ভজন, সাধুসঙ্গ, ভক্ত এবং জীব-সেবা, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি কর্ম্মযোগের আশ্রয় লইতে হইবে। সাধনের অবলম্বিত উপায়গুলির উপর যে পরিমাণে নিষ্ঠা যত্ন অনুরাগ ঐকান্তিকতা হয় সেই পরিমাণে ভক্তিরস ঘনীভূত হইয়া উহা জীবনের সমগ্র বিভাগকে অভিষিক্ত করে।”

জীব। এমন অনেক ভক্ত সাধক দেখিতে পাই, সাধনোপায়গুলির প্রতি তাঁহাদের যত আসক্তি অনুরাগ তোমার প্রতি তত নাই। জপের মালা, পূজার আসন কিম্বা অন্য কোন সামগ্রী কেহ যদি স্পর্শ করে, অথবা তৎসংক্রান্ত নিয়মাদি ভাঙ্গে, তাহাতে তাঁহাদের রাগ অভিমানের সীমা থাকে না। মতবিরোধী বা অনুষ্ঠানবিরোধী কেহ কোন তর্ক করিলে তৎপ্রতি তাঁহারা এমন কঠোর নির্দ্দয় ব্যবহার করেন যে বিনয় ভক্তি প্রেমের লেশমাত্রও তখন প্রকাশ পায় না। ভগবদ্ভক্তি উপার্জ্জন লক্ষ্য, সাধন বিধি

বাহ্যোপকরণাদি তাহার উপলক্ষ; অথচ উপায়গুলিই তাঁহাদের নিকট শেষ উদ্দেশ্যের স্থান অধিকার করে কেন?

ভগবান। যে পর্য্যন্ত আমার স্বভাব স্বরূপ সাধকের আত্মার স্বভাব স্বরূপ না হয় তাবৎ সাধনের ফল অতি অস্থায়ী; তাহা বাহিরের সাহায্যে সমাগত হইয়া বাহিরেই পড়িয়া থাকে। মৎস্বরূপে পরিণত হওয়াই সাধকের চরম লক্ষ্য। যে সাধক আমার অব্যবহিত সন্নিধানে আসিয়া আমার জ্ঞান ইচ্ছা ভাবেতে অনুপ্রাণিত হয় সে আপনাতে আপনি সুখী। সে যদি সর্ব্বস্বান্ত হয়, তথাপি আমাকে লইয়া সে সুখে থাকে। রজোগুণমিশ্র ভক্তিতে এক প্রকার বিকার আছে তাহা আত্মাকে প্রভাবিত করিতে পারুক না পারুক, সহজেই মন ইন্দ্রিয় ও শরীরকে বিচঞ্চল করিয়া তুলে। তাই আমার লীলাপ্রসঙ্গ বা নামকীর্ত্তন শুনিবামাত্র তাহারা করতালি দেয়, নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী এবং ভাবাবেগ প্রদর্শন করে। কেহ কেহবা তৎকালে অচেতন হইয়া দশাপ্রাপ্তও হয়। কিন্তু অন্য সময়, বিশেষতঃ বিষয় ব্যবহারকালে তাহার চিহ্নও থাকে না। সুতরাং উহা এক প্রকার বিকার বিশেষ। অতীব দূষিত চরিত্র ব্যক্তিও ভক্তিভাবের বাহ্য লক্ষণ যথেষ্ট পরিমাণে প্রদর্শন করিতে পারে; কিন্তু সে কেবল সংএর ঢং বিশেষ। এই বিকার বশতঃ কেহ কেহ সাধন সম্বন্ধীয় নিয়ম বিধি ও বাহ্যোপকরণের প্রতি অন্ধভাবে আসক্ত হয়। তুমি আধ্যাত্মিক নির্ব্বিকার ভক্তি উপার্জ্জনের জন্য অনুরাগী হও, তাহাতে নিত্যানন্দ সম্ভোগ করিতে পারিবে, জীবন মধুময় হইবে। সময়বিশেষে উৎসব পর্ব্বাদিতে লোকসমারোহ দর্শনে, গীত ও বাদ্যনিনাদ শ্রবণে যে ক্ষণিক ভাবোত্তেজনা অনুভূত হয় তাহার প্রতিক্রিয়া আছে। যখন অবসাদ হয়, তখন সেই মানুষই সর্ব্বসংশয়ী নাস্তিকের ন্যায় আবার অবিশ্বাস নিরাশার কথা বলে। দেহের স্বাস্থ্য যেমন সকল সময়েই প্রার্থনীয়, তাহার ক্ষণিক অভাব হইলেই যেমন জীবন ভারবহ হইয়া উঠে; ভক্তজীবনে ভক্তিই তেমনি স্বাস্থ্য সুখ। তাহার সাময়িক সম্ভোগে হৃদয়ের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং তৃষ্ণা নিবারণ হয় না।

অতএব দিনান্তে, সপ্তাহান্তে কিম্বা বৎসরান্তে একটু ধর্ম্মমাদকতা সেবনে কোন ফল নাই। ভক্তি রস জীবনের নিত্য সম্বল। ভক্তি যত দিন স্বভাবে পরিণত না হয় ততদিন উহা বিশেষ বিশেষ অবস্থাসাপেক্ষ; সুতরাং তত দিন

উহা তোমার জীবনোৎপন্ন কি বাহ্যোপকরণসঞ্জাত তাহা বুঝিতেও পারিবে না। স্বর্গদর্শন, স্বর্গভোগ স্থান কাল অবস্থায় বদ্ধ থাকিলে সাধক ভক্তের কৃতার্থতা জন্মে না। তিনি সদাসর্ব্বক্ষণ অন্তরে অন্তরে এইটী উপলব্ধি করিবেন যে আমি কৃতার্থ হইতেছি। এক সুরে জীবনসঙ্গীত গাইতে গাইতে তিনি অনন্ত জীবনের পথে চলিয়া যাইবেন; বিচ্ছেদ ব্যবধান থাকিবে না। যাহাদের ধর্ম্মজীবনের মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শূন্য প্রান্তর মরুভূমি, কণ্টক বন, শ্মশান, এবং ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন সুগভীর গহ্বর, তন্মধ্যে কদাচিৎ খদ্যোতিকার ক্ষীণালোক, বা বিদ্যুতের চঞ্চল চমক প্রকাশ পায়; নিশ্চয় জানিবে, তাহাদের জীবনের স্বাভাবিক গতি এখনো নরকের দিকেই নিরন্তর ধাবিত হইতেছে; উহা কখনই নিরাপদের অবস্থা নহে। বিষয় কার্য্য এবং ভজন সাধন, সামাজিক ব্যবহার এবং যোগ ধ্যান, ভাবোদ্গম এবং শুষ্কতার মধ্যে মধ্যে যে এই বিস্তৃত ফাঁকের ঘর আছে তাহা একবারে বুজাইয়া ফেলিতে হইবে। অনুরাগের সুর যদি হৃদয়ের তারে সর্ব্বক্ষণ লাগিয়া না থাকে, এবং প্রেম-সঙ্গীতরসে প্রাণ মন নিরন্তর যদি সন্তরণ না করে, ভক্তজীবন একবারে ঘোর বিষাদে ডুবিয়া যায়। অতএব প্রকৃত ভক্তি যাহা তাহা কোন কার্য্যবিশেষ বা অবস্থাবিশেষে বদ্ধ নহে, তাহা জীবনগত। অর্থাৎ তাহা কোন কার্য্যবিশেষে বা অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে না। তোমার স্বভাবকে ভক্তিরূপে তুমি পরিণত কর।

ভক্তিযোগ—অষ্টম অধ্যায়।

মূর্ত্তি এবং ব্যক্তি।

জীব জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, তুমি যে বিচিত্র ভাবময়ী ভক্তির লক্ষণ সকল বর্ণন করিলে তাহা সম্যক্ চরিতার্থের জন্য বোধ হয়, দেবগুণ-সম্পন্ন একটী ভজনীয় ভক্তিভাজন ব্যক্তির আবশ্যক; তদ্ভিন্ন হৃদয়ের আদর যত্ন সেবা পরিচর্য্যা প্রেম স্নেহ অনুরাগ আর্ত্তি কাহাকে অর্পণ করিব এবং কাহার কাছেই বা আশা অভয় সান্ত্বনা পাইব? কারণ, তুমি নিরাকার অনন্ত চৈতন্য, ক্ষুদ্র মানব হৃদয় তোমাকে কোন কালে ধরিয়া আয়ত্ত করিতে পারে না; অথচ তুমিই একমাত্র ভক্তের পরমারাধ্য ভগবান, এবং সকল কামনার পরিসমাপ্তির

স্থল। তাই ভক্তি চরিতার্থের জন্য সর্ব্বদেশীয় লোকে শেষ স্বয়ং তোমাকেই ভক্ত এবং অবতাররূপে গ্রহণ করিয়াছে, এবং সেই সেই সীমাবিশিষ্ট মানব-মূর্ত্তিতে তাহারা হৃদয়ের ভক্তি অনুরাগ চরিতার্থ করিয়া থাকে। মহাপুরুষ অবতারগণ চিরকাল অবশ্য পৃথিবীতে দেহধারণ করেন না, এই জন্য লোকে তাঁহাদের এক একটী ছবি বা মূর্ত্তি প্রেমকল্পনার সাহায্যে চিত্রপটে অঙ্কিত কিম্বা ধাতু পাষাণ দারু মৃণ্ময় পদার্থে নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের দর্শন ও অঙ্গ স্পর্শ এবং চরণ বন্দন করিয়া ভাবতৃষ্ণা চরিতার্থ করে। যখন সে সকল কাছে থাকে না, তখন ভক্তেরা ঐ সকল অবতারগণের লীলাকাহিনী স্মরণ এবং রূপ গুণ মানসনেত্রে ধ্যান করেন। এরূপ কল্পনা ব্যতীত তাঁহাদের আর উপায় কি আছে? মনুষ্য জাতি যে কোন প্রকারে হউক, আপনার স্বাভাবিক অভাব পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং তোমাকে তাহারা আপনাদের আয়ত্তাধীন পরিমিত এবং স্পর্শনীয় মানবীকরণ করিয়া লইয়াছে। এবং এই কারণে জড় এবং নরপূজা এক দিকে স্বাভাবিক বলিয়া যেন মনে হয়।"

ব্রহ্ম। তাহা লউক, কিন্তু কল্পনা বলিয়া তাহাকে ত জানে। যাহা কল্পনা তাহা সত্য নহে। আমার অবতারগণের ভাব স্বভাব স্বরূপ লক্ষণের কথঞ্চিৎ আভাস তাহাতে তাহারা আরোপ করে বটে, এবং তদ্দ্বারা হৃদয়বৃত্তি, ধর্ম্মপিপাসা কিয়ৎপরিমাণে চরিতার্থও হয়; কেন না, আমার উদ্দেশে—যে পদার্থ বা যে প্রণালীর ভিতর দিয়াই হউক,—যে সকল সাত্ত্বিক অনুরাগ শ্রদ্ধা বিশ্বাস ভক্তি সাধকেরা অর্পণ করে বস্তুতঃ তাহা আমারই প্রাপ্য; সুতরাং তন্মধ্যে আমি আছি। কিন্তু প্রথমতঃ কথা এই, দেবতাবিশেষের প্রতিমা কিম্বা ভক্ত মহাজনবিশেষের ছবি যাহা কিছু পৃথিবীতে প্রচলিত আছে তাহা মনঃকল্পিত। প্রাচীন কালের ঐতিহাসিক মহাপুরুষগণের প্রতিমূর্ত্তিগুলিও কল্পিত; যেহেতু, তাঁহাদের জীবিতকালের প্রকৃত মূর্ত্তি যাহারা চক্ষে দেখে নাই তাহারাই উহা কল্পনায় নির্ম্মাণ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ উহা মৃত পদার্থ। অত্যন্ত যে সকল প্রিয় আত্মীয় ব্যক্তি তাহাদের মূর্ত্তি এবং ছবি দেখিলেও জীবন্ত ভাবের আবির্ভাব হয় না, কেবল স্মরণের সাহায্য তাহাতে হইতে পারে এই মাত্র। তুমি যাঁহাকে প্রিয় আত্মীয় বলিয়া ভক্তি করিতে, ভালবাসিতে, তিনি ঐ চিত্রপটে নাই, ইহা

স্বভাবতঃই তোমার বিশ্বাস আছে। তৃতীয়তঃ ভাব কল্পনার সাহায্যে আমার যে কিঞ্চিৎ স্বরূপ লক্ষণ প্রতিমাদিতে আরোপ করা হয় তাহাও জীবনহীন কল্পিত এবং আংশিক। অতএব অন্তরের সমগ্র এবং জীবন্ত ভক্তিভাব উহাতে চরিতার্থ হইবার নহে। যে কিঞ্চিৎ চরিতার্থ হয় তাহাও কল্পনাপ্রধান।

জীব। তোমার সর্ব্বাঙ্গীন স্বরূপ স্বভাব মানুষ ত কোন কালেই ধারণ করিতে পারে না, এবং যাহা কিছু পারে তাহাও মানবীয় আপেক্ষিক জ্ঞান এবং ভাব কল্পনা-সম্ভূত ; তবে আংশিক উপলব্ধিতে ক্ষতি কিছু ত দেখি না। তোমার অনন্ত তত্ত্ব ও বিভূতির গভীর রহস্য ভক্তের জানিবার কোন প্রয়োজনও হয় না। তাহাদের কাজ চালাইবার পক্ষে তোমার যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদই যথেষ্ট। মানুষ যখন পরিমিত স্বভাব তখন সে অপরিমিত লইয়া কি করিবে ? রাখিবে কোথায় ? তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য, অনন্ত তত্ত্ব ধারণ করা দূরে থাক, তাহা ভাবিলে এই ক্ষুদ্র আমিত্ব টুকু যেন বিলীন হইয়া যায়। তখন শিশুর ন্যায় তোমার বিশাল বক্ষে অবাক হইয়া চুপ করিয়া কেবল পড়িয়া থাকিতেই ভাল লাগে।

ব্রহ্ম। তথাচ যাহা মৃত, অপ্রকৃত, কল্পিত, পরিমিত তাহাতে মানব-হৃদয় চিরদিন বদ্ধ থাকিতে পারে না ; স্বভাবজাত সহজজ্ঞান তাহার বিরোধী। বিশেষতঃ তুমি চিরউন্নতিশীল জীব, পরিমিত উপাস্য দেবতায় তোমার পিপাসা মিটিবে না। অন্ধের ন্যায় অজ্ঞানান্ধকারে কেবল ভাবুকতা চরিতার্থ করিয়া সত্যপ্রিয় জীবাত্মা কোন কালে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে নাই, পারিবেও না। বিশুদ্ধ জ্ঞানই বিশুদ্ধ ভক্তির প্রাণ। পবিত্র কল্পনা—যাহাতে নিত্য সত্যের প্রতিবিম্ব ছায়া আছে তাহা আত্মোৎকর্ষ সাধনের পক্ষে সহায় হইয়া সময়ে সময়ে হৃদয়বৃত্তিকে উল্লসিত করিতে পারে, কিন্তু সত্য এবং কল্পনা দুইটী পদার্থ এবং শূন্যের ন্যায় বিপরীত গুণবিশিষ্ট। একটী আছে, আর একটী আদৌ নাই। নিজে মানুষ পরিমিত হইয়াও চিরদিন অপরিমিতের অন্বেষণ করে ; কেন না, সে চিরউন্নতিশীল, অল্পে তাহার তৃপ্তি নাই।

জীব। তাহাত বুঝিলাম, এক্ষণে ভক্তির সম্যক বিকাশের জন্য তোমাতে মানবীয় ভাব আরোপ যে অপরিহার্য্য বলিয়া মনে হইতেছে তাহার উপায় কি ? একদিকে জ্ঞানে বিশ্বাসে তোমার অনুপম নির্ব্বিশেষ অনন্ত সত্তা স্থির

অবিকৃত থাকিবে, কোন প্রকার সীমাবদ্ধ মানবীয় ভাব তাহাতে আরোপ করা হইবে না; অপর দিকে মানব হৃদয়ের যাবতীয় সুকোমল মধুর ভাবরস চরিতার্থ ব্যতীত ভক্তি সাধন হয় না; এই দুই বিপরীত ভাবের সামঞ্জস্য কিরূপ?

ব্রহ্ম। উহা পরস্পরবিরোধী ভাব নহে; জ্ঞান বিশ্বাসে আমার নিত্য দুর্জ্ঞেয় অনন্ত অপরিবর্ত্তনীয় নির্ব্বিকার সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া—আমি যে পরম পুরুষ লীলাময়, আমাতে ভাব ভক্তি পূর্ণ মাত্রায় পরিতৃপ্ত হইতে পারিবে, তাহার বিধান আছে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয়ে নিঃসংশয় উজ্জ্বল বিশ্বাস হয়, এবং সেই বিশ্বাসের গাঢ়তায় শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেমের আবির্ভাব। তিনটী পরস্পর হইতে পৃথক নহে, একেরই ক্রমবিকাশ বা অঙ্গবিশেষ।

অনন্তর অন্তর্য্যামী হৃদয়বিহারী হরি বীণাবিনিন্দিত মধুর স্বরে বলিলেন, "হে আমার পরম ভক্ত, আমি যদিও যাবতীয় সৌন্দর্য্যের নিদান, কিন্তু কদাপি বিশেষ কোন একটী পরিমিত বাহ্য মূর্ত্তি নহি। আমি সগুণ পুরুষ, অথচ নিরাকার ব্যক্তি; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্য পদার্থ মাত্রই জড় উপাদানে গঠিত, তাহার সঙ্গে আমার তুলনা করিও না। মূর্ত্তির সাহায্যে যে কল্পিত ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানতা অনুভূত হয় সেই সগুণ ব্যক্তি স্বয়ং আমিই জানিবে। অতএব রূপের ছায়া চিত্ত হইতে একবারে অপসারিত করিয়া কেবল আমার পিতৃ মাতৃ সখ্যভাববিশিষ্ট সগুণ ব্যক্তিত্ব বিশ্বাসচক্ষে দর্শন কর। সেই দর্শন হইতে মদীয় সত্য শিব সুন্দর স্বরূপের বিচিত্র রসে তোমার ভক্তি-রসরঞ্জিত হৃদয়োদ্যানে স্বর্গীয় সৌরভসিক্ত নানা বর্ণের প্রেমফুল ফুটিয়া উঠিবে। আমার কোন উপমা নাই সত্য, কিন্তু ভক্তহৃদয় যখন প্রেমরসে বিগলিত হয় তখন তাহার প্রগাঢ় স্নেহ আদরে আমাকে সে নানাবিধ বাহ্য সৌন্দর্য্য, কাব্য কবিত্ব, রমণীয় পদার্থ, উপাদেয় ভোগ্য এবং মানবীয় সুমিষ্ট সম্বন্ধের সহিত উপমিত করে। সে অবস্থায় বস্তুতঃ মানবীকরণ দোষ সংঘটিত হয় না; কারণ, তাহার জ্ঞান বিশ্বাসের চক্ষে আমি স্বরূপতঃ যাহা তাহা অবিকৃত থাকি। আর এক কথা, আমার যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের জ্ঞানও সেইরূপ উপমিত (Symbolic)। কিন্তু ভক্তির চক্ষে আমি কি না হইতে পারি? পিতা, মাতা, রাজা, প্রভু, সখা, সুহৃদ্‌রূপে ভক্ত যে আমাকে জীবনের নানা ঘটনা মধ্যে দর্শন করে, ইহা

কল্পনা নহে,—সত্য; কেবল তাহার বাহ্য মূর্ত্তি মানবীয় এবং কল্পিত। আমার সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞানের ধারণা আপেক্ষিক এবং উপমেয় (Symbolic)। সেইজন্য মানব স্বভাব আমাকে সর্ব্ব প্রকার পবিত্র এবং মধুর সম্বন্ধ ও শ্রেষ্ঠ এবং সুন্দর পদার্থের সহিত চিরদিন উপমিত করিয়া আসিয়াছে। ভক্তি আমাকে যে এইরূপে ঘনীভূত স্পর্শনীয় হৃদয়গ্রাহী করিয়া লয় তাহাতে জ্ঞানে কোন দোষ পড়ে না। মানুষ যে আমাকে ঠিক মানুষের মত দৈনিক ঘটনা-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয় করিয়া লইতে চায় উহা তাহার পক্ষে অতিশয় স্বাভাবিক। কিন্তু ভক্ত জানেন যে আমি মানুষের মত সীমাবিশিষ্ট ব্যক্তি না হইয়াও তদপেক্ষা স্পষ্টতর প্রত্যক্ষ সত্যরূপে অন্তরাকাশে প্রকটিত হই। আমি যখন মদীয় শরণাগত জনকে বিপদ কালে আশা সান্ত্বনা সাহস প্রদান করি,—সংশয় ও মোহ অন্ধকারে আলোকরূপে এবং পাপবিকারে শাস্তা ও উদ্ধারকর্ত্তারূপে তাহার নিকট প্রকাশিত হই,—দর্শনবিরহে ব্যাকুল হইলে নিকটে আসি এবং তাহার প্রেমপিপাসা চরিতার্থের জন্য সখ্য ভাবে তাহার সহিত লীলা খেলা করি;—যখন তাহার সঙ্গে সুরে সুর মিলাইয়া গীত গাই, নাচি এবং হাসি, তখন প্রত্যক্ষানুভূতির কি আর অবশিষ্ট থাকে? ইহা যখন তুমি অবগত আছ যে আমি অনন্ত গুণাধার, সর্ব্ব-রসাশ্রয় তখন নিশ্চয় যে মানবীয় সম্বন্ধের যত কিছু ঘনিষ্ঠতা মিষ্টতা সৌন্দর্য্য আকর্ষণ এবং প্রেমব্যবহার তৎসমুদয় আমাতে ঘনীভূত মৌলিক আকারে মূল প্রস্রবণরূপে চির বর্ত্তমান। এক কথায় বলিতে গেলে আমিই মনুষ্যের মনু-ষ্যত্ব। রক্তমাংসময় দৃশ্য স্পৃশ্য জড় দেহ যথার্থ মানুষ নহে; পিতৃত্ব মাতৃত্ব বন্ধুত্ব এ সকলই নিরাকার। আমার সাকার দেহ নাই বলিয়া কি আমার ব্যক্তিত্বের ঘনত্ব অনন্ত আকাশে নির্গুণ সত্তাতে বিলীন হইয়া গিয়াছে? বিবিধ প্রকার সম্বন্ধের বাহ্য ব্যবহারের ভিতর দিয়া—পিতা পতি ভ্রাতা বন্ধু পুত্র, এবং মাতা ভগ্নী স্ত্রী কন্যা যে আত্মীয় অন্তরঙ্গ তাহা তোমরা চিনিতে পারিয়াছ; সম্বন্ধের সেই ব্যবহার যেখানে বিলুপ্ত হয় সেখানে উহারা কেহই আপনার নহে, সমস্তই পর। জীবনের আদ্যোপান্ত ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে, জননীর সেই গর্ভবাস হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে তোমাদের কিরূপ সম্বন্ধ! প্রাকৃতিক, মানসিক, নৈতিক অবস্থা

বিধি এবং আত্মীয় পরিবার জনসমাজের ব্যবহার ইত্যাদি সমগ্র বিশ্বরাজ্যের ভিতর দিয়া আমি যে তোমাদিগকে পরিপোষণ এবং সংশোধন করিতেছি তাহা দ্বারা কি আমার পিতৃত্ব মাতৃত্ব এবং বন্ধুত্বের প্রত্যক্ষ নিদর্শন প্রাপ্ত হও নাই ? অতএব মূর্ত্তির ভিতর যদি কিছু আকর্ষণের সামগ্রী থাকে তাহাও আমি। তথাপি আমি পরিমিত মূর্ত্তি না হইয়াও গুণ-ঘনীভূত পরমাত্মীয় এবং ব্যক্তি। অপরিমিত অনন্ত রহস্য যাহাতে নাই তাহা দুই দিনে পুরাতন হইয়া যায়। বালক বালিকাগণ যে চাকচিক্য সুন্দর পুঁতুল পাইবার জন্য কাঁদিয়া আকুল হয়, কিছু ক্ষণ পরে তাহাকে আবার ফেলিয়া দেয়, আর তাহা ভাল লাগে না। মানুষের মত আকারধারী কোন মূর্ত্তিমান ব্যক্তির সহিত ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ ব্যবহার ভিন্ন ভক্তিবৃত্তি চরিতার্থ হয় না, নিরাকার নির্ব্বিশেষে তাহার দাঁড়াই-বার স্থান এবং ধরিবার অবলম্বন নাই, এই যে তুমি ভাবিতেছ, ইহার মীমাংসা আছে। এ সম্বন্ধে তোমার আন্তরিক অভিপ্রায়ের তাৎপর্য্য কি তাহা আমি জানি। কিন্তু তোমার লক্ষ্য এ স্থলে কেবল শারীরিক ব্যব-হারের দিকে আবদ্ধ। আমি অশরীরী চিদাত্মা, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শালিঙ্গনাদি আমাতে সম্ভবে না। মনুষ্য বিশেষের শারীরিক স্পর্শালিঙ্গন চুম্বন, তাহার পদসেবা বা অঙ্গমার্জ্জনা, ভোজ্য ও পানীয় দ্বারা তাহার দৈহিক ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ, বিবিধ বস্ত্রালঙ্কার পুষ্প চন্দনে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শোভা বর্দ্ধন, এই সকল হৃদ্গত বাসনানুযায়ী বাহ্যানুষ্ঠান ভাব চরিতার্থের পক্ষে স্বাভাবিক বটে ; কিন্তু ইহাতে কি আন্তরিক ভগবদ্ভক্তিপিপাসা চরিতার্থ হয় ? প্রকৃত ভক্তি একটী আধ্যাত্মিক বৃত্তি, তাহার চরিতার্থের জন্য চিদানন্দঘন সগুণ পুরুষ প্রয়োজন। কিন্তু অচেতন পুত্তলিকা এবং সচেতন মানব-দেহে এমন কি পরম পদার্থ আছে যাহা ভক্ত আমাতে পাইতে পারেন না ? তাঁহার শরীর সম্বন্ধীয় বাসনাগুলি যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার স্বরূপে তৃপ্ত হই-বার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সে জন্য আমিত পরিবার জনসমাজ ভক্তমণ্ডলী আত্মীয় স্বজনগণ কর্ত্তৃক তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছি। স্ত্রীপুত্রের দেহ আলিঙ্গন চুম্বনে, পিতা মাতা সাধু ভক্তের পদসেবায়, দরিদ্রের ভরণপোষণ এবং দুঃখাশ্রু-মোচনে, আর্ত্তের পরিচর্য্যায় ভক্তির শারীরিক সাধনের প্রচুর আয়োজন আছে। বালগোপালরূপ শিশু সন্তানে বাৎসল্য, ধর্ম্মপত্নী সহধর্ম্মিণীতে মাধুর্য্য, ভ্রাতৃপ্রণয়ে

সখ্য, পিতা মাতা গুরুজন এবং দীন দরিদ্রের সেবায় দাস্যভাব সাধন করত তন্মধ্যে আমার আবির্ভাব, এবং কর্ত্তৃত্ব অবলোকন কর। তাহা হইলে ব্যক্তিত্বের অভাব এবং ব্যক্তিগত সম্বন্ধ অনুভবের অভাব উভয়ই পূর্ণ হইবে। মনুষ্যত্বের অন্তরালে আমি না থাকিলে সন্তানবাৎসল্য, দাম্পত্যপ্রেম, পিতৃমাতৃ এবং সাধু-ভক্তি, ভ্রাতৃপ্রণয়, দয়া কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা প্রীতি স্নেহ কি মাংসপিণ্ড ভৌতিক দেহে কেহ চরিতার্থ করিতে পারিত? পরলোকগত পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ভ্রাতা বন্ধুর ছবিতে কি কেহ ঐ সকল ভাবরসের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হয়? এ সমস্ত হৃদয়ের ভাব, দেহের অতীত। দৈহিক অঙ্গভঙ্গী, বাক্যবিন্যাস কেবল তাহার কণামাত্রের আভাস ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশ করে; কিন্তু দেহ তাহার স্বরূপ তত্ত্ব জানে না, সমস্ত দেখাইতেও পারে না। ভক্তাত্মা পরমাত্মার সহিত ভিতরে ভিতরে নীরবে কেবল তাহার বিনিময় করেন। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়-নদীর প্রেমভক্তির স্রোত স্বভাবতঃ অনন্ত প্রসারিত প্রেমসমুদ্রের পানেই ধাবিত হইতেছে। যেখান হইতে তাহার উৎপত্তি, পরিণামে সেই খানেই প্রত্যাগমন। সমুদ্র হইতে যেমন বিন্দু বিন্দু বাষ্প উত্থিত হইয়া মেঘ ও বৃষ্টি, নদ ও নদীরূপ ধারণ করত পুনরায় সমুদ্রেই মিশিয়া যায়, ইহাও তদ্রূপ। আমি সর্ব্বব্যাপী অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি হইয়াও প্রতিজনের নিজস্ব; এবং নির্ব্বিশেষ নিরুপাধি হইয়াও ভক্তের হৃদয়বিহারী প্রাণবল্লভ পরমপুরুষ। অতএব তুমি আধ্যাত্মিক নির্গুণা ভক্তিযোগে আমাকে পরম পুরুষরূপে ভজনা কর, তাহা দ্বারা বিবিধ প্রকার অবস্থা এবং মানবীয় সম্বন্ধের দর্পণে আমাকে তুমি পিতা মাতা সখারূপে সর্ব্বদা নিকটে দেখিতে পাইবে।"

ভক্তিযোগ—নবম অধ্যায়।

সারল্য ও বিশ্বস্ততা।

জীব কহিলেন, "হে দীনবন্ধু, দয়াল হরি, আত্মার কোন্ অবস্থাটী ঠিক ভক্তি সাধনের উপযোগী? সংক্ষেপে ইহার সার অর্থ এক কথায় আমায় বুঝাইয়া দাও যে আমি সেইটী আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারি, এবং যখন তখন তাহার অবলম্বনে হৃদয়কে সরস করিয়া রাখিতে সক্ষম হই।"

ভক্তবৎসল ভগবান বলিলেন, "এক কথায় যদি তাহা ব্যক্ত করিতে হয়, এই

মাত্র জানিয়া রাখ যে সারল্য ও বিশ্বস্ততার সহিত আত্মবিসর্জ্জন ভক্তির প্রাণ। পুরুষকার জ্ঞান কর্ম্ম যোগ বৈরাগ্যবল দ্বারাও এক বিন্দু ভক্তি সঞ্চারিত হয় না। ইহার কোন একটীর অহঙ্কারের গন্ধ তোমাতে স্থান পাইবে না। জীবনের সমগ্র গতি অবিভক্তরূপে আমাতে সমর্পিত থাকিবে। আমার যে ভক্ত সে আমার হস্তের পুত্তলিকা বিশেষ; যেমনে তাহাকে নাচাইব তেমনি সে নাচিবে। গর্ভস্থ শিশু-সন্তান যেরূপ মাতৃরসরক্তে জীবিত থাকিয়া বর্দ্ধিত হয় তাহার জীবন তদ্রূপ। সে আমার কৃপাক্রোড়ে সর্ব্বদা পরিরক্ষিত। আমি আমার ভক্তের সমস্ত ভারই নিজে বহন করিয়া থাকি।"

জীব। ভক্তিকে অনেকে বলেন, ভীরুতা কাপুরুষতার লক্ষণ; কারণ, তাহাতে পুরুষকার এবং আত্মপ্রভাব নাই। মানুষকে তুমি যে বল শক্তি ক্ষমতা দিয়াছ তাহা যদি সে যথা পরিমাণে ব্যবহার না করে, তাহা হইলে সে কি জড়বৎ অন্ধ হইয়া যাইবে না? "যে আপনাকে আপনি সাহায্য করে, সেই কেবল তোমার সাহায্য পায়।" এ কথা জগতে চিরকাল প্রসিদ্ধ আছে। তোমার সাধক ভৃত্য যদি প্রাণপণে আত্মরক্ষা না করিয়া, কেবল তোমার উপর সব ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ধর্ম্ম নীতি মনুষ্যত্ব রক্ষা পাইবে কিরূপে?

ব্রহ্ম। তুমি যাহা বলিতেছ, এ সকল ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের পূর্ব্বাবস্থার কথা। আত্মপ্রভাব কিম্বা পুরুষকার বলে নৈতিক জীবনে কর্ম্মযোগ জ্ঞান বৈরাগ্য অনুষ্ঠিত হইলে তাহার পর ভক্তজীবন—যথার্থ ভক্তজীবন আরম্ভ হয়। সম্পূর্ণরূপে যাহা দৈব তাহাই ভক্তিরাজ্য। এখানে মানুষ কিছুই করে না, আদি অন্তে আমিই সব করিয়া থাকি। ভক্ত কেবল বিশ্বাসের সহিত প্রার্থনা এবং আশার সহিত প্রতীক্ষা করে। দ্বিতীয় জন্ম লাভের পর অর্থাৎ দ্বিজত্ব প্রাপ্তির পর ভক্তের ঈদৃশী দশা উপস্থিত হয়।

জীব। মানুষ একটি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন কর্ম্মশীল জীবন্ত শক্তি, একবারে নিশ্চিন্ত নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় হইয়া অনস্তিত্বের ন্যায় সে কিরূপে থাকিবে? কিছু না কিছু তাহাকে করিতে ত হইবে? এবং অহৈতুকী ভক্তিস্রোত যতক্ষণ তোমার নিকট হইতে না আইসে ততক্ষণ বৈধী ভক্তির জন্যত আত্মপ্রভাব-মূলক সাধন ভজন প্রয়োজন?

ব্রহ্ম। অবশ্য কিছু তাহার দিক হইতে করিবার আছে। উৎসাহ যত্ন

আশা বিশ্বাসের সহিত নিষ্কাম নির্ব্বিকার অন্তরে আমার উপর ঐকান্তিক নির্ভর করিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ নৈতিক জীবন গঠনের সময় আমার সাধক চেষ্টা সংগ্রাম অনেক করে, তাহাতে জীবনভূমির কর্ষণ হয়; তদনন্তর তাহাতে বিশ্বাসের বীজ রোপণ করিয়া আশার সহিত কৃপাবারির প্রত্যাশায় আমার পানে সে কেবল চাহিয়া থাকে। তাহার আপনার পক্ষ হইতে যত দূর করিবার তাহা করিয়া যখন সে স্পষ্ট দেখিতে পায় যে তাহার গভীর অভাবটি অপূর্ণ রহিয়াছে এবং তাহার মোচনের পক্ষে কোন বল সম্বল আর তাহার নাই, তখন দীনতা অসহায়তা ভিন্ন সে আর নিজের শক্তি সামর্থ্য কিছুই দেখিতে পায় না। কিন্তু সে অবস্থায় তাহার আশা বিশ্বাস আমার উপর যথেষ্ট থাকে। তখন আমার শরণাগত ভক্তের এইরূপ ধারণা হয় যে,—আমার কিছুই নাই, আমি কৃপাপাত্র অতি দীন, সাধন ভজন যোগ তপস্যাতেও আমার আত্মার গভীর পিপাসা দূর হইবে না; কিন্তু আমার এই শূন্য দুর্ব্বল জীবনের অন্তরালে অন্তর্যামী ভক্তবৎসল দয়াল হরি আছেন, তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য, এবং অসীম দয়া। আমার সকল প্রকার দুঃখ দারিদ্র্য তিনি মোচন করিবেন; আমি কেবল কাঙ্গাল ভিখারী অকিঞ্চন হইয়া দয়াময়ের দ্বারে পড়িয়া থাকিব, তাঁহার কৃপায় আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। এইরূপ দৈন্য স্বীকার করিয়া একান্ত আশার সহিত সে আমার শরণাপন্ন হয়। তদনন্তর তাহার সকল দায়িত্ব ভার আমি গ্রহণ করি। মনুষ্য মাত্রেই অপূর্ণ দুর্ব্বল, অথচ সে স্বাধীন এবং উন্নতিশীল, এইজন্য তাহার পদে পদে পাপ অপরাধ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যতই কেন সে অপরাধী দণ্ডার্হ হউক না, বিশ্বস্ততা আর সারল্য রক্ষা করিয়া যখন সে আমাতে আত্মসমর্পণ করিবে তখনই শুদ্ধ মুক্ত হইবে। তদ্ভিন্ন ধ্যান জ্ঞান, কৃচ্ছ্র সাধন, কার্য্যপটুতা, কিম্বা নিষ্ঠা বৈরাগ্য অধ্যবসায় দ্বারা কেহ আমাকে আত্মস্থ করিতে পারে না। অহঙ্কারী কপট ধার্ম্মিক অপেক্ষা সরলাত্মা পাপী আমার প্রিয়; কারণ, আমার নিকট সে কখন রোগ গোপন করে না। একটু ছল চাতুরী যাহার থাকে সে আপনি মনে মনে বুঝিতে পারে, আমার সঙ্গে তাহার বিশ্বস্ততা সারল্যের তার কাটিয়া গিয়াছে। সৎপতির সহিত সতী স্ত্রীর সম্বন্ধ যেমন অকপট বিশুদ্ধ, ভক্তের সহিত আমার সেইরূপ সম্বন্ধ। কিসে কখন সম্বন্ধ কাটিয়া যায় পবিত্র দম্পতী তাহা জানে।

জীব। তোমাকে পাইবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর সহজ উপায় কি আছে? কিছুই করিতে হইবে না, যাহা কিছু করিবার তাহা তুমিই করিবে; মানুষ কেবল নীরবে নিজের হৃদয়বৃন্দাবনে তোমার লীলা দেখিবে। ইহা খুব সুবিধাও বটে।

ভগবান। শুনিতে যেমন সহজ কাজে তেমন সহজ নহে। নিজকর্তৃত্ববল বিসর্জ্জন দিতে অনেক ত্যাগস্বীকার, ইচ্ছা ও বিনয়বলের প্রয়োজন। আত্ম-কর্ত্তৃত্ব একটি বহু দিনের অভ্যাস, তাহা একবারে পরিহার করিয়া ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা আশার সহিত কেবল প্রতীক্ষা করিতে হইবে, ইহা সামান্য মনে করিও না। বরং এক জন ব্যক্তি প্রভূত পরিশ্রম উদ্যমের সহিত বহু আয়াসসাধ্য কর্ম্ম সহজে সম্পন্ন করিতে পারে, কিন্তু দৈবপ্রেরণার জন্য ধৈর্য্য শান্তি অবলম্বনপূর্ব্বক কেবল প্রতীক্ষা করা তাহার পক্ষে অতিশয় কষ্টকর। যে কার্য্যদক্ষ কর্ম্মী কার্য্যচক্রে পড়িলে সে অসংখ্য কার্য্য সহজে নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, তথাপি কর্ম্মযোগে যুক্ত হইয়া আমার আদেশানুসারে একটি কার্য্য করিবারও তাহার ক্ষমতা নাই। আদেশ প্রাপ্তির জন্য তাহার অবসর কোথা? কর্ম্ম সকল আপনার বেগে তাহাকে নিরন্তর যন্ত্রবৎ পরিচালিত করিতেছে, স্থিরতা লাভ তাহার ক্ষমতার অতীত। এখন মনে কর, ঈদৃশ কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তি কি সহজে কেবল আশা, কেবল প্রতীক্ষা, কেবল নির্ভর লইয়া নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে? এজন্য একবারে আত্মবলিদান চাই।

ভগবদ্ভক্তির তাৎপর্য্য যখন জীবের দিব্যজ্ঞানে প্রতিভাত হইল, তখন তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, পুরাতন জীবনের কর্ম্মফলস্বরূপ আত্মকর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ বাস্তবিকই অতিশয় কঠিন। সেই সঙ্গে তাঁহার আত্মাতে এই প্রশ্ন উঠিল, এই যে মানবীয় অহংজ্ঞান বা অহঙ্কার, ইহা কি সমস্তই অবিদ্যার খেলা,—কেবল অজ্ঞানতা,—আত্মাভিমানের চিহ্ন? ইহা কি ভগবানের কর্ত্তৃত্বের সজ্ঞান প্রতিবিম্ব নহে? "ইহা আমার নিশ্চয় বিশ্বাস,—ইহা আমি অভ্রান্ত সত্য মনে করি,—ইহা আমি কিছু-তেই অতিক্রম করিতে পারি না।" দৃঢ় ধারণার সহিত যখন আমি এইরূপ বলি, তখন "আমি" শব্দ ইহাতে সংলগ্ন আছে বলিয়া কি ইহা অজ্ঞানতা মিথ্যা হইয়া যাইবে? তাহা যদি হয়, তাহা হইলে তোমার মহত্ত্ব কর্ত্তৃত্ব এবং সর্ব্ববিধ জ্ঞান জগতে প্রচার করিবার জন্য অন্য যন্ত্র আর কি আছে?"

অন্তর্য্যামী পুরুষ বলিলেন, "ঈদৃশ স্থলে মানবীয় অহংজ্ঞান আমারই আদেশ

প্রচার করে; পিতা পুত্র, যন্ত্রী যন্ত্র, বা গুরু শিষ্য, প্রভু ভৃত্য, এখানে একই। "আমি" শব্দ কেবল কর্তৃত্ব-বাচক মাত্র, কিন্তু তাহা আমার অপরা শক্তি জীবত্ব প্রকৃতির অহংজ্ঞান, সুতরাং গৌণার্থে তাহা আমারই প্রতিনিধিত্বের কর্তৃত্ব; অতএব এখানে দুই জন কর্তা নহে। আমার কোন ভক্ত দাস যে সময় এ ভাবে সত্য জ্ঞান প্রচার করে, তখন তাহাকে ব্রহ্মবান্, ব্রহ্মতেজে তেজস্বান বলিয়া জানিবে। তাহার কথার সঙ্গে আমার প্রভুত্ব শক্তি আছে; মনুষ কেবল মাত্র মানুষ হইয়া তাহা বলিতে পারে না; তাই সেই কথা শুনিয়া সরলচিত্ত শ্রোতা বলে, 'এমন কথা কখন শুনি নাই। এই ব্যক্তির কথা স্বর্গীয় শক্তিতে অনুপ্রাণিত।' এইরূপ প্রভুত্বের যেখানে অভাব থাকে, সেখানে আত্মপ্রবঞ্চনা, লোকপ্রতারণা, কাপট্য, ধূর্ত্ততা, অহঙ্কার ভ্রান্তি প্রকাশ পায়। অতএব আত্ম-বিসর্জ্জনের পর যে পাকা আমি'র আত্মজ্ঞান সমাগত হয়, তন্মধ্যে আমি স্বয়ং বর্ত্তমান থাকিয়া মানব সন্তানকে যন্ত্রবৎ ব্যবহার করি।"

ভক্তিযোগ—দশম অধ্যায়।

করুণা স্মরণ।

জীব নিতান্ত কাতর ভাবে বলিলেন, "দয়াময়, সংসার মরুভূমির তীব্র তাপে অনেক সময় হৃদয় শুকাইয়া যায়, তখন ভাব রসের অভাবে জীবন অতিশয় কঠোর হইয়া উঠে; সে সময় কিছুই ভাল লাগে না। সুযোগ পাইয়া বিষয়-বাসনা, ইন্দ্রিয়-কামনা, অভিমান অহঙ্কার স্বার্থপরতা তৎকালে বহির্মুখে ধাবিত হয়, এবং কুচিন্তা কুকল্পনা, কুবিচার কুমন্ত্রণা কুদৃষ্টান্ত কুযুক্তি সকলকে ডাকিয়া আনে। পৃথিবীতে কুদৃষ্টান্ত কুশিক্ষারও ত অভাব নাই। তাদৃশ অবস্থায় নিরাশ অন্ধকারে পড়িয়া চারিদিক কেবল শূন্য দেখি; প্রার্থনায় ব্যাকুলতা থাকে না, কাজেই তাহা করিতেও ইচ্ছা হয় না, করিলেও তাহার উত্তর পাই না; তখন নিয়মিত সাধন ভজনের প্রতি আস্থা ফুরাইয়া যায় এবং পূজা এবং সেবা উভয়ই যেন কঠোর কর্ত্তব্য মনে হয়। যখন এইরূপ ঘটে, তখন হৃদয়কে পুনরায় ভাবপ্রণোদিত এবং সজীব সরস করিবার উপায় কি? জ্ঞান বিচার এবং কর্ম্মপ্রধান যুগে ভক্তিস্রোত প্রবাহিত রাখা বড়ই দুষ্কর।"

তাই মনে হয়, মানুষ যেন অবস্থার একান্ত দাস। অভিমান ক্রোধে উত্তেজিত বিকারগ্রস্ত বিরক্তচিত্ত ব্যক্তিকে কোন ধর্ম্মবন্ধু যদি শান্তি অবলম্বন করিতে বলেন, তাহার নিজেরই কথা যদি তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেন, তথাপি সে তাহার মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারে না; তৎকালে কাহারো সৎ পরামর্শ ভালও লাগে না। ধর্ম্মই হউক, বা অধর্ম্মই হউক, যখন যে প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে তখন অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য সে সমস্ত জীবনের উপর একাধিপত্য স্থাপন করে। রাগ কিম্বা হিংসা লোভ উদ্দীপ্ত হইলে সে সময় তাহাই চরিতার্থ করিতেই ভাল লাগে; ভাল লাগে কেবল তাহা নহে, কর্ত্তব্য বলিয়াও তাহাকে আমরা প্রতিপন্ন করি।

ভগবান। ভক্তি যে পর্য্যন্ত জীবনগত একটী স্বভাবে পরিণত না হয় ততদিন উহা অপরিহার্য্য। সংসারের বিবিধ অবস্থা ও ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সহিত সংঘর্ষণ বশতঃ আত্মা বার বার এইরূপ মলিন ভাবাপন্ন এবং অবসাদগ্রস্ত হয়। ঈদৃশ পরীক্ষার কালে নিজ জীবনের ইতিহাস-মধ্যে আমার বিশেষ বিশেষ কৃপার নিদর্শন সকল মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিতে হইবে। পাপীদিগের পরিবর্ত্তন এবং অনুতাপ-বৃত্তান্ত, সাধু ভক্তের চরিতাখ্যান শ্রবণ অধ্যয়নে সুবহু ফল লাভ হয়। কিন্তু নিজের প্রত্যক্ষ গোচর জীবনেতিহাসের ঘটনারাজী অধিকতর ফলোপধায়ী। অতএব আমার করুণা স্মরণ ভক্তি উদ্দীপনের একটী প্রধান সহায় জানিবে।

জীব। অভিজ্ঞতা পুরাতন হইলে তাহার সরস জীবন্ত ভাব, উজ্জ্বলানুভূতি ঠিক স্মরণে আনা যায় না। যে সময় হৃদয় নীরস মরুভূমি সমান, নৈরাশ্যের অগ্নি বায়ুর সংস্পর্শে প্রীতিপ্রস্রবণ-দ্বার শুষ্ক, তখন গত জীবনের সুখ সৌভাগ্যের অবস্থা স্মরণ করিলে হৃদয় কথঞ্চিৎ সরস সজীব হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা কি ভাব-স্রোতকে পূর্ব্বের মত উন্মুক্ত করা যায়? বর্ত্তমান অবস্থা ভূত ভবিষ্যৎকে ভুলাইয়া দেয়।

ভগবান। নিত্য পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা-তরঙ্গের মধ্যে সত্যাশ্রিত স্থির চরিত্রের জীবনই ভূত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের ভিতর দিয়া উন্নতির দিকে প্রধাবিত হয়, আমার করুণার ঘটনা সকল তাহার অঙ্গীভূত। এই জন্য পুরাতন করুণা নূতন করুণা লাভের অবলম্বন, সাধক-হৃদয়ে তাহা পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়া আশার সঞ্চার করে; কারণ, ইহা বিশ্বাসের প্রমাণ ও আশার উদ্দীপক।

আমি যে দয়াময় ভক্তবৎসল দীনবন্ধু, তোমার গত জীবনের স্তরে স্তরে, প্রতি ছত্রে ছত্রে তাহার শত শত প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি মুদ্রিত নাই? তাহার সাহায্যে ভবিষ্যতে আমার জীবন্ত বিধাতৃত্ব শক্তির আরো সুবহু পরিচয় প্রাপ্ত হইবে। মাতৃগর্ভে জরায়ু শয্যা হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আপনাকে আপনি গভীর ভাবে অনন্য চিত্তে অধ্যয়ন করিয়া দেখ তোমার প্রতি আমার বিশেষ করুণা কত অধিক। অজ্ঞানাবস্থায় যে মধুর দয়া স্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছ তাহার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি তোমার নাই সত্য, তথাপি শিশুপালন কার্য্য যাহা এক্ষণে সচরাচর প্রত্যক্ষ অবলোকন করিতেছ, এক দিন এমন ছিল যখন ঠিক তদ্রূপে তোমাকেও আমি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি। তদনন্তর জ্ঞান বিকাশের পর যাহা নিজ জীবনে তুমি দেখিয়াছ তন্মধ্যে আমার স্নেহের নিদর্শন কতই রহিয়াছে! তাহা কোন কালে বিলুপ্ত হইবার নহে।

সাংসারিক কত কত বিপদ ভয়, রোগ দুঃখ অনাহার হইতে বারম্বার তোমার শরীরকে রক্ষা করিয়াছি। কেবল তাহা নহে; সংশয় অবিশ্বাস, পাপ প্রলোভন কুসংসর্গ হইতে তোমার আত্মাকে বার বার মুক্তির পথে তুলিয়া দিয়াছি। তদনন্তর ধর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিয়াও কত সময় তুমি নিরাশ শুষ্কতা ভক্তনিন্দা সন্দেহ নাস্তিকতার মধ্যে পড়িয়া হতাশ হইয়াছিলে, তদবস্থায় আত্ম-হত্যাকেও সুখের বিষয় মনে করিতে, তাহা হইতে তোমাকে বাঁচাইয়াছি; এবং পুনরায় হতাশ প্রাণে আশা উদ্যম সঞ্চার করিয়াছি। কত সময় এমন ঘটিয়াছে যখন উপাসনা প্রার্থনা ধ্যান চিন্তা সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, ভক্তসঙ্গ কিছুই তোমার ভাল লাগিত না, পুনরায় পাপী দুরাচারদিগের দলে মিশিয়া আমোদ আহ্লাদে ভুলিয়া থাকিবে মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছ, এমন কি, নরকের দ্বার-দেশে গিয়া উপস্থিত হইয়াছ, সেই ঘোরতর সাংঘাতিক অবস্থা হইতেও তোমাকে ফিরাইয়া আনিয়াছি কিনা মনে করিয়া দেখ। আমার বিশেষ কৃপাবলে কেবল পাপ কলঙ্ক মহা বিনাশের গভীর আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছ তাহা নহে, সময়ে সময়ে সজনে নির্জ্জনে আমার পবিত্র সহবাসে বসিয়া সশরীরে স্বর্গসুখও কত সম্ভোগ করিয়াছ। ধর্ম্মে শান্তি নাই, প্রার্থনা উপাসনায় পাপ দূর হয় না, সাধুসঙ্গে কোন ফল ফলে না, ভগবৎ শক্তি কেবল কল্পনা মাত্র, তদপেক্ষা সংসারে জীবন ঢালিয়া দিলে অনেক উপকার আছে, হাতে হাতে

তাহাতে ফল পাওয়া যায়; এইরূপে সত্যেতে অবিশ্বাস, মিথ্যাতে আশা স্থাপন করিয়া কত বার আত্মপ্রবঞ্চিত হইয়াছ। পরে আবার আমার কৃপাপ্রসাদে স্পষ্ট দেখিয়াছ, পার্থিব সুখ সম্ভোগ বিকারী রোগীর জলপানের ন্যায় অতৃপ্তিকর,—ভগবৎ আরাধনা, ধ্যান, হরিনাম কীর্ত্তনেই পরম সন্তোষ। পুনঃ পুনঃ তোমাকে অসত্য হইতে সত্যেতে, অন্ধকার হইতে আলোকে, রোগ শোক মৃত্যু হইতে অমৃতেতে লইয়া গিয়া কত শান্তি আনন্দ সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছ স্মরণ করিয়া দেখ। তদ্ব্যতীত যখন যখন তোমার মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে, এবং পার্থিব এবং দৈহিক সুখ সৌভাগ্য অসার ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন সমান জানিয়া তুমি প্রার্থনা করিয়াছ,—"হে পিতা, তোমার এ সংসার সুখের স্থান বটে, ইহার বিবিধ অবস্থা এবং ঘটনার ভিতর দিয়া তোমার অনেক করুণা স্নেহ ভালবাসার পরিচয় পাইয়াছি; কিন্তু ইহাত দুই দিনের জন্য; এখানে কবে আছি কবে নাই, দেখিতে দেখিতে স্বপ্নের ন্যায় কোথায় সব লয় হইয়া যাইবে; এখন যে সকল পদার্থ এবং ব্যক্তি লইয়া ভুলিয়া রহিয়াছি, এক দিন ইহার কোন চিহ্নই থাকিবে না; তখন আমার দশায় কি ঘটিবে! কোথায় গিয়া কি ধরিয়া আমি দাঁড়াইব! কে আমাকে ভবের পারে লইয়া যাইবে!" বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, ভূত ভবিষ্যৎ, ইহ পরলোক শূন্য দেখিয়া যখন এইরূপ ব্যাকুল হৃদয়ে কাঁদিয়াছ, তখন কি অমর ধামের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দেখাইয়া এবং অনন্ত জীবনের আশা বিশ্বাস সঞ্চার করিয়া তোমার শূন্য জীবনকে আমি পূর্ণ করি নাই?

ভগবদ্বাণী শুনিতে শুনিতে সমাধি-নিহিত মৃত দেহের পুনরুত্থানের ন্যায় জীবের নিদ্রিত স্মরণ শক্তি ক্রমে সব জাগিয়া উঠিল, তাহাতে হৃদয় সরস হইল; ভূতকালের কৃপানিদর্শন বিচিত্র ঘটনা সকল উজ্জ্বল ভাবে বর্ত্তমানের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তৎসঙ্গে দেবকৃপার শত শত আশা অন্তরাকাশে সমুদিত হইয়া তাঁহাকে একবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তখন তিনি ভক্তি কৃতজ্ঞতা-রসে বিহ্বল হইয়া গলদশ্রু লোচনে বলিতে লাগিলেন, "দয়া, দয়া, দয়া; চারিদিকে কেবলই দয়া। আদি মধ্য অন্তে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে, বিশ্বের যাবতীয় শাসন নিয়ম বিধি ব্যবস্থা কৌশলে তোমার করুণা মূর্ত্তিমতী হইয়া রহিয়াছে।" প্রেমময় হরির জীবের প্রতি ভালবাসা কেমন উদার অজস্র সুমিষ্ট

সুকোমল তাহা জাজ্বল্যতররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি ব্রহ্মপদারবিন্দে লুটাইয়া পড়িলেন।

ভক্তিযোগ—একাদশ অধ্যায়।

বাহ্যানুষ্ঠান এবং ব্যবহার লক্ষণ।

ভক্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য বাহ্যিক কোন্ কোন্ অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা তাহা বিদিত হইবার জন্য জীব জিজ্ঞাসু হইলে ভগবান বলিলেন, "ভক্তির প্রধান লক্ষণ আত্মত্যাগ; তদনন্তর কায়মনোবাক্য ব্যবহার সমস্তই তদনুরূপ হওয়া চাই। ব্যাবহারিক জীবনে কোন বিষয়ে যদি কিঞ্চিন্মাত্র অহঙ্কার, জ্ঞান ধর্ম্ম নীতি বিষয়ে আত্মশ্লাঘা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে ভক্তি শুকাইয়া যাইবে।'

জীব। ভক্তির সাধনে, বাহ্যানুষ্ঠানের অনেক আড়ম্বর দেখিতে পাই। ভূমি লুটাইয়া অবনত মস্তকে প্রণিপাত, বদ্ধ কৃতাঞ্জলি করে প্রার্থনা, দীনবেশ ধারণ, পান ভোজন, শয়ন ভ্রমণ, পরিধান বিষয়ে কষ্ট স্বীকার, সুখ বিলাসবর্জ্জন, শরীরের সৌন্দর্য্য বিনাশ, সাধু ভক্তের পদধূলি গ্রহণ, দেবমন্দির, ভক্তের সমাধি স্তম্ভ ইত্যাদিকে নমস্কার; এই সমস্ত বিষয়ে অন্তরের ভাব বাহিরে প্রদর্শন না করিয়া যদি ভিতরে অনাসক্তি বৈরাগ্য দীনতা শ্রদ্ধা বিনয় পোষণ করা যায় তাহাতে ক্ষতি কি? তুমিত অন্তরাত্মা অন্তর্য্যামী, অন্তরেই তোমার নিত্য বাস এবং অন্তরের ভাবই কেবল তুমি দেখ। বাহিরের কার্য্যাড়ম্বরে ব্যস্ত থাকিলে ভাব সম্বন্ধে অনেক সময় বড় কপট ব্যবহার হইয়া পড়ে।

ব্রহ্ম। ভিতরে যদি প্রকৃত ভক্তি ভাব জন্মে, তাহা হইলে এ সকল বাহ্য ব্যবহার স্বাভাবিক, তখন আর বিচার চিন্তা লজ্জা ঘৃণা ভয় থাকে না। অভ্যাস বশতঃ এবং প্রচলিত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কিম্বা লোকরঞ্জনের নিমিত্ত অনেকে বাহিরে ভক্তি ভাব অধিক প্রকাশ করে বটে, কিন্তু তন্মধ্যেও কথঞ্চিৎ সাত্ত্বিকতা থাকে।" তাই লোকে বলে, "সৎ কর্ম্মের নকলও ভাল।" আবার "অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।" এ কথাও প্রচলিত আছে। যাই হউক, বাহিরের এই সকল অনুষ্ঠানের সাহায্যে অন্তরে তদনুরূপ ভাব অন্ততঃ কিছু কিছু সমাগত হয়। 'দেহ আত্মা যেমন একযোগে সমস্ত কার্য্য করে, চিন্তা সঙ্কল্প বাসনা ভাব এবং ইচ্ছার

সহিত বাহিরের কার্য্যানুষ্ঠানের যেমন সম্বন্ধ, আন্তরিক ভক্তির সহিত বাহ্যিক ব্যবহারের তেমনি বিশেষ যোগ দেখিতে পাইবে; বাহ্য কার্য্যে তাহা অনুষ্ঠিত না হইলে অন্তরের সাধু কামনা, পবিত্র সঙ্কল্প দুর্ব্বল নির্জ্জীব হইয়া মনেতেই মিলাইয়া যায়; তাহার শক্তি হৃদয়ে বল বিধান করিতে পারে না। যদিও ইহার বাহ্যাতিশয্য অনিষ্টকর, তথাপি উহা একবারে নিষ্ক্রিয় অব্যক্ত থাকিতে পারে না। ভগবৎ আরাধনা এবং প্রার্থনা কালে মনে মনে যদি তাঁহার পদে প্রণত হও, অথচ যদি তৎসঙ্গে মস্তক অবনত না কর, কখন তৃপ্ত্যনুভব করিতে পারিবে না। দেহধারী মানব যে কিছু কার্য্য করে, দেহ মন আত্মায় এক সঙ্গে মিলিয়া তন্ময় হইয়া তাহা করে। অন্তরে যদি প্রেম ভক্তি বিনয় থাকে তাহা দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, কথার ভাবে ভাষায়, মুখের ভঙ্গী, চক্ষের দৃষ্টিতে অবিকল তাহার প্রকাশ দেখিতে পাইবে। অন্তরে যখন এই সকল ভাবের অভাবও থাকে, তখনও দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, রীতি ব্যবহারে এবং বাক্য ও স্বরের সাহায্যে তাহার পুনরাবির্ভাব হয়। এইজন্য ভক্তিপথাবলম্বী ভদ্রাভদ্র পরিবারে বিনয় নম্রতার বাহ্য ব্যবহার পুরুষপরম্পরা প্রতিষ্ঠিত থাকে। অবশ্য ইহা হইতে আবার কাপট্যও উপস্থিত হয়। ভিতরে ভাব নাই, বাহিরে তাহার প্রদর্শন আছে।

জীব। বৈধী ভক্তির অন্ধানুগামীরা বাহ্য পদার্থবিশেষ কিম্বা নিয়ম বিধির প্রতি এমন অন্ধোৎসাহী এবং আসক্ত হইয়া পড়ে যে তজ্জন্য বিপরীত পথাবলম্বী মনুষ্যকে হত করিতেও লজ্জিত হয় না। কোথায় তাহারা সহসাধক ভক্তগোষ্ঠীকে লইয়া ভগবচ্চরণ-কমলের মধু পানে মত্ত হইবে এবং নরেতে হরির প্রতিরূপ দেখিবে, তাহা না করিয়া কোন বাহ্য নিয়ম বিষয়ে মতভেদ বশতঃ ক্রোধ হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া সহজে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটায়। ইহা হইতে শেষে ঘোরতর অন্ধোৎসাহ আসিয়া পড়ে।

ব্রহ্ম। সেটা বিধি নিয়মের দোষ নহে, নিয়মবাদীর দোষ। ভাবের প্রতি দৃষ্টি থাকে না বলিয়া ঐরূপ ঘটে। শুদ্ধ কেবল বিনয় দীনতা অকিঞ্চনতা বশতঃ অথবা তাহা উপার্জ্জনের জন্য যদি অবনত মস্তক এবং কৃতাঞ্জলি না কর, তাহা হইলে কেবল বাহ্যানুষ্ঠান দ্বারা ছায়া বাজী পুতুলের ন্যায় অবস্থা হইবে। তাদৃশ অনুষ্ঠানে সহস্র বৎসরেও ভাব ভক্তি লাভের আশা নাই। ধর্ম্মবন্ধু, ভক্ত সাধু গুরুজনের পদানত হইয়া যখন প্রণিপাত বা তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিবে তখন

তাঁহাদের দেহমন্দিরবাসী আত্মাকে আত্মস্থ করিয়া লইবে ; উভয়ের মধ্যে আমি পরমাত্মা স্থিতি করিতেছি তাহা যেন স্মরণে থাকে। আর যখন আমার বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করিয়া আমাকে প্রণাম করিবে, তখন এইরূপ ভাবিও যে তুমি একটী বারিপূর্ণ ঘট স্বরূপ, তোমার দেহঘটে জীবাত্মার বাস, তাহাকে মহাসমুদ্রমধ্যে ঢালিয়া দিবার জন্য তুমি মস্তক নত করিতেছ। এরূপ ভাবে প্রণাম করিলে আমাতে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করা হয়। দেহ তখন তোমার কেমন সহায় তাহা বুঝিতে পারিবে। প্রণাম ভক্তির একটী শ্রেষ্ঠতর সাধন। মানবদেহে নরহরিরূপে আমাকে দেখিয়া নর নারীকে প্রণাম করিবে। নদ নদী পর্ব্বত সমুদ্র কানন, চন্দ্র সূর্য্য মেঘ বজ্র বিদ্যুৎ, বায়ু বৃষ্টি অগ্নি, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সমস্তই আমার বাহ্য বিভূতি, তন্মধ্যে আমি থাকি, সুতরাং তাহারা সকলেই ভক্তের প্রণম্য। আমি অন্তর্য্যামী, তোমার মনের ভাবাভাব সকল অবগত আছি, বাহ্য প্রকাশে তাহার কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, আমাকে দেখাইবার কি বুঝাইবার জন্য তোমার অন্তরের ভাব বাহিরে প্রকাশ করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, এ কথা সত্য ; কিন্তু তোমার ভাবকে ঘনীভূত, সমুজ্জ্বল এবং জীবনগত করিবার পক্ষে এরূপ বাহ্য প্রকাশের বিশেষ ফলবত্তা আছে। কেবল এই বিষয়ে সাবধান হইবে, যেন ভিতর অপেক্ষা বাহিরে আড়ম্বর অধিক না হয়। এবং জড়কে চেতন, অনাত্মকে আত্মবান্ বলিয়া ভ্রম না জন্মে। বিনয় ব্যাকুলতা ভক্তি কৃতজ্ঞতার বিকাশ এবং তাহা উপার্জ্জনের জন্য যখন যে বাহ্যালম্বনের আবশ্যকতা অনুভূত হইবে তখন তদনুরূপ বাহিরে আচরণ করিবে। তজ্জন্য লোকভয়ে ভীত কিম্বা লজ্জিত হইও না।"

জীব শ্রদ্ধা সহকারে এই সকল মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "সত্য সত্যই শরীরাদি ইন্দ্রিয় এবং সমস্ত বাহ্য জগৎ ভগবদ্ভক্তি সাধনের সহায়। শব্দ, বস্তু এবং কার্য্যের অবলম্বন ভিন্ন ভাব রাখা যায় না, এবং তাহাকে আয়ত্ত করাও কঠিন। আমি নিষ্ঠা অনুরাগের সহিত জপ তপের আশ্রয় লইব এবং তাহার সাহায্যে চিত্তকে সংযত করিয়া ভাব ভক্তিকে ঘনীভূত করিব। সমস্ত বিশ্ব আমার প্রণম্য। কারণ, তুমি বিশ্বাত্মা। জড়, জীব বৃক্ষ লতা, সাধু ভক্ত নর নারী বালক বালিকা সকলকে আমি প্রণাম করি।" এই বলিয়া তিনি মস্তক অবনত করিলেন।

অতঃপর ভগবান সচ্চিদানন্দ শ্রীহরি ভক্তিপথাবলম্বীর ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ

বিশেষ লক্ষণের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "সাত্ত্বিক বেশ ভূষা, পান ভোজন, বিনম্র বচন, আচার্য্য গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি, সদাচার সুরুচি লজ্জা নিরহঙ্কার, ভক্তপরিচর্য্যা, বিলাসবর্জ্জন, দীনসেবা সঙ্কীর্ত্তন, এবং ভক্তি শাস্ত্র শ্রবণে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা, ইতর প্রাণীর প্রতি দয়া ইত্যাদি বিষয়ে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিবে। (১) পাণ্ডিত্য প্রদর্শন জন্য কদাপি জ্ঞানগর্ব্ব প্রকাশ বা তর্ক করিবে না। (২) আচার্য্য পদের উচ্চ আসনের জন্য প্রয়াসী হইবে না। (৩) দেহকে শুদ্ধ ও অবিকৃত রাখিবে। (৪) গুরুজনের কোন ব্যবহার্য্য সামগ্রী ব্যবহার করিবে না। (৫) নিজমুখে নিজের কোন গুণ গাইবে না। (৬) অন্যে যদি তোমার সাধুতা বা সদ্‌গুণ ক্ষমতার প্রশংসা করে, সলজ্জ ভাবে তাহা শুনিয়া তন্মধ্যে কেবল সত্যের গৌরব দেখিবে। (৭) কেহ পদ স্পর্শ করিলে যোগে আত্মবিস্মৃত হইয়া আমাতে চিত্ত সমাধান করিবে এবং প্রণত আত্মার সহিত একাত্মা হইয়া আমার সহিত মিশিয়া যাইবে। (৮) যাবতীয় পার্থিব প্রভুত্ব কর্তৃত্ব শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহত্ত্বকে মান্য করিবে। (৯) বহুভাষী হইয়া গ্রাম্য কথা কহিবে না এবং শুনিবে না। (১০) মুদ্রা দোষ পরিহার করিবে। (১১) সর্ব্বদা স্বভাবের সরল পথে থাকিবে। (১২) বিশেষ ব্রত সাধন কালেও কোনরূপ অভদ্রোচিত বিকৃত মূর্ত্তি বা উদ্ভট বেশ ভূষা ধারণ এবং মর্কট বৈরাগ্যের আচরণ করিবে না।"

ভক্তিযোগ—দ্বাদশ অধ্যায়।

সেব্যসেবক সম্বন্ধ।

শ্রীজীব ক্ষণকাল গভীর ধ্যান চিন্তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, যখন আমি তোমার ধ্যান চিন্তা করি, তখন আনন্দ-পুলকে আমাকে আমি একেবারে যেন ভুলিয়া যাই ; তখন চক্ষু খুলিয়া হস্ত পদ সঞ্চালন করিতে ইচ্ছা হয় না। ঈদৃশ অবস্থায় কে কাহার সেবা করিবে ? আর কি দিয়াই বা তোমার সেবা আমি করিব ? তুমি যদি একটী দেহধারী মনুষ্যের মত হইতে, তাহা হইলে আদর যত্ন সেবা পরিচর্য্যা করিয়া সুখী হইতাম। এই অনন্ত মহাসমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কি হইবে ?"

ব্রহ্ম। আমার লীলাক্ষেত্রে বিধাতৃত্ব শক্তির যে বিচিত্র বিকাশ আছে,

যাহার ভিতর দিয়া আমি আর্ত্ত দীন দরিদ্র, পরিচারক ভৃত্য, গুরু পিতা মাতা সন্তান সখা রাজা এবং প্রভুরূপে প্রতি ঘটে বিহার করিতেছি, সেই সেই স্থলে ভক্তের বাহ্য সেবা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়। তদবলম্বনে আমারই প্রদত্ত সামগ্রী আমাকে উপহার দিয়া তোমার হৃদয়বৃত্তিকে তুমি বিকসিত করিবে।

জীব। এ যেন নিতান্তই লীলা খেলা! তোমার ধন তোমাকে দেওয়া, সমুদ্রের বাষ্প হইয়া আবার যেমন সমুদ্রে জল ঢালা!

ব্রহ্ম। তা বই আর কি। আমি যেমন বিশ্বসেবক, তেমনি আমার সহকারী হইয়া তোমরা জীবসেবা করিবে; তদ্ভিন্ন আমার লীলা সাধন হইবে না, তোমাদেরও ভক্তি বাড়িবে না। স্নেহময়ী পুত্রবৎসলা মাতা কি স্বীয় গর্ভজাত সন্তানগণের নিকট কখন কিছু প্রত্যাশা করে? সন্তানের যদি বিপুল সম্পদ থাকে, তথাপি মাতৃ স্বভাব তাহার নিকট প্রত্যুপকারের কোন আকাঙ্ক্ষা রাখে না। কিন্তু মাতৃভক্ত পুত্র কন্যা যদি আদরপূর্ব্বক ভক্তির সহিত জননীকে কোন বস্তু উপহার দেয়, তাহাতে মায়ের প্রাণে আহ্লাদ ধরে না। "আমার ছেলে মেয়ে আমাকে এই সামগ্রী দিয়াছে" ইহা ভাবিয়াই তাঁহার কত আনন্দ! তাও কি তিনি নিজে ভোগ করেন? হয়তো সময়ান্তরে পুনরায় সেই উপাদেয় সামগ্রী আবার পুত্র কন্যা কিম্বা তাহাদের প্রিয় সন্তান সন্ততিকে দিয়া সুখী হন। আমার সঙ্গে আমার অনুগত ভক্তের এইরূপ সম্বন্ধ জানিবে।

জীব। প্রেমার্দ্র হৃদয়ে গদ্‌গদ ভাবে বলিলেন, "ইহার তুল্য নিঃস্বার্থ সুমিষ্ট ব্যবহার আর কিছু নাই। তোমার লীলা-চাতুরী বড় সুন্দর, ইহা ভাবিলে তোমাকে পিতা মাতা বন্ধু অপেক্ষাও পরমাত্মীয় জ্ঞান হয়। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সন্তানের অনুরোধে তাহার তৃপ্তির জন্য প্রেমিক পিতা এবং স্নেহময়ী মাতা তদীয় প্রদত্ত কোন উপহার যেমন গ্রহণ করেন, তুমি কি তেমনি ভক্তদাসের সেবা গ্রহণ করিতে পার না? যদি পার, তবে তাহা কি ভাবে? তুমি যে কাঙ্গালের সেবা গ্রহণ করিলে তাহা আমি বুঝিব কি প্রকারে?

ব্রহ্ম। জনহিতকর সৎকর্ম্মজনিত আত্মপ্রসাদ তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিবে। মানবীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা আরো বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতেছি, অবধারণ কর। প্রাচীন পিতা মাতা কিম্বা ঠাকুরমা দিদিমা তাঁহাদের কৃতী সুযোগ্য পুত্র পৌত্র, দৌহিত্রগণকে যদি দেখেন যে তাহারা আপনাদের অকৃতী দরিদ্র

অসহায় ভাই ভগিনী বা ভ্রাতুষ্পুত্র ভাগিনেয়দিগকে যথোপযুক্ত সাহায্য বিধান করিতেছে, ভালবাসিতেছে, তখন কেমন তাঁহাদের চিত্ত প্রসন্ন হয়! নিজেরা তাঁহারা কোন আশা প্রত্যাশা রাখেন না, কিন্তু বংশের অক্ষম অসহায় দূর-সম্পর্কীয় বা নিকটস্থ প্রিয়তম দুর্ব্বল কনিষ্ঠেরা উপার্জ্জনক্ষম জ্যেষ্ঠদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে, ইহা তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর আনন্দের বিষয়। আত্মীয় বা দুঃখীজনের ক্ষুধা নিবৃত্তি এবং অভাব মোচনে তাঁহারা পরম পরিতোষ লাভ করেন। যেন নিজেরাই তাহা ভোগ করিলেন এমনি জ্ঞান হয়। বা তদপেক্ষা অধিক। আমিও সেই ভাবে ভক্তের সেবা গ্রহণ করিয়া থাকি। যে শ্রান্তকে শয্যা, রোগীকে ঔষধ, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দেয় সে আমাকেই ঐ সব অর্পণ করে।

জীব। তুমি তোমার প্রিয় জনের সুখে সুখী হও, কিন্তু আমার তাহাতে তৃপ্তি হইবে কিরূপে? তুমি নিজে যদি আমার সেবা লও, তাহা হইলে আমার সুখ হয়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া তোমার আত্মীয় পরিবার, আমি একা গরীব মানুষ কত লোকের সেবা করিয়া বেড়াইব? যাঁহাকে আমি প্রাণের সহিত ভাল-বাসি, যাঁহার নিকট প্রচুর দয়ার ঋণে চিরকৃতজ্ঞ আছি, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার সেবাই আমার ভাল লাগে।

ব্রহ্ম। ইহা তোমার মানবীয় সঙ্কীর্ণ প্রেমের কথা, ইহার ভিতর দৈহিক বিকার এবং নিকৃষ্ট স্বার্থগন্ধ আছে। আমাকে সেবায় সন্তুষ্ট করিতে পারে কে? আমার অনুমোদিত প্রিয় কার্য্য যে করে সেই ব্যক্তির সেবা মানব-পরি-বারের ভিতর দিয়া পরিণামে আমারই নিকট আসিয়া উপনীত হয়। এই অখণ্ড বিশ্বপরিবারে পৃথগন্নের কোন ব্যবস্থা নাই। সুতরাং আমার যে প্রকৃত ভক্ত সে সমস্ত মানবের সহিত এবং আমার সহিত অভেদাঙ্গ।

জীব। তবে কেবল ভাব চরিতার্থ মাত্রই ভক্তির লক্ষণ নহে, ইহাতে ত্যাগ-স্বীকার, পরসেবার পরিশ্রম অনেক আবশ্যক দেখিতেছি।

শ্রীজীবের ভ্রান্তি অপনয়নের জন্য অন্তরাত্মা হরি বলিলেন, "তদ্ভিন্ন কল্পনায় কি ভাব চরিতার্থ হয়? যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার পরিচর্য্যার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকে; কেমনে প্রিয় জনের সেবা করিয়া সে সুখী হইবে এই কেবল তাহার কামনা। এই সেবার ভিতর বহুবিধ ভাব নিহিত আছে। যাহার হৃদয়ে প্রকৃত ভক্তিভাব সঞ্চারিত হইয়াছে এইরূপ জনসেবা দ্বারা

সে তাহার উৎকর্ষ এবং চরিতার্থতা সম্পাদন করে; ইহাতে ভক্তি যে একটী সাময়িক আবেগ মাত্র নহে, কিন্তু চরিত্রগত একটী স্থায়ী সাত্ত্বিক গুণ, তাহার বাস্তবিকতা জানা যায়। যে পরিমাণে প্রাণগত যত্নে তুমি আমার সেবা করিবে সেই পরিমাণে তোমার ভক্তি গাঢ়তর হইবে। কিন্তু কিরূপে আমার সেবা করিতে হয়, তাহা কি জান?" . . .

"বলিতেছি শ্রবণ কর। আমার রক্ত মাংস কিম্বা কাষ্ঠ প্রস্তর-নির্ম্মিত কোন শরীর নাই; সুতরাং পানীয় ভোজ্য, পুষ্প চন্দনাদি গন্ধ দ্রব্য, কিম্বা বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা, কিম্বা মৌখিক প্রশংসা বচনে যে আমার সেবা করিবে, তাহার সম্ভাবনা কোথা? গীত বাদ্য শুনাইয়া, নৃত্য করিয়া এবং সাজ সজ্জা আলোকমালা দেখাইয়া আমার শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধান করিবে তাহাও সম্ভব নহে। বহুল অর্থ ব্যয়ে, সুবহু পরিশ্রম যত্নে রাজসিক এবং তামসিক অনুষ্ঠান দ্বারা এ ভাবে কোন কালে আমাকে কেহ সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। ইহা প্রকৃত ভক্তি ভালবাসার পরিচয় নহে; বরং অনেক স্থলে কেবল মাত্র আত্মাভিমানের পরিচায়ক এবং লোকরঞ্জন। আমার ভক্তেরা আন্তরিক ভক্তিসংস্কার প্রভাবে সহজে বুঝিতে পারে কি আমি ভালবাসি এবং কিরূপ সেবা আমি চাই। তাহা বুঝিয়া আমার প্রীত্যর্থে তাহারা নিষ্কাম অন্তরে প্রেমার্দ্র হৃদয়ে জীবের সেবায় প্রচুর অর্থ সামর্থ্য, জীবনসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করে; এবং আমার সন্তানদিগকে পানীয় ভোজ্য গন্ধ মাল্য উপাদেয় ভোজ্য সামগ্রী, অভাবোপযোগী অর্থ বস্ত্রালঙ্কার এবং তত্ত্বোপদেশ দিয়া, ভক্তির কথা এবং সঙ্গীত শুনাইয়া সুখী হয়। জীবসেবাই আমার সেবা জানিবে। আমি প্রতি নর নারীর দেহে এবং আত্মাতে বর্ত্তমান, তাহা বিশ্বাস করিয়া আমার উদ্দেশে শ্রদ্ধার সহিত জীবসেবা কর, তাহাতে তোমার হৃদয় কৃতার্থ হইবে।"

"কেবল জ্ঞানমার্গে ভ্রমণ করিলে ঈদৃশ সেবা অর্থশূন্য কিম্বা ভাবুকতা মনে হইতে পারে। এই জন্য অনেকানেক বিচারনিপুণ জ্ঞানী ভক্তিকে হৃদয়-বিকার কিম্বা কবিত্ব কল্পনা বলিয়া উপেক্ষা করেন। তাঁহাদের বুদ্ধির বিচারে ইহা মদ্যপের সাময়িক মত্ততা, প্রেমান্ধের ব্যাকুলতা; কারণ, উহা আয়ত্তাধীন নয়, স্থায়ীও নয়, আপনি আসে আপনি চলিয়া যায়। সুরাপায়ী মত্ততার

অবস্থায় কত কি বলে, কত রমণীয় দৃশ্য দেখে, ভাবে প্রেমে বিগলিত হইয়া কত হাসে, কাঁদে, নাচে, গান করে; ধন সম্পদ বিলাইয়া দেয়; কিন্তু মত্ততার অবসানে তাহারা মৃতবৎ নির্জ্জীব অবসন্ন হইয়া পড়ে। তখন কি করিয়াছিল, কি বলিয়াছিল সমস্ত ভুলিয়া যায়। এইজন্য সে অবস্থাকে জ্ঞানীরা বিকারের অবস্থা বলেন; উহা স্বভাবের অন্তরঙ্গ নহে, বহিরঙ্গ একটী অস্থায়ী অবস্থা মাত্র, এই তাঁহাদের ধারণা। কিন্তু এটী তাঁহাদের ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। যে ভাবের উত্তেজনায় লোক পরসেবায় আত্মবিসর্জ্জন করে, তাহা যদি বিকার হয়, তাহা হইলে মনুষ্যত্ব কাহাকে বলিবে? যে স্থলে ফলাফলবাদী বিচারপ্রিয় জ্ঞানী পণ্ডিত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অক্ষম হইয়া কিম্বা কর্ত্তব্য বুঝিয়াও স্বার্থের গণ্ডী-মধ্যে জীবন শেষ করিবেন, ভক্ত সেখানে আমার প্রিয় কার্য্য সাধনজন্য আত্ম-বলিদান দিবেন। তাঁহার নিরাকাঙ্ক্ষ নিস্পৃহ চরিত্র, নিষ্কাম কর্ত্তব্য যে মাদক-সেবীর ক্ষণিক মত্ততার ফল স্বরূপ নহে, চিরসেবাব্রত সাধনই তাহার প্রমাণ। এইজন্য তোমাকে বিশেষরূপে কহিতেছি, সেবাই ভক্তির প্রাণ। মানবীয় ব্যবহার ইহার ভিতর আছে মনে করিয়া সত্যের প্রতি সন্দিহান হইও না; লৌকিক সম্বন্ধের মূলেও আমি আছি জানিবে।"

"সেবক ভক্তের সঙ্গে আমার যে বিচিত্র লীলা খেলা, রস রঙ্গ, আমোদ বিহার তাহা বুদ্ধি বিচারের অগম্য। এক দিকে দেখিতে গেলে সবই ফাঁকি, ভোজবাজী বিশেষ; অন্য দিকে আবার তাহার মধ্যেই আমার সঙ্গে ভক্তের আলাপ পরিচয়, জানা শুনা এবং নানা রসের লীলা খেলা হয়। সেবকেরাই আমার সখা এবং সহকারী সহযোগী, আমার বিশ্বলীলার তাহারা সহায় এবং বন্ধু। সংসার-বৃন্দাবনে আমি তাহাদিগের সহিত লীলা খেলা করিব বলিয়া তাহাদিগকে আত্ম-স্বরূপে সমুৎপন্ন করিয়াছি।"

ভক্তিযোগ—ত্রয়োদশ অধ্যায়।

জীবে প্রেম, নামে ভক্তি।

ভগবানের মুখে ভক্তি লীলার নিগূঢ় কথা শ্রবণ করিয়া জীব বলিলেন, "ভাবরস চরিতার্থের জন্য মানব স্বভাবে যে একটী নৈসর্গিক পিপাসা আছে

এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গীন চরিতার্থতা যে অতীব সুখকর আনন্দময় অবস্থা তাহা আমি অগ্রে যদিও স্বীকার করিতাম, কিন্তু ইহার তত্ত্ব বুঝিতে পারিতাম না। এই মাত্র মনে হইত, ইহা একটী বেশ প্রীতিকর আমোদ বটে। তাই ভাবুক ভক্তদল নাম গানে মত্ত হইয়া নৃত্য করে, হাসে, কাঁদে এবং তোমার সহিত সখ্য প্রেমে মিলিত হয়। বাস্তবিক ভক্তদলের মিলন, তাঁহাদের পারস্পরিক সেবা পরিচর্য্যা, বন্ধুতা, হাস্য কৌতুক, প্রমুক্ত ব্যবহার স্বর্গের প্রতিচ্ছায়া। যখন তাঁহারা হৃদয়ে হৃদয়ে, প্রাণে প্রাণে এক হইয়া তোমার নাম গান এবং আজ্ঞা পালন করেন, আপনাকে ভুলিয়া পরের সুখে সুখী হন, সহসাধকদিগকে আপনার অপেক্ষাও ভালবাসেন, তৎকালে তোমার আবির্ভাব তন্মধ্যে স্পষ্ট দেখা যায়। ভক্ত-জীবনের আসঙ্গলিপ্সা অতীব আশ্চর্য্য। কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা এবং সাধনে এরূপ আহ্লাদ আমোদ মত্ততাও নাই, সহৃদয়তা বন্ধুতাও নাই; সব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, একের সহিত অপরের মিশ খায় না। এই জন্য প্রেম ভক্তি সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপারকে কেবল একটী স্বতন্ত্র বিষয় মনে করিতাম। কিন্তু ইহা যে সারত্ববিহীন ভাবোদ্গম মাত্র নহে, কর্ত্তব্যপরায়ণ ভক্ত-বৃন্দের সঙ্গপ্রিয়তা ও সেবাব্রত নিষ্ঠায় তাহা বাস্তবিক প্রমাণিত হয় এখন বুঝিতে পারিলাম। সাধকের মস্তকে সেবার দায়িত্ব ভার চাপাইয়া তুমি ফাঁকি দিবার পথ বন্ধ করিয়াছ। কেবল বুদ্ধিগত যুক্তিযুক্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান, মুখের দুইটী মিষ্ট মিষ্ট কথায়; চক্ষের একটু জল ফেলিয়া কিম্বা একটু নাচিয়া গাইয়া হাসিয়া কাঁদিয়া কেহ যে ভক্ত পদবীতে সহজে আরোহণ করিবেন সে পথ তুমি রাখ নাই। খাটি চরিত্র এবং নিষ্কাম পরসেবাই ভক্তজীবনের প্রকৃত লক্ষণ। আচ্ছা, এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, জীবে প্রেম অর্থ কি? যাহাদের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক এবং যাহারা পরিচিত আত্মীয় বন্ধু তাহাদের প্রতি, না সর্ব্ব-সাধারণের প্রতি প্রেম করিতে হইবে?"

ব্রহ্ম। জ্ঞানে বিশ্বাসে এবং আত্মীয়তা ভ্রাতৃত্বে সমস্ত বিশ্বই তোমার প্রেমের আস্পদ এবং সেব্য। অবশ্য কার্য্যতঃ তাহার সীমা আছে, যেহেতু মনুষ্য মাত্রেই সীমাবিশিষ্ট; কিন্তু হৃদয়ে সকলের জন্য দয়া স্নেহ ভালবাসা সহানুভূতি চির জাগ্রত থাকিবে, ব্যবহার অনুষ্ঠানের পরিমাণ কেবল তাহার ক্ষমতার ভিতর আবদ্ধ। তথাপি সাধ্যমত চেষ্টাকেই কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি জানিও। "ঈশ্বরের প্রতি প্রেম,

এবং মানবের প্রতি প্রেম” ধর্ম্মের এই দুইটী মূল সত্য; জীবে প্রেম আর নাম সাধনে তাহা পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিচিত্র প্রকৃতির মানব পরিবারের কাহার সহিত কি ভাবে চলিলে, কিরূপ ব্যবহার করিলে প্রেম রাখা যায় তাহা ভাবিয়া জীব নিতান্ত আকুল হইলেন। তিনি বলিলেন, “ঠাকুর, সেবা পরিচর্য্যা, উপকার সাহায্য যদি প্রেমের নিদর্শন হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ প্রতি জনের সম্বন্ধে তাহার পরিমাণ স্থির রাখা সাধ্যাতীত। দ্বিতীয়তঃ কে কি ভাবে কত টুকু সেবা চায় এবং কত পরিমাণে তাহা সম্ভব তাহা বুঝা কঠিন। তদ্ব্যতীত কোন মনুষ্যকে কিম্বা সকলকে সমভাবে চিরদিন কেহ কখন সন্তুষ্ট করিতে পারে না, ইহা চির প্রসিদ্ধ কথা।”

ব্রহ্ম। প্রেম করা আর সন্তুষ্ট করা এক নহে। এই জন্য যিনি বিশ্ববন্ধু তাঁহার প্রতিও ক্রোধান্ধ হইয়া লোকে তাঁহাকে হত্যা করে। বাহ্য কার্য্যের পরিমাণ ধরিয়া প্রেমের বিচার চলে না। পরের জন্য, দেশের জন্য প্রেমিকের হৃদয়ে কি ব্যাকুলতা আগ্রহ এবং সাধু কামনা ও প্রার্থনার উদয় হয় তাহা কেবল আমিই জানি, অন্যে তাহা জানিতে পারে না।

জীব। তবে প্রেম কি কেবল অন্তরে, বাহিরে নয়? তাহা যদি হয়, তাহা হইলে আমিত ঘরে বসিয়া বিনা পরিশ্রমে জগৎ শুদ্ধ লোককে ভালবাসিতে পারি। তবে আবার সেবার জন্য তুমি এত পীড়াপীড়ি কেন কর? ভিতরের ভাবই আসল জিনিষ, কাজতো কুলি মজুর এবং কলের দ্বারাও সম্পন্ন হয়।

ব্রহ্ম। ভাব এবং কার্য্য দুই অচ্ছেদ্য;—যদিও বাহিরে সমগ্ররূপে তাহা প্রকাশ পায় না। প্রেমের বাহ্য লক্ষণ বহু প্রকার আছে; কেহ সেজন্য সর্ব্বস্ব দিয়া পথের ভিখারী হয়, কেহ শরীরের বিন্দু বিন্দু রক্ত দান করে, কেহ দিবানিশি দুঃখ ও চিন্তানলে দগ্ধ হইতে থাকে, কেহ হাহাকার রবে কাঁদে, বক্ষে করাঘাত হানে, কেহবা নীরবে গোপনে চক্ষের জল ফেলে; কিন্তু ইহাতেও তাহার ভিতরের সমগ্র ভাব প্রকাশ পায় না। সাধারণ মানবগণ প্রেমের ব্যক্ত অংশ মাত্র দেখে, কিন্তু আমি অব্যক্ত প্রেমের গভীরতার সহিত ব্যক্ত প্রেমের প্রকট সৌন্দর্য্য মাধুরী দর্শন করি। এমন প্রেম আছে যাহা সকল স্থলে কাজে কুলাইয়া উঠে না, অর্থাৎ তাহা অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয়। দুর্ব্বল, আংশিক, ফলাফলদর্শী, কাল্পনিক, স্নায়বীয় প্রেমও কাজে কুলায় না বটে, কারণ, জলবিম্ববৎ তাহা ক্ষণস্থায়ী; এত বল তাহাতে

নাই যে কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ তদ্দ্বারা ত্যাগস্বীকারের সহিত কার্য্যক্ষম হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রেম অনেক সময় অব্যক্ত হইলেও তাহা নিশ্চেষ্ট নিষ্ফল কদাপি নহে; তাহাতে কোন প্রকার ফাঁকির যুক্তি চলে না। আলস্য, উপেক্ষা, শৈথিল্য, কুযুক্তি, কুবিচার, ঔদাসীন্য, ঘৃণা, বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতার লেশ মাত্র প্রেম সহ্য করিতে পারে না। . . .

জীব। ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে, অবস্থা বিশেষে কিরূপ ব্যবহার আচরণ করিব তাহা যে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। জীবে প্রেম ভক্তির এক প্রধান লক্ষণ, অথচ প্রেমের বাহ্য ব্যবহার বিচিত্র, এবং অনেক সময় তাহা অব্যক্ত; এরূপ অবস্থায় ঠিক ভাব অন্তরে রাখা যাইবে কিরূপে?

ব্রহ্ম। তাহার উপায় আছে। আমার প্রতি যদি ভক্তি ঠিক থাকে, জীবের প্রতি প্রেম অবিকৃত অবস্থায় থাকিবেই; এবং তাহা যথাযোগ্য পাত্রে কার্য্যতঃ যথা পরিমাণে সমর্পিত হইবে।

জীব। তোমার প্রতি ভক্তিত সব সময়েই আছে দেখিতে পাই। নামে ভক্তি রাখা ত কঠিন কিছু বোধ হয় না। যখনই তোমার নাম গান করি তখনি প্রাণ পুলকিত হয়। তুমিত সর্ব্বদাই প্রসন্ন। জীবের সহিত মিলাইয়া চলাই বড় কঠিন। মানুষেরা যদি তোমার মত ভাল হইত, তাহা হইলে জীবে প্রেম সাধন অনায়াসে সিদ্ধি লাভ করিত। এ সমস্যা তবে এখন কিরূপে পূর্ণ হইবে? তোমাকে ভক্তি করিতে পারিলে জীবকে প্রেম করা যায় যে বলিলে, তাহাত কৈ দেখিতে পাইতেছি না! তোমাকে ভাবিলে,—ডাকিলে; তোমার কাছে বসিলে,—গুণের কথা স্মরণ করিলে, তৎক্ষণাৎ প্রাণ শীতল হয়, হৃদয় তৃপ্তি লাভ করে। ইহাতেই বেশ বিশ্বাস হয়, তোমার প্রতি আমার ভক্তির কোন ত্রুটী নাই। তথাপি জীবে প্রেম কেন হয় না?

প্রেমময় হরি প্রসন্ন বদনে, মধুর বচনে বলিলেন, "হে আমার প্রিয় ভক্ত, ঠিক তোমার মনে যাহা হয় তাহাই সরল ভাবে তুমি ব্যক্ত করিলে, ভালই করিলে। অনেকেই আমার উদার প্রেম, অনন্ত ক্ষমাগুণে নাম গান করিয়া সহজে প্রীত হয়, কিন্তু তন্মধ্যে আত্মপ্রবঞ্চনা কত দূর আছে না আছে তাহা বুঝিতে পারে না। নামে ভক্তি কেবল আমাকে লইয়া, সুতরাং এখানে তোমাদের কোন কষ্টই পাইতে হয় না। আমার নিকট দৈন্য এবং পাপ স্বীকারে কোন

অবমাননা নাই, বরং তাহাতে ধার্ম্মিকতা সাধুতার সম্ভ্রম বৃদ্ধি পায়। আমি বিরক্ত হইয়া, তিরস্কার করিয়া কখন কাহাকেও ফিরাইয়াও দিই না; শত সহস্র বার পাপ অপরাধ করিয়াও লোকে পুনঃ পুনঃ আমার আশীর্ব্বাদ প্রসন্নতা পাইতেছে। অধিক কি, আমাকে ছাড়িলেও আমি তাহাকে কখন ছাড়ি না, মহাঘোর নরক হইতে তাহাকে কোলে করিয়া তুলিয়া আনি। সুতরাং আমার কাছে সকলেই আসিতে চায়, এবং সহজে শান্তি আনন্দ পায়।"

"কিন্তু তাহার সঙ্গে ইহা কি জান না যে, আমি আবদেরে দুষ্ট এবং আদুরে ছেলের অভিমান-প্রসূত ভক্তি ভালবাসাকে প্রশ্রয় দান করি না? ভাই ভগ্নীকে প্রহার করিয়া আমার নিকটে আসিয়া যে অভিমান বা সোহাগের কান্না কাঁদে এবং আদর প্রত্যাশা করে তাহার আন্তরিক ভয়ই তাহাকে দণ্ড দেয়। ভ্রাতৃগণের সহিত পুনর্ম্মিলিত না হইলে আমার সহিত ভাবে ভাবে কেহ মিশিতে পারে না, অধ্যাত্ম জগতের ইহা অলঙ্ঘ্য নিয়ম। বৈজ্ঞানিক প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়া এবং শুনাইয়া তদ্বিষয়ক কার্য্যে উদাসীন থাকিলে. হৃদয় শুকাইয়া যায়।"

"মনুষ্য মাত্রেই দুর্ব্বল অল্পজ্ঞ তাহা আমি জানি। সে প্রতিজনকে সেবায় সন্তুষ্ট করতে পারে এমন ক্ষমতা তাহার নাই, তাহাও জানি। তথাপি জীবে প্রেম ভক্তিপথে অপরিহার্য্য। সে প্রেম যদিও সাধ্যমত ব্যাহ্যানুষ্ঠানে পরিণত করিতে হইবে, তথাপি তাহা কেবল বিশেষ বিশেষ বাহ্য ব্যবহার নহে; উহা স্বভাবের একটী চিরস্থায়ী সার্ব্বভৌমিক লক্ষণ, উদার নির্ব্বিকার হৃদয়ে দেশ কাল পাত্রনির্ব্বিশেষে সে ভাব প্রতি জনকে পরিপোষণ করিতে হইবে। তাহার আবির্ভাব তিরোভাব কেবল আমার প্রেমচক্ষুর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রকাশিত। চক্ষুলজ্জা কাহাকে বলে আমার প্রেমিক ভক্ত তাহা জানে। এই সূক্ষ্ম জ্ঞানে, ভাবের ঘরে তাহার বিচার।"

"হে আমার সুবোধ ভক্ত, প্রিয় শ্রীজীব, তুমি জীবে প্রেম সাধনের অগ্রে উহার কাঠিন্য অবগত হও। যে তোমার মান সম্ভ্রম, সুখ ঐশ্বর্য্য, পদমর্য্যাদার ভাগীদার, হিংসাকারী এবং স্বার্থসিদ্ধির প্রতিদ্বন্দ্বী; যে তোমার দোষ ধরে,—নিন্দা করে,—দুর্ব্বল ব্যথিত অঙ্গে হাত দেয়, এবং তৎসঙ্গে আবার কিছু কিছু ভালও বাসে; এবং যে তোমার দুঃখে সুখী এবং সুখে দুঃখী; অথবা যে

তোমাকে কেবলই নিন্দা করে, কটু কথা বলে, বিপাকে ফেলে; অথবা যে ব্যক্তি তোমার মিত্র এবং শত্রু,—শোক দুঃখে সান্ত্বনা দেয় এবং সুখ সৌভাগ্যের সময় হিংসা করে; সাধন ভজনের সঙ্গী সহচর হইয়া যে তোমাকে স্বর্গের পথ দেখাইয়া আবার অন্য সময় নরকের দিকে ঠেলিয়া দেয়; তাহারই প্রতি,—ঈদৃশ চির শত্রু এবং প্রেমঘৃণাবিমিশ্র বহুরূপী বিচিত্র স্বভাব জীবের প্রতি তোমাকে প্রেম সাধন করিতে হইবে। কত সময় যাহার মুখ দেখিতে ইচ্ছা হয় না,—যাহার মৃত্যু প্রার্থনীয়,—যাহার কথা শুনিলে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়; এমন সকলের প্রতিও হৃদয়ের ভাব ঠিক রাখিতে হইবে। সে বিপদে পড়িলে তোমার সেবায় যদি তাহার কিছু উপকার হয় তাহা করা উচিত। আমার কাছে অপরাধী যেমন চিরকালই ক্ষমা ও প্রেম পায়, আমার অনুরোধে তেমনি তুমি অপরাধীকে ক্ষমা করিয়া ভালবাসিবে।”

মনুষ্যনির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি আন্তরিক প্রেম ক্ষমা রক্ষা করিয়া হৃদয়কে সর্ব্বদা হরিভক্তিতে মগ্ন রাখা কত দুরূহ, কার্য্যক্ষেত্রে তদ্বিষয়ক পরীক্ষালব্ধ, জ্ঞান আলোচনা করত সংশয়ান্দোলিত চিত্তে জীব বলিলেন, “প্রভু, নিয়ম পালন এবং ব্রত রক্ষার্থ বাহিরে কষ্ট কল্পনা করিয়া প্রত্যেক মনুষ্যের প্রতি নম্রতা ভদ্রতা দেখাইতে পারি, কিন্তু হৃদয় তাহাতে সায় দেয় না। তুমি সর্ব্বঘটে আছ জানিয়াও যে ভক্তির সহিত সকলকে ভালবাসা যায় না, ইহার উপায় কি? যে যে প্রকৃতির লোক, যাহার যেমন ব্যবহার, বিশেষতঃ আমার প্রতি যে চিরদিন ঘৃণা হিংসা পোষণ করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে দেখিবামাত্র আগে সেই গুলিই মনে পড়ে। হদ্দ মুদ্দ এই পর্য্যন্ত পারি, তাহার অনিষ্ট কিম্বা প্রতিহিংসা করিব না, তাহার সঙ্গে কোন রূপ ঝগড়া বিবাদ না করিয়া কতকটা উদাসীন ভাবেও দূরে দূরে থাকিতে পারি, নিজের শান্তি রক্ষার জন্য আবশ্যক হইলে তাহাকে একবারে ভুলিয়াও যাইতে পারি; অথবা যদি তাহার ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, এবং আমার সেবা সাহায্য সে আদরপূর্ব্বক যদি গ্রহণ করে, আহ্লাদের সহিত তাহাও করিতে পারি; কিন্তু যদি দেখি যে সে ব্যক্তি নিজে শতপাপে অপরাধী হইয়াও সামান্য একটু ত্রুটির জন্য অন্যের উপর নির্য্যাতন করিতেছে, অনুতাপ কাহাকে বলে তাহা জানে না, অথচ কপট ভাবে নিজের ধর্ম্মভাণ দেখাইয়া বড় বড় কথায় উপদেশ দিতেছে,

তখন আর কিছুতেই সহ্য হয় না। তোমার অনুরোধে সে অবস্থায় তাহাকে কিরূপে ক্ষমা করিব, এবং ভালইবা বাসিব কিরূপে?"

ভগবান্। কেন, আপনাকে যেমন পাপী অপরাধী জানিয়াও বার বার ক্ষমা কর এবং ভালবাস, সেই রূপে? তুমি এবং অপর মনুষ্য একই পদার্থ, প্রতি জন আমারই অংশ; অতএব ভ্রাতৃ সম্বন্ধ এবং আমার সন্তান জানিয়া প্রত্যেক নর নারীর প্রতি হৃদয়ে দয়া প্রেম ক্ষমা পোষণ করিবে। অন্ততঃ আপনার এবং আত্মীয় অন্তরঙ্গের প্রতি যেরূপ ক্ষমা ঔদার্য্যের সহিত ব্যবহার করিয়া থাক সেই রূপ করিবে। শত্রু কি মিত্র বলিয়া স্বতন্ত্র কোন জাতি নাই; যে মিত্র, সেই আবার শত্রু; এবং এক সময় যে শত্রু, অন্য সময় সেই আবার মিত্র। তদ্ব্যতীত যে সকল দোষ অপরাধের জন্য অন্যের উপর তুমি ষোল আনা নির্দ্দয় ন্যায়পরতা চরিতার্থ কর, প্রকারান্তরে সময় বিশেষে অল্পাধিক তাহা তোমার স্বভাবে সম্ভাবনা অথবা কার্য্যের আকারে আছে। পরের বিচার কালে আপনার প্রতি চাহিলেই তোমার নীরস ন্যায়পরতা ও কঠোর সত্যপ্রিয়তার ভিতর করুণার আবির্ভাব হইবে, তখন উভয়ের পরিণাম ঠিক দাঁড়াইবে। আরো কথা এই, যে সকল নিন্দা গ্লানি কুৎসা শ্রবণে তোমার মনে ক্রোধ হিংসা হয়, অন্ততঃ তাহার সম্ভাবনা তোমাতে আছে। পরচিত্তানভিজ্ঞ মনুষ্য হিংসাবশতঃ অন্যের যথার্থ গুণ গ্রহণ কিম্বা দোষ দর্শনে অক্ষম হইয়া দুইয়েরই অত্যুক্তি করে।

আত্মীয় অন্তরঙ্গ দুঃখী কিম্বা শরণাগত বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে কৃপা প্রদর্শন কিম্বা সাহায্য দানে অহঙ্কার যায় না। তাহা বিনয় অকিঞ্চনতার নিদর্শন নহে; ক্ষমা প্রেম এবং সেবাতেই ভক্তি বৃদ্ধি হয়। আমার ব্যবহার এবং আমার চিহ্নিত মহাপুরুষগণের আচরণ অনুকরণীয়; অতএব আমার প্রীতির নিমিত্ত যে ভক্ত পরের পাপ আপনার জানিয়া শত্রু এবং পাষণ্ড দুরাচারীর জন্য কাঁদিতে শিখিয়াছে, সেই আমার পরম প্রিয়, আমি তাহাতে পরম সন্তুষ্ট। স্বীয় দেহের অঙ্গবিশেষ ব্যথিত হইলে যেমন কষ্ট বোধ হয়, মনুষ্যপরিবারের একটী ভাই, কি একটী ভগিনীর পাপব্যাধি ভক্তের নিকট তেমনি বেদনাদায়ক। বাস্তবিক যদি তুমি আপনার কিম্বা অন্তরঙ্গ প্রিয় জনের পাপ অপরাধ দেখিয়া সন্তপ্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে অপরের পাপ দুরাচার পাষণ্ডতা দর্শনে তোমার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিবে; তাহাতে কেবল মাত্র বিরক্তি ঘৃণা ক্রোধ প্রতিহিংসা

উপেক্ষার উদ্রেক কথনই হইবে না। রোগগ্রস্ত বিপন্ন ব্যক্তির চিকিৎসা শুশ্রূষা করিবার কালে তাহার গুণাগুণ কি কেহ চিন্তা বিচার করে? জীবসেবা সম্বন্ধে তুমি সেই রূপ নিরপেক্ষ উদার ভাব সর্ব্বদা পোষণ করিবে। সকল মানব একই উদ্দেশ্যে, একই উপাদানে নির্ম্মিত, স্বতন্ত্রতা কেবল ব্যক্তিত্বের বিশেষত্বে; অতএব অভেদ জ্ঞানে বিশ্বপরিবারের সহিত একাত্মা হইয়া আমার সহকারী রূপে জীবসেবাব্রত সাধন করিতে থাক।

ভক্তিযোগ—চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বিরহ-যন্ত্রণা।

সিদ্ধাত্মা স্থিতপ্রজ্ঞ স্বামী সদানন্দ প্রিয় পুত্র চিদানন্দকে বলিলেন, "এইরূপে ভক্তিযোগ শিক্ষা আরম্ভ করিয়া শ্রীজীব ক্রমশঃ যেন নবনীতের ন্যায় অতি কোমল ভাব ধারণ করিলেন। ভগবানের সহিত ভক্তের সুমিষ্ট এবং ঘনিষ্ঠ সখ্য মিলনের সরস বাক্য সকল তাঁহাকে সময়ে সময়ে ভাবাবেশে বিহ্বল করিতে লাগিল। এক এক বার তাঁহার হৃদয়ে এত ভাবোদ্গম হইত যে তাহা তিনি ধারণ করিতে পারিতেন না। এই ভাবে গভীর হইতে গভীরতর, ঘন হইতে ঘনতম সুমিষ্ট ভক্তিরসের অভ্যন্তরে অবতরণ করিতে করিতে সহসা এক দিন তাঁহার বিরহ জ্বালা উপস্থিত হইয়াছিল। তদবস্থায় বিষাদ পরিতাপ আর্ত্তনাদ নিরাশা দুঃখ শোকের দুঃসহ যাতনায় তাঁহাকে এমনই ভগ্নোৎসাহ করিয়া ফেলিল যে তিনি সমস্ত বিশ্ব, অন্তর বাহ্য শূন্য অন্ধকারময় দেখিয়া পরিশেষে উন্মাদের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। এরূপ অবস্থায় প্রাণ ধারণ বৃথা, অতএব আত্মহত্যা শ্রেয়ঃ, ইহাও তাঁহার মনে হইয়াছিল।"

চিদানন্দ বিস্মিতান্তঃকরণে সচকিত নেত্রে চাহিয়া বলিলেন, "কেন, এ প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিবার কারণ কি? তিনি এমন জ্ঞানী বিচক্ষণ সাধক হইয়া আত্মনাশেই বা কিজন্য উদ্যত হইয়াছিলেন? তাঁহার কি মানসিক কোন ব্যাধি ছিল? বিরহ কাহাকে বলে, এবং তাহা এত যন্ত্রণাদায়কই বা কেন হইল?"

সদানন্দ। যে ভক্তবৎসল হৃদয়বিহারী শ্রীহরির সুধাময় বচনে জীবের হৃদয় দ্রবীভূত হইত, যাঁহার পবিত্র আবির্ভাবের মধ্যে সুখে দীর্ঘকাল তিনি যাপন করিয়াছেন, হঠাৎ তাঁহার অদর্শনে ভক্তপ্রাণ যে অধীর হইবে ইহা কি আশ্চর্য্য কথা? যাঁহার অস্তিত্বে তিনি অস্তিত্ববান্, যাঁহার জ্ঞানে জ্ঞানী, যাঁহার প্রাণে প্রাণী, তাঁহাকে—সেই জীবনসর্ব্বস্বকে হারাইলে আর কি জীবনে কিছু থাকে? বিরহ বেদনার মর্ম্ম কি তুমি কখন জান না?

চিদানন্দ। জানিব না কেন, জানি; ধনহানি বা প্রিয়জনের দেহের অদর্শন-জন্য মানুষ মানুষের বিরহ শোকে কাঁদে, সংসার শূন্য দেখিয়া হাহাকার করে, আবার দুই দিন পরে হাস্যামোদ পান ভোজনে সব ভুলিয়াও যায়, ইহা সচরাচর দেখিতে পাই। কিন্তু সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত প্রাণাধার অশরীরী পরমাত্মা যিনি, তাঁহার সহিত বিচ্ছেদের কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়া ত মনে হয় না!

পিতা সদানন্দ মৃদু হাসির সহিত বলিলেন, "মিলন কি যদি জানিতে, তাহা হইলে বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা কাহাকে বলে বুঝিতে পারিতে। বুদ্ধিগত কতিপয় ধর্ম্মমত অবগত হইয়া ভবারণ্যে চিরদিন একা একা যাহারা শূন্য প্রাণে শুষ্ক হৃদয়ে ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং জড়যন্ত্রবৎ কার্য্যচক্রে ভ্রমণ করে; যাহাদিগের আত্মার আত্মীয়, নিত্যাশ্রয় কেহ নাই, স্রোতে নীয়মান তৃণ খণ্ডের ন্যায় যাহারা অবস্থার আবর্ত্তে কখন একাকী কখন বা অপর তৃণের সহিত মিলিত হয়, তাহারা হরিবিরহে ব্যাকুল ভক্তাত্মার মর্ম্মব্যথা বুঝিতে সক্ষম নহে। মায়া কুহকিনীর হস্তের তাহারা ক্রীড়া-পুত্তলিকা বিশেষ। তাহারা প্রেম বস্তু কি তাহা জানে না, সুতরাং বিচ্ছেদের ক্লেশও তাহাদের নাই। আছে কেবল দৈহিক মিলনস্পৃহা, ইন্দ্রিয়বিকার, প্রবৃত্তির উত্তেজনা; এবং তাহার নিমিত্ত দুঃখ বিষাদ এবং হা হতোঽস্মি!"

জ্ঞানবৃদ্ধ ধর্ম্মাত্মা পিতার উপদেশগুলি অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিয়া পুত্র স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, তাহা যেন অবিকল ঠিক তাঁহার নিজের চরিত্রচ্ছবি। পরে বিনয় বচনে কহিলেন, "দেব, বাস্তবিক প্রেম কি তাহা না জানিলে বিচ্ছেদ কি তাহা বুঝা যায় না। আমি জীবনে কখন ভগবানের সহিত প্রেম মিলনের ঘনিষ্ঠতা সুখ সম্ভোগ করি নাই, কেবল তাঁহাকে জ্ঞানের সিদ্ধান্ত, যুক্তির মীমাংসা, কার্য্যের কারণ রূপে বুদ্ধিতে মানিয়া আসিয়াছি মাত্র; কিন্তু তিনি যে ভক্তের

প্রাণধন, হৃদয়বন্ধু, জীবনসখা সে কথা আপনার মুখে এখন শুনিলাম। প্রেম-মিলন সুখ এবং বিচ্ছেদ-যন্ত্রণার দুঃখ যাহা কিছু জানিতাম তাহা স্ত্রী পুত্রের ভিতর দিয়া ; আত্মার সঙ্গী সখা আশ্রয় বলিয়া যে কোন ব্যক্তি এ পৃথিবীতে কিম্বা স্বর্গে থাকিতে পারে সে জ্ঞান আমার ছিল না। আমি অতি মূঢ় অধম মনুষ্য, পিতৃ নামের কলঙ্ক। শ্রীজীব মহাত্মা অতি ভাগ্যবান পুরুষ। আহা তিনি দিব্য চক্ষে স্বয়ং ভগবান পরম পুরুষকে দেখিয়াছেন কেবল নহে, তাঁহার শ্রীমুখের সুস্পষ্ট উপদেশ শুনিয়া তাঁহার সঙ্গে দাস্য ও সখ্যভাবে আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছেন। সুতরাং হরিবিরহে তাঁহার প্রাণ ত কাঁদিবারই কথা। হায় আমার সেরূপ ক্রন্দন কখন হইল না! আমি নিজের অভাব কষ্টে কাঁদিয়াছি, স্ত্রী পুত্রের রোগে দুঃখে, তাহাদের মৃত্যুতে জগৎ শূন্য দেখিয়া হাহাকার করিয়াছি, লোকের নিন্দা অপমানে, বন্ধুবিচ্ছেদ এবং দারিদ্র্য-পীড়নে কাঁদিয়াছি, পাপে অনুতাপে ব্যথিত হইয়া, নিজের দুর্গতি বিড়ম্বনা, কাপুরুষতা ভীরুতা দর্শনেও বার বার কাঁদিয়াছি, মানহানি, বিষয়হানি, স্বাস্থ্যহানিতে কাতর হইয়া, সংসারের ভাবনা চিন্তায় এবং মৃত্যু স্মরণে কাঁদিয়াছি ; কিন্তু প্রাণসখা দয়াল হরি দেখা দিয়া আমার প্রাণ হরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রসন্ন বদন দর্শনে, এবং সুমধুর আশা বচন শ্রবণে আমি বিমোহিত হইয়াছিলাম, তার পর আমাকে আঁধারে ফেলিয়া তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন! ইহা বলিয়া আমিত কখন কাঁদি নাই। তাঁহার দর্শনবিরহের যন্ত্রণা যে কি তাহাও ত আমি জানি না! হায় আমার তবে জীবন বৃথা হইল! আমি আর এ জীবনভার বহন করিতে পারি না! এত দিন আমি বিষয়মোহে! কুটুম্ব-কোলাহলে ভুলিয়া ছিলাম, এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি, "আপনার" বলিবার আমার কেহ নাই। হায় আমি একাকী শূন্য প্রাণে, এই ভববনে কেমন করিয়া থাকিব! এরূপ স্বজনসহবাস, সংসারমত্ততা হইতে আমার হরিবিরহ-যন্ত্রণা ভাল।" এই বলিয়া কাতর কণ্ঠে, করুণ স্বরে, সজল নেত্রে চিদানন্দ এই গীত গাইলেন :—

(লোফা) "হায় রে কেমনে, এ জীবনে,

প্রাণসখা সনে, প্রাণে প্রাণে হইবে মিলন।

যাঁর লাগি কাঁদে হিয়া, ঝরে দুনয়ন,

অন্তরে জ্বলে দুঃখ-হুতাশন ;

আর কত দিন ভববনে, ভ্রমিব শূন্য মনে,
করিব জীবনভার বহন।
আয় রে বিরহ তোরে করি আলিঙ্গন ; (আদরে হৃদয়ে ধ'রে,-
আমার প্রিয়বিরহ-বেদনা রে) তোরে পেলে,
পাব আমি সখার দরশন। (প্রাণের টানে)
দারুণ বিরহানল, আয় রে ;—
মরমে মরম ঢাকি, চিতানল জ্বেলে রাখি,
জ্ব'লে মরি তাহে অনুক্ষণ। (মরিলে পাব জীবন)
(দশকুশী) জ্বলন্ত নয়ন জল, ধীরে ধীরে অবিরল,
প্রবাহিত হও দগ্ধ প্রাণে ;
(অনলে অনল ঢালি,—ধুইয়া কলঙ্ক কালী)—
আমি চাহি না, চাহি না ;—নির্ব্বাণের শান্তি,—
বিরহে ত্যজিব প্রাণ,—হা নাথ ! হা নাথ ! ব'লে)
দীর্ঘ শ্বাস ঘন ঘন, অগ্নিবায়ু সঞ্চালন,
কর মোর হৃদয়শ্মশানে।
(আর চাহি না, চাহি না ;—নির্ব্বাণের শান্তি আমি)
(ঠুংরি) মিলনলালসা, অনন্ত আশা,
রাখিব হৃদয়ে ধরি ; (সদা—যতন করি)
প্রিয়তম লাগি, হয়ে অনুরাগী,
কেঁদে কেঁদে যেন মরি। (হরি হরি ব'লে।)"

ভক্তিপিপাসু বিরহবিধুর সন্তানের কাতর কণ্ঠবিনিঃসৃত সঙ্গীত ধ্বনি শুনিতে শুনিতে ললিতচর্ম্ম পলিতশির বৃদ্ধ পিতার শরীর কদম্ব কুসুমবৎ রোমাঞ্চিত হইল, নয়নে বারিধারা বহিল ; তাঁহার জীর্ণ বিশীর্ণ তনুখানি নবজীবনে উদ্ভাসিত হইয়া ধীরে ধীরে নৃত্য করিতে লাগিল।

অতঃপর সেই ব্রহ্মর্ষি নরোত্তম ভক্ত পিতা সন্তানকে স্বীয় বক্ষে ধারণপূর্ব্বক আলিঙ্গন দান করিয়া বলিলেন, "পুত্র, আজ আমি হরিবিরহ-তত্ত্ব যে কি গভীর এবং মধুর তাহা তোমার নিকট শিখিলাম। দয়াময় হরি তোমার রসনায় অবতীর্ণ হইয়া তাহা আমাকে শুনাইলেন। ভক্ত হইয়া তুমি চিরসুখী হও,

এই আমার আশীর্ব্বাদ। মিলনের পূর্ব্বে বিরহ দূত স্বরূপ। "তোরে পেলে, পাব আমি সখার দরশন।" ইহা বড় ঠিক কথা। পিপাসা হইলে জল আপনি আসিবে। মিলনের পূর্ব্বরাগ স্বরূপ বিরহ জ্বালা বা মিলনাকাঙ্ক্ষা যেমন মিষ্ট, মিলনের পরে আবার যে বিরহ তাহা আরো সুমিষ্ট এবং গভীর অর্থযুক্ত; ইহার ভিতর প্রভুর লীলারহস্য, প্রেমতত্ত্ব যে কত আছে তাহা ক্রমে তুমি আরো জানিতে পারিবে। যাহা আমার ভিতরে এত দিন প্রকাশ পায় নাই, তাহা তোমার ভিতর প্রকাশ পাইবে।"

ভক্তিযোগ—পঞ্চদশ অধ্যায়।

ভক্তসঙ্গ।

আশাপূর্ণ আশীর্ব্বচনে সঞ্জীবিত হইয়া মুমুক্ষু চিদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্য! আপনি যে আত্মার আত্মীয় চিরসঙ্গীর কথা বলিলেন, তাহা কি এ পৃথিবীতে মনুষ্য লোকে প্রাপ্ত হওয়া যায়? যাহা কিছু এখানে দেখি, সকলই শরীরের সঙ্গী, দেহ ভঙ্গ হইলে এখানকার সঙ্গে কোন সম্বন্ধই আর থাকে না। হায়! না আমি ভগবানকেই জীবনসখা রূপে পাইলাম, না কোন সাধক আত্মা আমার ধর্ম্মবন্ধু হইল। দেহের সম্বন্ধ এত অসার মিথ্যা যদি অগ্রে জানিতাম, তাহা হইলে আর পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতাম না। আমার জানিতে বড় ইচ্ছা হয়, কোন মনুষ্য কি কাহারো আত্মার চিরসহচর অভেদ-হৃদয় ধর্ম্মবন্ধু হইয়াছে? আপনার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা কি তাহা শুনাইয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।"

পিতা সদানন্দ কহিলেন, "পৃথিবীতে মানবসমাজে যে আসঙ্গলিপ্সা দেখিতে পাও, যাহার অনতিক্রমণীয় প্রভাবে পারিবারিক ও সামাজিক সম্মিলন, বন্ধুতা ও দাম্পত্য প্রণয়-বন্ধনে লোকে একত্র বাস করিতেছে; ইহার উদ্দেশ্য কি দুই দিনের জন্য স্বার্থ সাধন এবং অভাব মোচন? মানুষে মানুষে কি কেবল হাট বাজারের ক্রয় বিক্রয়ের সম্বন্ধ?—না পাশব মিলন? আসঙ্গলিপ্সা আধ্যাত্মিক নিত্য প্রেমের পূর্ব্বাভাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যেমন এক অপরের সঙ্গে মিলিত হয় এবং পরস্পরের সাহায্য প্রার্থনা করে, অমরধামের যাত্রী ভক্তাত্মা

তেমনি সঙ্গী সহচর অন্বেষণ করিয়া থাকেন। ভাবের ভাবুক, পথের পথিক, আত্মার আত্মীয় না পাইলে তাঁহার চলে না।

চিদানন্দ। চলে না সত্য, কিন্তু পাওয়া যায় কি? দুই দশ বৎসরের জন্য এখানে ভক্তসম্মিলন দেখিতে পাই, সৎপ্রসঙ্গ এবং কীর্ত্তনকোলাহল শুনিতে পাই, এবং তাহা বাস্তবিকই স্বর্গের ছবি প্রকাশ করে বটে; কিন্তু পরিণামে দেখি সকলের নির্জ্জন বনবাস সার হয়। তখন দুঃখিত এবং বিরক্ত হইয়া সাধকেরা বলেন, "এখানে আর কিছু হইল না, পরলোকে যোগধামে গিয়া অমর ভক্তগণের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করিব।"

সদানন্দ। অবশ্য স্ত্রীআত্মা সাধ্বী পত্নী সহধর্ম্মিণীর ন্যায় ধর্ম্মবন্ধুও অতি দুষ্প্রাপ্য; দীনবন্ধু ভক্তসখা শুভযোগে যাহাকে তাহা মিলাইয়া দেন সেই কেবল তাহা পায়। কিন্তু ইহা নিতান্ত ভুল যে এখানে কাহারো সঙ্গে মিলিল না, অতএব পরলোকে অমরধামে গিয়া ভক্তসঙ্গে মিলন স্থাপন করিব। পৃথিবীর মানবসমাজ স্বর্গের দেবসমাজের প্রতিবিম্ব, সুতরাং এই খানে তাহা আরম্ভ করিয়া, নরেতে নরহরি, মানুষে দেবতা দেখিতে হইবে। প্রথম প্রথম আমিও অধৈর্য্য এবং সংশয়চিত্ত হইয়া ঐরূপ ভাবিতাম, পরে হরি কৃপা করিয়া আমার ভুল বুঝাইয়া দিলেন। আমি যদি ভক্তবন্ধু সহসাধক এখানে না পাইতাম, তাহা হইলে প্রকৃত ভক্তি অনাস্বাদিত থাকিত। এ পথে ভক্তসঙ্গ না হইলে চলেই না। একা কেহ কি সুন্দর স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া, উপাদেয় প্রেমরস পান করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে? আমি যে ভক্ত বিশ্বাসী হইয়া স্বর্গ সম্ভোগ করিতেছি তাহার প্রমাণ কোথায়,—যদি ভক্তমণ্ডলী কিম্বা যুগলাত্মাতে তাহার প্রতিরূপ না দেখা যায়? ভক্তেরা সত্যের সাক্ষী। পার্থিব সম্পদ্ প্রভুত্ব, ভোগ সুখ, আমোদ আহ্লাদের সময় সঙ্গী সহায় না হইলে চলে না, আর পরমার্থ পদার্থ, স্বর্গসুখ একা একা উপার্জ্জন করিয়া ভোগ করিব? ইহা অসম্ভব এবং অস্বাভাবিক। সমতান সমস্বর ব্যতীত কি কখন গান ভাল লাগে? হরিভক্তি হরিপ্রেমসম্ভূত হাসি আনন্দ উল্লাসের প্রত্যুত্তর সহানুভূতি না পাইলে কি ভক্তপ্রাণ পরিতৃপ্ত হয়? হৃদয়ে হৃদয়ে ঝঙ্কার উঠিবে, তবে ত স্বর্গের আনন্দসঙ্গীত শুনিতে পাইব?

চিদানন্দ উৎফুল্ল নেত্রে, আনন্দোদ্বেলিত হৃদয়ে বলিলেন, "হায় কবে আমি ভক্তসঙ্গে মিলিয়া মুহুর্মুহুঃ হরিপ্রেম-রস পান করিব! কবে ভক্ত-বন্ধুর কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া থাকিব!"

সদানন্দ। এখনি তুমি ভক্তসঙ্গ ও সৎপ্রসঙ্গের আনন্দ কি অনুভব করিতেছ না?

চিদানন্দ। হাঁ, তা করিতেছি। কিন্তু এ বিষয়ে আপনার নিজের অভিজ্ঞতার কথা আরো কিছু বলুন, আমি শুনি।

বৃদ্ধ তখন সহাস্য আস্যে আনন্দাশ্রু-বিগলিত নেত্রে মৃদু স্বরে বলিতে লাগিলেন, "বৎস, তোমার স্বর্গীয়া মাতৃদেবী আমার আত্মার নিত্য সঙ্গিনী হইয়া এখনো আমাকে অমরধামের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার দেহনাশে এক দিনের জন্যও আমার সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটে নাই। শ্রীহরির প্রসাদে আমি শ্রীজীবানন্দের ন্যায় আরো কতিপয় ভক্ত মহাপুরুষের সহিত ভাবে, জ্ঞানে, ইচ্ছায় একাত্মা একহৃদয় হইয়াছিলাম, এবং এখনো আধ্যাত্মিক যোগে তাঁহাদের চরিত্রপ্রভাব ও জীবনচ্ছবির বর্ত্তমানতা সর্ব্বদা আমি অনুভব করিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন আমি আমার প্রেমচক্ষে নিজের দিক হইতে পরম প্রভুর যাবতীয় ভক্তসন্তানদিগের সাধুতা এবং ভক্তি-নিষ্ঠার সহিত একাত্মতা অনুভব করি, প্রতি ঘটে তাঁহার মুখচ্ছবি দেখি; সেই জন্য আমার হৃদয় পূর্ণ, কখন আমি একাকী থাকি না। সমস্ত ভক্তপরিবার আমার ভিতরে আছেন।"

চিদানন্দ। ভক্তেরা যে ভক্তজীবনের বিশ্বাস ভক্তির সাক্ষী, ইহার অর্থ কি? আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞান কি তৎপক্ষে যথেষ্ট নহে? প্রথমে যে সকল ভক্ত মহাজন ভবে আসিয়াছিলেন তাঁহারা কাহাকে দেখিয়া কাহার সাহায্য ও সাক্ষ্যতায় এত বড় লোক হইয়াছিলেন?

সদানন্দ। আত্মপ্রত্যয় সমস্ত জ্ঞানের শেষ মীমাংসার স্থল বটে, কিন্তু ভক্তচরিত্র সকলের প্রত্যক্ষীভূত বাহ্য প্রমাণ দ্বারা ঐ জ্ঞানের দৃঢ়তা সাধিত হয়। এবং উহা সাধু-চরিত্র গঠনের যন্ত্রস্বরূপ। কারণ, ভগবচ্চরিত্রের সৌন্দর্য্যচ্ছটা মহাজন ভক্তচরিত্রে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতররূপে প্রস্ফুটিত হয়। নতুবা সাধু-সঙ্গের এত মাহাত্ম্য কিসে? ইহার সাহায্য না পাইলে ধ্যান জ্ঞান বিচার চিন্তা

শাস্ত্রপাঠ কিম্বা বিবিধ যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সাধারণে কি ভগবানের পরিচয় পাইত?—না তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারিত? ফলতঃ তিনি নরাকারে ভক্তজীবনে অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ সকলের আংশিক প্রভা প্রদর্শন করেন, তাহা দেখিয়া প্রথমে অল্পমতি লোকেরা প্রেমভক্তির আস্বাদ পায়, তদনন্তর অব্যবধানে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করে। ঐশ্বরিক দেবগুণ সকল ভক্তেতে মূর্ত্তিমান রূপে দেখা দেয়। অতএব যদি সাধু মহাজনদিগকে তুমি চিনিতে না পার, ভগবানকেও চিনিতে পারিবে না; এবং তাঁহাদিগকে যদি ভক্তি করিতে না শেখ, ভগবদ্ভক্তি কি তদ্বিষয়ে জ্ঞান জন্মিবে না। এই জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্ত মহাজনগণ পর পর ভাবী বংশীয় ভক্তবৃন্দের পথপ্রদর্শক সহায় এবং সাক্ষী হইয়া রহিয়াছেন। ভক্তকুলের বীজস্বরূপ কৃপাসিদ্ধ মহাপুরুষদিগের জন্ম কর্ম্ম অলৌকিক।

চিদানন্দ। প্রকৃত ধর্ম্মবন্ধু, সাধক এবং সদ্‌গুরু পাইলে, যাহা যাহা আপনি এ বিষয়ে বলিলেন, সকলই সত্য। কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে মিলিত ভক্তদল কৈ পৃথিবীতে বড় দেখিতে ত পাই না। বহুসংখ্যক লোকে একধর্ম্মাবলম্বী হইয়া এক সঙ্গে পূজা অনুষ্ঠান করে, অথচ ভিতরের ভাব প্রতিজনের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র; অনেক স্থলে পরস্পরবিপরীত। ভগবান এবং ভক্ত মহাপুরুষগণ ইহাদের প্রতিজনের প্রিয় আত্মীয়, তাঁহাদের গুণ তাহারা সমতানে কীর্ত্তন করে, বাক্যে এক অপরের পদধূলি-সমান হয়, অথচ কার্য্যে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজের সময় তাহা সমস্ত ভুলিয়া গিয়া অহঙ্কারে তাহারা মত্ত হয়।

সদানন্দ। বিশ্বাস ও প্রার্থনাবল অপেক্ষা তাহাদের চরিত্রদোষ অতিশয় প্রবল; এই জন্য তাহা মনে থাকিলেও কার্য্যে পরিণত হয় না। যাই হউক, ভক্তদল গঠন ভিন্ন ধর্ম্ম কর্ম্ম,—বিশেষতঃ ভক্তিসাধন সব ব্যর্থ জানিবে।

ভক্তসঙ্গের নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রবণান্তে শ্রীচিদানন্দ বলিলেন, "আচ্ছা, শ্রীজীব মহাত্মা পরম ভক্ত হইয়াও কেন হরিবিরহে এত কষ্ট পাইলেন? বিরহের মিলন-বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইতেছে, অনুগ্রহ করিয়া তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ আমাকে শুনাইয়া কৃতার্থ করুন।"

ভক্তিযোগ—ষোড়শ অধ্যায়।

পুনর্ম্মিলন।

সদানন্দ। পতিবিয়োগ শোকে অধীরা সতী স্ত্রীর ন্যায় হরিদর্শনবিরহে শ্রীজীব আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মুখচন্দ্র মলিন, শরীর ধূলি-ধূসরিত হইল। দিবানিশি কেবল হাহাকার ক্রন্দনধ্বনি। কোথায় প্রাণ-নাথ বলিয়া সর্ব্বদা রোদন করেন, আর যার তার পায় ধরিয়া বলেন, "আমার প্রাণবল্লভ কোথায় তোমরা বলিয়া দাও।" কিছুতেই তাঁহার মন প্রবোধ মানিল না, কেহই সান্ত্বনা দান করিতে পারিল না। শ্রীজীব কেবল জ্ঞান ভক্তিযোগ শিক্ষার্থী ছাত্র ছিলেন না, তিনি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞান সকল জীবনে পরীক্ষা করিয়া লইতেন। এই হেতু কিছু সময়ের জন্য তাঁহার ভক্তি-শিক্ষা বন্ধ রহিল। কেন না, যে হরিগতপ্রাণ ভক্ত সে কেবল তত্ত্বজ্ঞান লইয়া কিরূপে সন্তুষ্ট থাকিবে? সহজেই তিনি দীন অকিঞ্চন, এক্ষণে আরো অকিঞ্চন হইয়া তৃণের ন্যায় যেন ধূলির সঙ্গে মিশাইয়া রহিলেন।

চিদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তৎকালে কি শ্রীজীবের হৃদয় সংশয় নিরাশায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল? তাহা যদি না হইয়া থাকে, কি আশায় তিনি প্রাণ ধারণ করিতেন?"

সদানন্দ। তিনি নিরাশ অন্তঃকরণে দুঃখ বিষাদ কিম্বা অবিশ্বাসে মুহ্যমান হন নাই। অভীষ্ট দেবতা ভক্তবৎসল হরি শরণাগত ভক্তকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না, এ বিষয়ে তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। "অবশ্য আমার কোন অপ-রাধ দেখিয়া প্রভু অন্তর্হিত হইয়াছেন, আমি নিজদোষে তাঁহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছি।" এই ভাবিয়া তিনি বিষম আত্মগ্লানি ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু কাঁদিতে ক্ষান্ত হন নাই। পুরস্কার সাহায্যে আশায় বুক বাঁধিয়া পড়িয়াছিলেন। মাতৃহারা শিশু বালকের ন্যায় অবিশ্রান্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া পরিশেষে শোকার্ত্ত হৃদয়ে এই গীতটি গাহিলেন;—

(লোফা) "আশাপথ চেয়ে, চেয়ে দিন যায়। (আবার)
কবে বা হবে হে,—প্রাণসখার সঙ্গে দেখা।
(তেমনি করে আবার কবে হবে,—নব অনুরাগের দেখা)

আমার কে ঘুচাবে প্রাণের ব্যথা, কে বুঝিবে মর্ম্ম কথা,
তাই একাকী বিরলে কাঁদি হে। (নীরবে বসে)—
মরমে মরম ঢাকি।

(খয়রা) (কিবা) হাসি হাসি মুখে, সম্মুখে সম্মুখে,
চোখে চোখে দরশন ; (তেমন আর কি হবে,—কাঙ্গালের ভাগ্যে)
মিশে প্রাণে প্রাণে, অব্যবধানে, দুইজনে একজন। (যেন)
(মহাপ্রেমযোগে) তেমনি করে সখা, দিবে না কি দেখা, করি কৃপাবলোকন।

(বড় দশকুশী) হরি বিনা হিয়া মোর, বিদারি না যায় কেন, নীলাজ
পরাণ কেন রয় ; (আর কি সুখ আছে রে,—প্রাণনাথে হারাইয়ে)
মিটিল না প্রেমতৃষা, সহবাস-লালসা, বৃথায় জনম
বহি যায়। (হায় হায় রে,—না জানি কোন্ অপরাধে)—ধৈরজ না মানে
হিয়া,—প্রাণ যে কেমন করে)

(ছোট দশকুশী) সখা মোরে দয়া করে, কতই স্নেহ আদরে,
প্রেমভরে দিলা আলিঙ্গন ;
(আহা কত দয়া রে,—অধম কাঙ্গাল জনে,—আদরে হৃদয়ে ধরে)
নিবাইয়ে দুঃখানল, মুছায়ে নয়নজল, নিবারিলা প্রাণের ক্রন্দন।
(আহা কত দয়া রে,—মধুর আশা বচনে)
আহা কত ভাবে কত বার, করিলা বঁধু আমার, মৃত প্রাণে অমৃত সঞ্চার ;
সে সব কথা মনে হলে, শোকসিন্ধু উথলে,
অবিরল ঝরে অশ্রুধার। (প্রাণ কেঁদে যে ওঠে—সব মনে হলে)

(খয়রা) দারা সুত ধন জন,—মোহ আবরণ।
সম্মুখে থাকি, রেখনা রে ঢাকি, প্রিয়তম হরিধন।
(আমার) তোমাদের মুখে, নেহারিব সুখে,
অপরূপ চিদানন্দঘন।" (প্রাণরমণ)

সঙ্গীত শেষ করিয়া বিহ্বল চিত্তে তূষ্ণীম্ভাবে প্রত্যাশাপন্ন হৃদয়ে আত্মবিসর্জ্জনপূর্ব্বক তিনি উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় অন্তরাত্মা হরি সেই বিষাদান্ধকার ভেদ করিয়া নিমেষ মধ্যে দেখা দিলেন। তখন অন্তর বাহির আলোকময় হইল, হৃদয়োদ্যানে প্রেমকুসুম ফুটিয়া উঠিল, আশার হিল্লোলে চারিদিকে

মধু গন্ধ বহিতে লাগিল, মৃত প্রাণে কে যেন অমৃত সঞ্চার করিল। তখন আর ভক্তমুখে হাসি ধরে না। অনন্তের মধুর হাস্যার্ণবে শ্রীজীবের আনন্দের হাসি মিশিয়া এক হইয়া গেল। সব দিক হাস্যময় মধুময় এবং আনন্দময়। অতঃপর জীব বলিলেন, "নাথ! কাঙ্গালের প্রতি এত ছলনা কেন? কি আমার অপরাধ হইয়াছিল বলিতে হইবে, তাহা না বলিলে আমি কিছুতেই তোমায় ছাড়িব না।" ইত্যাদি অভিমান বাক্যের পর হরিপদ বক্ষে ধরিয়া তিনি ধরায় পতিত রহিলেন।

লীলারসময় হরি মধুর হাস্য বচনে বলিলেন, "আমি তোমায় ফেলিয়া দূরে পলায়ন করি নাই, তোমার আত্মজ্ঞানের অব্যবহিত অন্তরালেই লুকাইয়াছিলাম।"

জীব। তাহা আমি জানি। কিন্তু এরূপে কাঁদাইয়া কি লাভ? ছেলে কাঁদানো রোগ তোমার চিরকাল। এ অদ্ভুত লীলার অর্থ কি?

ভগবান। ইহার অর্থ অতি গভীর। স্তরে স্তরে আমার দর্শন। প্রথম স্তর হইয়া গেল, এক্ষণে তুমি দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছিলে। এখানেও ক্রমোন্নতির বিধান আছে। কুসুম কলিকা যত প্রস্ফুটিত হয় ততই তাহার ভিতর হইতে বিচিত্র বর্ণ সৌন্দর্য্য এবং ঘনতর মধুর আঘ্রাণ বাহির হইতে থাকে। আমার দর্শন কলিকা হইতে প্রস্ফুটিত অবস্থা পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর অধিকতর হৃদয়ানন্দকর শোভা সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। ইহা নিত্য নূতন, কদাপি পুরাতন হয় না। যে দর্শনে নূতনত্ব নাই তাহা কল্পিত দর্শন জানিবে। আমার জ্ঞান প্রেম স্নেহ পুণ্য এবং মহিমা শক্তি প্রভৃতির অনন্ত ঐশ্বর্য্য আছে, অনন্ত কাল তাহা তুমি ভোগ করিবে এবং তাহাতে বিমোহিত হইবে। তাহাই অনন্ত জীবনের জীবিকা। চিরদিন সমান ভাবে একই রূপ যদি তোমার দৃষ্টিপথে স্থিতি করে, তাহা হইলে নিশ্চয় জেন আমার প্রতি এক দিন তোমার অনুরাগ আকর্ষণ ফুরাইয়া যাইবে এবং আত্মার আর উন্নতি হইবে না। আর এক কথা এই, বিরহ কি তাহা না বুঝিলে প্রেমের যথার্থ মূল্যও বুঝা যায় না। বৎসকে দুগ্ধ পান করাইবার জন্য গাভী মাতা কতই ব্যাকুল হয় দেখিয়াছ কি? কিন্তু স্তন্য পানে নিরত বৎসকে সেই মাতা মাঝে মাঝে আবার ধাক্কা দিয়া দূরে ঠেলিয়া দেয়। তখন ক্ষুধার্ত্ত বৎস পুনর্ব্বার অধিকতর আগ্রহ

সহকারে অবশিষ্ট দুগ্ধ টানিয়া বাহির করিবার জন্য মাঝে মাঝে সেও মাতৃবক্ষে সবলে আঘাত করে।

এই নবভাবপূর্ণ নূতন কথা শুনিয়া প্রমত্ত হৃদয়ে শ্রীজীব বলিয়া উঠিলেন, "আর বলিতে হইবে না, আমি খুব বুঝিতে পারিয়াছি। তোমার প্রেমব্যবহারের গভীর রহস্য মধ্যে কে প্রবেশ করিবে? দর্শনের দ্বিতীয় স্তর ভেদ করিবার জন্য এবং পূর্ব্বাপেক্ষা তোমার আরো নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য যে এই বিরহলীলা তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। বাস্তবিক বিচ্ছেদ না ঘটিলে মিলনের মাধুর্য্য সর্ব্বাঙ্গীনরূপে সম্ভোগ করা যায় না। তোমার অনন্ত লীলা, বিচিত্র খেলা; দুর্জ্ঞেয় নির্ব্বিশেষ নিরাকার হইয়াও তুমি এইরূপে ভক্তিপিপাসুর তৃপ্তি বিধান কর; তুমি বিচিত্র রসের প্রস্রবণ।"

ভক্তিযোগ—সপ্তদশ অধ্যায়।

দৈব এবং পুরুষকার।

অনন্তর জীব বলিলেন, "হে বিচিত্রকর্ম্মা বিশ্বাধিপতি, জীবনের বার বার পরীক্ষায় দেখিলাম, সমস্তই দৈবের কার্য্য, পুরুষকারের কোনই ক্ষমতা নাই। যে পর্য্যন্ত বিন্দু মাত্র আত্মনির্ভর থাকে ততক্ষণ কেবল ভাবনা আর ভয় নিরাশা। আত্মবিসর্জ্জনেই পরম শান্তি।"

ভগবান। আত্মবিসর্জ্জনের ভিতরেও পুরুষকার শক্তি যথেষ্ট থাকে এবং তাহার মূলদেশে আমার ইচ্ছাশক্তি এবং কৃপাবল।

জীব। কৈ, তাহাত কিছু বুঝিতে পারি না; এ অহৈতুকী ভক্তিরাজ্যের সমস্ত ব্যাপারই দৈবাধীন বলিয়া মনে হয়। নিজের কথা বন্ধ না করিলে তোমার কথা শুনিতে পাই না। আপনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় নিস্তব্ধ নিস্পন্দ না হইলে মুক্ত জীবনের গতিস্রোত এক পদও অগ্রসর হয় না। তর্ক বিচার গবেষণা, চেষ্টা পরিশ্রম যত্ন অধ্যবসায় একেবারে ছাড়িয়া না দিলে আলোক, পথ, এবং গম্যস্থান কিছুই দেখা যায় না। তবে আর পুরুষকারে আমার কি লাভ?

ভগবান। আপাততঃ তাই মনে হয় বটে, কিন্তু অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে

উভয়ের সীমা বুঝা যায়। বিবিধ বাসনা, কর্ম্মাসক্তি, আশা, সঙ্কল্প এবং অভ্যাসে মানব চিত্ত সর্ব্বদাই চঞ্চল; ইহার গতি এতই প্রবল যে তাহা রোধ করা অসম্ভব বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে। মন যে কখন নিমেষ কাল চুপ করিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে পারে, নির্ব্বাণগতিবিমুখ ব্যক্তির ইহা ধারণা হয় না। বাস্তবিক এ কথার নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। চক্ষু কর্ণ নাসিকার ভিতর দিয়া বহুবিধ জ্ঞান সংস্কার তাহাকে আন্দোলিত করিতেছে, অসংযত মন অতি তরল পদার্থ, তাহার উপর নিরন্তর বাসনাবায়ু বহিতেছে; সুতরাং কেমন করিয়া তাহা স্থির থাকিবে? জাগ্রৎ সুষুপ্তি স্বপনে সর্ব্বদাই তাহা টলমল করে। উত্তেজিত রিপুবিশেষের প্রবল তাড়নে কখন বা তাহাতে ভয়ানক তরঙ্গ তুফান উঠে। যখন কোন কর্ত্তব্যের পেষণ নাই, যখন সাময়িক আশা অভাব সকল পূর্ণ হইয়া যায়, দেহ মন শ্রান্ত অবসন্ন এবং পরিতৃপ্ত, সাগরজলের ন্যায় তখনও চিত্ত তরঙ্গায়িত থাকে। কোন কার্য্য নাই, কাজের প্রয়োজনও নাই, তথাপি অসার কল্পনা ভাবনা চিন্তা, বাহ্য পদার্থের ছবি, স্মৃতি, তৎসঙ্গে ভাবযোগ এবং সংস্কার মাথার মধ্যে ঘুরিতেছে। অভ্যাস বশতঃ কর্ম্মফলে এইটী ঘটে। এই জন্যই নির্ব্বাণ সাধনের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি রোধ করিলে শরীর নিষ্ক্রিয় শান্ত হয়, তৎসঙ্গে চিত্তের চাঞ্চল্য নিবারিত হয়। কিন্তু সে সকল নিবৃত্তি মার্গের কৃত্রিম উপায়, ভক্তি সাধনপক্ষে তাহা কোন কার্য্যে আসে না। পুরুষকারই সে পথের একমাত্র সম্বল। আপনাকে আপনি স্থির করা কত বলের কার্য্য তাহা এখন বুঝিয়া দেখ।

জীব। তোমার কৃপার উপর নির্ভর করা মাত্র যখন আমার কার্য্য, তাহার পর যাহা কিছু করিতে হয় তুমিই করিবে, আমার চঞ্চল চিত্তকেও তুমিই শান্ত করিয়া দিবে; তখন সমস্ত ভার তোমার হাতে দেওয়াইত ভাল। ইহা অপেক্ষা আর সহজ কার্য্য কি আছে?

পরমাত্মা সদ্‌গুরু নির্ভরশীলতার গূঢ় অর্থ এইরূপে বুঝাইয়া দিলেন;— "নির্ভর করিতে পারিলেই আমি আমার ভক্তের ভার সমস্ত গ্রহণ করি ইহা সত্য, কিন্তু নির্ভরশীলতা একটী মৃত অকর্ম্মাবস্থা নহে, তাহাও কর্ত্তৃত্ব বাচিক স্বাধীন ক্রিয়া। কারণ, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, প্রতীক্ষা, আশা, বিশ্বাস ইহা জড়

পাষাণের লক্ষণ নয়; প্রভূত শক্তি সাহস ত্যাগস্বীকার এবং আশা উৎসাহ পরিচালনা ভিন্ন ঐ সকল দেবগুণ কার্য্যকর হয় না। অধিকন্তু নিরাশা, আলস্য, চাঞ্চল্য প্রশমিত এবং অবিশ্বাস অধোগতি এবং বিষয়াসক্তির নিবৃত্তি সাধনজন্য বিপুল বল বিক্রমের আবশ্যকতা আছে। এই গুলি পুরুষকার সাহায্যে সম্পন্ন করিয়া শেষ ফল বা সিদ্ধি লাভের জন্য দৈবের উপর একান্ত নির্ভর করিতে হইবে। অলস কর্ত্তব্যবিমুখ জড়বৎ মনুষ্য যেমন ইহা পারে না; তেমনি কর্ম্মী, জ্ঞানী, আত্মাভিমানী দ্বারাও ইহা হয় না; কেবল নিরলস কর্ত্তব্যপরায়ণ বিশ্বাসী কার্য্যদক্ষ দাসের দৈবনির্ভরের মর্ম্ম জানে। অতএব ইহা অহঙ্কার কার্য্যপটুতা এবং আলস্য জড়তা উভয়েরই অতীত অবস্থা।”

জীব। ভক্তির লক্ষণ তুমি যাহা পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছ, পুরুষকার-প্রসূত সাধারণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, এবং কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মোদ্যমের তেজ বীর্য্যের সহিত তাহার কিরূপ সমাবেশ হইবে বুঝিতে পারিতেছি না।

ভগবান। বিদ্যুদ্বেগশালী মহাকর্ম্মীর উদ্যম উৎসাহ পরাক্রম তেজ বীর্য্য ইত্যাদি কদাপি অহঙ্কার আত্মগৌরবের পরিচায়ক নহে। যে ব্যক্তি দ্রুতগামী অশ্ব, বাষ্পীয় শকট, লৌহচক্র এবং অর্ণব পোতারোহণে কিম্বা ব্যোমযানে ভ্রমণ করে, যে ভূগর্ভে বা জলধিতলে নামিয়া কিম্বা পর্ব্বত-শিখরে উঠিয়া রত্নরাজী আহরণে প্রবৃত্ত হয়, অনাবিষ্কৃত অজানিত ভূভাগ আবিষ্কার করে, অহঙ্কার কি তাহার কার্য্যের একটী সহায়? সমুদ্রের নাবিক, তুষার ও মরুভূমিভ্রমণকারী, দেশ আবিষ্কারক, সমাজসংস্কারক, সুবিজ্ঞ চিকিৎসক অথবা তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতেরা যেমন আত্মনির্ভর অর্থাৎ পুরুষকারের মর্ম্ম জানে, তেমনি তাহার অতীত দৈবের বিশাল বল বিক্রম যে কত অধিক তাহাও জানে। পুরুষকার এবং দৈবনির্ভর উভয়ের সামঞ্জস্য সমুদ্র, পদ্মা ও মেঘনা নদীর নাবিকদিগের জীবনে দেখিতে পাইবে। সাহস বীর্য্য পরাক্রম যে সর্ব্বথা অহঙ্কারের পরিচায়ক তাহা নহে। তেজস্বিতা এবং অহঙ্কার এক পদার্থও নহে। যাহাদের মস্তকে অতিশয় গুরুতর কঠিন কার্য্যভার থাকে তাহারা পদে পদে বিধাতার উপর নির্ভর করে। বহুদর্শিতা লাভে দিন দিন পুরুষকারের সহিত দৈবনির্ভর পরিবর্দ্ধিত হয়। দুইটী শক্তি এক জনেরই; একটী সসীম, আর একটী অসীম।

সীমাবদ্ধ পুরুষকার শক্তি অসীম দৈব শক্তিরই বহিরঙ্গ। আমি প্রতি মনুষ্যকে তাহার নিজের অভাব নিজের দ্বারাই কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ করাইয়া লই, অবশিষ্ট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে করিয়া থাকি। মানবের নিজের অংশে যে কিছু শক্তি ক্ষমতা বুদ্ধি জ্ঞান আছে তাহা আমার অগ্রিম দান, তাহার যথাযথ ব্যবহার না হইলে দৈববল লাভের অধিকার জন্মে না। আমার বিশ্বরাজ্য স্বনামে এবং বনামে অর্থাৎ বেনামীতে সম্পন্ন হয়। মানুষ যতই কেন পরিশ্রমী অধ্যবসায়শীল চতুরবুদ্ধি সুনিপুণ কৌশলী হউক না, তাহার সামর্থ্যের একটী সীমা আছে; সেখানে পৌঁছিয়া তাহাকে একান্ত ভক্তির সহিত দীন অকিঞ্চন ভাবে দৈবের উপর নির্ভর করিতে হয়। বড় বড় জ্ঞানী পুরুষোত্তম মহাজনেরা এই পথ ধরিয়া আমার অনন্ত রহস্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। দৈব এবং পুরুষকারের কাহার কত দূর সীমা তাহার এই সামঞ্জস্য তোমাকে শিক্ষা দিলাম। আমার গুহ্য কথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ভক্ত মহাত্মাগণের জীবনে আমি প্রকাশ করিয়াছি, তুমি আমার প্রিয় অনুগত শিষ্য, তোমাকে এক্ষণে তাহা সবিস্তরে বলিলাম।"

ভক্তিযোগ—অষ্টাদশ অধ্যায়।

ত্রিগুণসমন্বয়।

জীব জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে পরমাত্মন্! ত্রিগুণাতীত হওয়ার অর্থ কি? সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণত্রয়সমন্বিত জীবাত্মা সর্ব্বতোভাবে ইহার অতীত হইলে তাহার থাকিবে কি? সত্ত্ব,—প্রকাশগুণবিশিষ্ট পবিত্র স্বচ্ছ, সুতরাং উহা তোমারই স্বরূপাভাস। রজোগুণে তোমারই কার্য্যকারিণী শক্তির প্রকাশ; তাহা যদি না থাকে, জীব কি মৃতবৎ নির্জ্জীব হইবে না? তমোগুণও মানবের অপূর্ণতা সসীমতার নিদর্শন; সুতরাং তাহাও অপরিহার্য্য।

ব্রহ্ম। মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক উভয় স্বভাবই ত্রিগুণে মিশ্রিত। রজস্তমঃ সত্ত্বের অধীনে চিরদিন থাকিবে, নতুবা তাহার বিকার অপনীত হইবে না। তেজস্বিতা সত্ত্বেরই জীবনী শক্তি। আর তমঃ—সত্ত্ব মূর্ত্তি প্রকাশক কাল জমি বিশেষ।

জীব। আচ্ছা, দৈব এবং পুরুষকারের সম্বন্ধ এবং উভয়ের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য যেরূপ তুমি কহিলে, কার্য্যতঃ দুইয়ের পরিমাণ কিরূপে রক্ষা করিব? এক দিক রাখিতে আর এক দিক থাকে না। ভক্তির লক্ষণ যাহা প্রচলিত আছে, এবং ভক্তজীবন যেরূপ দেখিতে পাই, তাহা মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ও বীরত্বের যেন সম্পূর্ণ বিপরীত মনে হয়। ভক্তজীবনের যাহা কিছু শৌর্য্য বীর্য্য তাহা কেবল নাম-গানের সময়। হুঙ্কার নাদে সিংহগর্জ্জনে তোমার নাম কীর্ত্তন করিয়া ভক্ত আপনি প্রেমে মত্ত হন এবং মাতিয়া অপরকে প্রমত্ত করেন, এই পর্য্যন্তই তাঁহার পরাক্রম বিক্রম শক্তি সামর্থ্যের পরিচয়। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে তিনি সর্ব্বত্র তৃণের মত নম্র, তরুর মত সহিষ্ণু এবং নিজে অমানী হইয়া অপরকে মান্য দিবেন; কথায় কথায় ভাবে গলিয়া কাঁদিবেন এবং ভূমিতে লুটা-ইবেন, যার তার পায় ধরিবেন, একটু দর্শনবিরহ ঘটিলে অমনি কাতর হইয়া পড়িবেন, পূজা পাঠ জপ উপবাস কীর্ত্তনে দিন কর্ত্তন করিবেন, ক্ষমা দয়া ভাব ও রসে নবনীতের মত তরল হইবেন, এই তাঁহার লক্ষণ; ব্রহ্মতেজের স্থান ইহাতে কৈ? পাপ অধর্ম্ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাহা হইলে কে যুদ্ধ করিবে? কর্ত্তব্য ক্ষেত্রের অগ্নিময় সমরের সহিত ঐরূপ মধুর কোমল ভাব কি রক্ষা করা যায়? একটু যদি তেজস্বিতা সাহস বীর্য্য কর্ম্মোদ্যম প্রকাশ পায়, অমনি তাহা ভক্তিবিরোধী রাজসিক ভাব বলিয়া নিন্দিত হইবে।

ভগবান। তেজ এবং মৃদুতা, এই দুই উপাদানের সামঞ্জস্যে আমার বিশ্ব-সংসার চলিতেছে, উভয়ের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে; আপাত-দৃষ্টিতে তাহা দেখিতে না পাইয়া সাধারণতঃ লোকে হয় এক দিকে, না হয় অন্য দিকে ঢলিয়া পড়ে। এই দুইয়ের সামঞ্জস্য সাধনই ধর্ম্ম, স্বর্গ, মুক্তি, পরম-পুরুষার্থ এবং মানবের উদ্দেশ্য। কঠিন বলিয়া যদি প্রকৃতিবিরুদ্ধ পথে গমন কর, যাহা ভাল লাগে তাহাই যদি তোমার ধর্ম্ম হয়, তাহাতেই বা কৃতা-র্থতা কোথায়? অবশ্য যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান স্বভাবতঃ কাহারো বেশী কাহারো কম হয়; এক একটী বিভাগের বিশেষ বিকাশ এবং পূর্ণতা প্রদর্শ-নের নিমিত্ত আমি মানব স্বভাবে উক্ত উপাদান চতুষ্টয়ের ইতর বিশেষ করি-য়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া কি উহারা পরস্পরকে অগ্রাহ্য এবং হীনপ্রভ করিবে? সেরূপ একদেশদর্শিতার ইষ্টানিষ্ট ফল যাহা হইবার এত দিন

তাহা হইয়াছে, এখন আর সেরূপ হইবে না। সমস্ত বিজ্ঞানের উৎপত্তি এবং গতি আদি সত্য একত্ব এবং সর্ব্বসামঞ্জস্যের দিকে; তাহারই শিক্ষা সাধন এবং সিদ্ধি লাভের এখন প্রয়োজন। বেশী কাজের লোক, মহাপরিশ্রমী যাহারা তাহারাই যে মনুষ্যত্বের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে তাহা কে বলিবে? তবে যাহার পক্ষে যেটী সহজ তাহার পূর্ণ উন্নতি সে করুক, কিন্তু তৎসঙ্গে অন্যান্য অঙ্গের সম্মান রক্ষা করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের সম্ভাবনা নাই।

জীব। এ যুগে বৈষয়িক কৌশল, বুদ্ধিচাতুর্য্য এবং আশু ফলপ্রদ কর্ম্মেরই মর্য্যাদা অধিক, যোগ ধ্যান ভাব ভক্তি কেহ চাহে না। সুতরাং যথার্থ কাজের লোক হইতে গেলে বিনয় দীনতা, ক্ষমা সহিষ্ণুতা এবং ভাব রসের মত্ততা আপনাপনি কমিয়া আইসে। জল আগুন, চন্দ্র আর সূর্য্য কি এক সঙ্গে মিশিয়া থাকিতে পারে? ভক্তি স্ত্রীস্বভাবা, জ্ঞান কর্ম্ম পুরুষোচিত ভাব। অনেক দুর্গম স্থানে, ঘোরতর পরীক্ষার ভিতর যাহাকে কঠিন পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিতে হয়, মেষশিশুবৎ নিতান্ত নিরীহ কোমল হৃদয় হইলে তাহার কাজই চলে না। অথচ ভক্তিপথ ভিন্ন তৃপ্তি লাভের আমি আর অন্য কোন পন্থাও দেখিতেছি না। পরিণামে তোমার একান্ত শরণাপন্ন না হইলে শান্তিও নাই, কৃতার্থতাও নাই। এই জন্য ভক্তিপথাবলম্বীরা জ্ঞানী কর্ম্মীদিগের দলে মিশিতে পারে না। ভক্তিতেই যখন কৃতার্থতা, তখন জ্ঞান কর্ম্মের বাহাদুরী অহঙ্কারে কি লাভ? পরিণামে সেই ত সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া তোমার নিত্য দাস হইতেই হইবে।

প্রসন্নাত্মা ভগবান মধুর স্বরে বলিলেন, "দাস্য কর্ম্ম ভিন্ন কেহ কি দাস হইতে পারে? বস্তুতঃ দাসেরা যেমন পরিশ্রমী অনলস এমন কর্ম্মী কেহ নাই। অথচ তাহারাই আমার পরম ভক্ত অকিঞ্চন দীন সেবক। জ্ঞান এবং কর্ম্মের সঙ্গে ভক্তিকে তুমি যে মিলাইতে পারিতেছ না ইহা তোমার বুঝিবার ভুল। কঠিন শৈলের ভিতরে শীতল জলের প্রস্রবণ আছে। উত্তাপ এবং শৈত্য এক সঙ্গে বাস করে। চন্দ্রের কমনীয় জ্যোৎস্না প্রখর রবিকিরণেরই প্রতিবিম্ব। নারী স্বভাবজাত কোমলতার বীরত্বে কত কত পুরুষসিংহ শিশু সন্তানবৎ বশীভূত থাকে। বৃদ্ধা জননীর স্নেহহস্তস্পর্শে, ক্ষুদ্র বালক বালিকার

কুসুম-কোমল বদনের মধুর চুম্বনে, সাধ্বী স্ত্রীর অশ্রুকণায় রণদুর্ম্মদ দিগ্বিজয়ী সেনানায়ক মহাবীরের লৌহময় কঠিন বক্ষ কি প্রেমনীরে প্লাবিত হয় না? আত্মসুখত্যাগী সন্তানবৎসলা মাতার সহিষ্ণুতাবল, স্বদেশহিতৈষী পর-প্রেমিকের ক্ষমা, নিঃস্বার্থ সেবকের আত্মবলিদান, কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতকের অপ্রমানে জর্জ্জরিত উপকারীর অটল দয়া এবং তাঁহার শত্রুর প্রতি ভালবাসা কি মহা মহা সুদক্ষ কর্ম্মীদিগের শক্তি সামর্থ্য অপেক্ষা প্রভূত প্রভাব-শালী নহে?"

"এ বিষয়ে সার কথা বলিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। স্বার্থ, লোভ, অহঙ্কার, অনীতি যাহাতে আছে তাহাই কেবল ভক্তির বিরোধী; বিদ্যা পাণ্ডিত্য, কার্য্যদক্ষতা, পরিশ্রমশীলতা, উৎসাহ উদ্যম কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং তদন্তর্গত যে শৌর্য্য বীর্য্য পরাক্রম বিচক্ষণতাদি গুণ আমার ভক্ত দাসদিগের যেমন সুদৃঢ় এবং চিরস্থায়ী, ভক্তিহীন কর্ম্মী বা জ্ঞানীর কর্ম্মিষ্ঠতায় সেরূপ জীবনে জন্মিতে পারে না। যেহেতু, তাহাদের জীবনে শক্তির সামঞ্জস্য নাই। আমার জ্ঞানে জ্ঞানী, আমার বলে বলী হইয়া ভক্তেরা যখন কার্য্য করেন তাহাতে অহঙ্কারের লেশ মাত্র থাকে না। তাঁহাদের এক বিন্দু অশ্রুজলে, মুখের একটী মৃদু বচনে দানব সমান শত্রুকুল পরাজিত হয়। বজ্রের ভীষণ নিনাদে, প্রবল প্রভঞ্জনের মহাবেগে যেমন আমার মহাশক্তি নিহিত আছে, তেমনি একটু মৃদু সমীরণ, ক্ষুদ্র একটী কুসুম-রেণুতে এবং এক কণিকা শিশির বিন্দু মধ্যেও আমার অদ্ভুত শক্তি দেখিতে পাইবে। বীরাগ্রগণ্য ভীমবলশালী সেনাপতি মহাসমরে জয়ী হইয়া যে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই, তদীয় আহত পিপাসাকাতর কোন পার্শ্বস্থ সামান্য এক জন সৈনিক পুরুষকে দুষ্প্রাপ্য নিজপানীয় জলগণ্ডুষ দান করিয়া তিনি ততোধিক মহিমা রাখিয়া গিয়াছেন। অসাত্ত্বিক রজোগুণ-প্রসূত পশুবলের কোন মাহাত্ম্য নাই, তাহাতে মত্ত হইয়া যাহারা বহু কর্ম্ম করে তাহারা বন্য হস্তী বিশেষ। সামঞ্জস্যের জীবনই ভক্তজীবন এবং তাহাতেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব অবস্থিতি করে। অতএব জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি ইহারা পরস্পরবিরোধী নহে। তুমি বিদ্যার সহিত বিনয়; জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত ভক্তি, উৎসাহ কার্য্য-দক্ষতার সহিত নিরহঙ্কার, সিংহবিক্রমের সহিত মেষশিশুর কোমলতা, বজ্রতুল্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার সহিত

দয়া, স্নেহ মিলাইয়া ভক্তচরিত্র সঙ্গঠন কর। ক্ষমতাশালী মহাজ্ঞানী বীর পুরুষের বিনয় ভক্তির সৌন্দর্য্যে আমারই সর্ব্বসমঞ্জসীভূত গুণের আভাস দেখিতে পাইবে।”

“সত্ব রজ তমঃ এই যে তিনটী গুণ, ইহা প্রকৃতির মূল প্রকৃতি, সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেরই ইহা অবশ্যম্ভাবী গুণ; তিনের সামঞ্জস্যে যাবতীয় বিশ্বকার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। আমি তমোগুণের অতীত, যেহেতু আমি পূর্ণ স্বপ্রকাশ; কিন্তু সত্ব এবং রজঃ আমার সাত্বিকতা এবং তেজ বীর্য্যের প্রতিরূপ।”

জীব। এই তিনটী গুণ আত্মানাত্ম, চেতনাচেতন উভয়েরই মধ্যে দেখিতে পাই, তবে দুইয়ের পার্থক্য কোথায়?

ব্রহ্ম। পার্থক্য ফলে, মূলে নহে। এক অখণ্ড মহাসত্তারই ঐ দুইটী বিচিত্র বিকাশ। অচেতন স্থূল বলিয়া যাহা কিছু আপাততঃ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, তাহার মূল দেশে অন্তস্তলে অবতরণ করিলে এক নিরাকার অখণ্ড ভিন্ন দুই কিছুই দেখিতে কিম্বা ভাবিতে পারিবে না। অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য আকাশবৎ নিরাকার অণুকণা দৃশ্যতঃ এই অটল স্থির স্থূল পদার্থের মধ্যে নিরন্তর কম্পিত রহিয়াছে এবং তাহা হইতে অবিরাম গতিশক্তির তরঙ্গ নানাদিকে ছুটিতেছে। এই ইন্দ্রিয়াতীত গতিশক্তির পরিমাণ ও যোগাযোগানুসারে শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক বিচিত্র ক্রিয়া সংসাধিত হয়। বিচিত্র জ্ঞানশক্তিসমন্বিত এক সর্ব্বব্যাপী অলঙ্ঘ্য নিয়মসূত্রে সমস্ত ঘটনা গ্রথিত, আমি সেই সূত্র ধরিয়া বিশ্বরাজ্যকে পরিচালিত করিতেছি।

জীব। যদি ঐ কম্পন, সংযোগ বিয়োগ এবং গতি শক্তির তরঙ্গই যাবতীয় কার্য্যের মূল কারণ হয় এবং এক সার্ব্বভৌমিক অভ্রান্ত নিয়মে তাহা চলে, তাহা হইলে তোমার কর্ত্তৃত্বের স্থান কোথায়?

পরমাত্মা বলিলেন, “প্রথমে মূলাধারে আমার কর্ত্তৃত্ব। আমার জ্ঞান এবং মঙ্গলময়ী ইচ্ছাশক্তি যাবতীয় কার্য্যপ্রক্রিয়া এবং নিয়মের আদি অন্ত মধ্যেও বর্ত্তমান। বিশ্বকার্য্যের গভীরতম মূল দেশে নামিয়া যত সূক্ষ্ম তত্ত্বই কেন বিজ্ঞান আবিষ্কার করুক না, তাহার আদি ও শেষ কারণ যে আমি, আমাকে সে কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিবে না॥

জীব। কার্য্যকারণতত্ত্বানুসন্ধায়ী দার্শনিক বিজ্ঞানীর চক্ষে তোমার দুর্জ্ঞেয়

দুর্ব্বোধ্য রহস্যময় আদি সত্তা অপরিহার্য্য বটে, এবং প্রত্যেক কার্য্যের অন্তরালে দুর্ব্বোধ্য কারণ আছে, কিন্তু প্রত্যক্ষবাদী কর্ম্মীরা তৎপ্রতি উদাসীন; নিয়ম এবং তদনুযায়ী ঘটনারাজীকে কেবল তাঁহারা সর্ব্বস্ব এবং কার্য্যকর মনে করেন। অন্য পক্ষে ভাববাদীরা প্রকাশনিরপেক্ষ অপ্রকাশ আধ্যাত্মিক সত্তামাত্রে সন্তুষ্ট থাকিতে চাহেন; ইন্দ্রিয়গোচর ক্রিয়া তাঁহাদের নিকট মায়ার কুহেলিকা।

সর্ব্বদর্শী পরমাত্মা বলিলেন, "প্রিয় বৎস, উক্ত দ্বিবিধ সিদ্ধান্তের মধ্যে সত্যও আছে, আবার মিথ্যাও আছে। প্রত্যক্ষ ক্রিয়া এবং তাহার অব্যক্ত কারণ সত্তা দুইটী অভেদাঙ্গ। বাহ্য ক্রিয়া সকল শক্তি বা বস্তু গুণের পরিচায়ক মাত্র। দৃশ্যমান জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ সমস্তই আমার জ্ঞান শক্তি এবং মঙ্গলাভিপ্রায়ের নিদর্শন, কিন্তু স্বয়ং উহারা ছায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইজন্য ব্যক্ত ক্রিয়া রহিত হইলেও অব্যক্ত কারণের অনস্তিত্ব কল্পনা করিতে পার না। যদিও দৃশ্যমান প্রত্যক্ষ কার্য্যপরম্পরার সাহায্য ব্যতীত বিচার বুদ্ধিতে অদৃশ্য কারণের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু কার্য্যনিরপেক্ষ কারণের স্বাতন্ত্র্য এবং অখণ্ডত্ব আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ বিশ্বাসের অপরিহার্য্য বিষয়। আবার কেবল নির্গুণ নিষ্ক্রিয় সত্তামাত্রে বিশ্বাস করিয়া কেহ থাকিতে পারে না। অতএব নিত্য অনিত্যের অতীত হইলেও প্রকাশ অপ্রকাশ, সত্তা ও স্বরূপ, সাকার নিরাকার, পদার্থ ও গুণ, গুণ এবং ক্রিয়া দুই অভেদ; অথচ আমি বস্তুতঃ প্রকাশনিরপেক্ষ, পূর্ণ স্বতন্ত্র নির্লিপ্ত। অনাত্ম-প্রত্যক্ষবাদী এবং অধ্যাত্ম ভাববাদী উভয়ে অখণ্ড অদ্বৈতের এক-দিক্‌দর্শী, দুয়ের মিলনে আমার পূর্ণত্ব।"

ভক্তিযোগ—ঊনবিংশ অধ্যায়।

অভিযোগ খণ্ডন।

মহাত্মা জীবানন্দ ভক্তির এই সকল সহজ হৃদয়গ্রাহী স্বাভাবিক তত্ত্বকে আশ্চর্য্যবৎ জ্ঞান করত নিতান্ত আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাথ! তোমার সঙ্গে ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণের এমন সুখকর সুমিষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তথাপি কেন তোমাতে মানুষের রতি মতি হয় না? এবং স্বভাবতঃ বাল্য কাল হইতে লোকে পাপকে কেনইবা এত ভালবাসে? তোমাকে

ভুলিয়া তাহারা যেরূপ দুঃখে দিন কাটায়, এবং জীবিকা সংগ্রহ ও পরিবার-তার বহনজন্য যেরূপ ক্লেশ স্বীকার করে তাহা দেখিলে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই প্রাণে বড় ব্যথা লাগে। আহা! এত পরিশ্রম সেবা যত্ন, ভাবনা চিন্তা ক্লেশ ভোগের শেষ ফলে যদি একটু হরিভক্তি উপার্জ্জিত হইত, তাহা হইলে সার্থকজীবন হইয়া যাবতীয় দুঃখযন্ত্রণা তাহারা অনায়াসে ভুলিতে এবং সহ্য করিতে পারিত। এমনই বিকৃতি বিস্মৃতি যে তোমার সঙ্গে যেন কোন সম্বন্ধই নাই। আমি বহুদিনের অভিজ্ঞতায় ইহা বুঝিতে পারিলাম, পৃথিবীতে জীবন রক্ষা, পরিবার পালন যদিও অতিশয় আয়াসসাধ্য কার্য্য, দৈহিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যদিও শেষ দেহকেই পাত করিতে হয়, তথাপি দিনত চলিয়া যাইতেছে। সুখে দুঃখে যে কোন রূপে হউক, সকলেরই দৈনিক অভাব এক প্রকার মোচন হইতেছে; অভাবের অতিরিক্ত প্রচুর অর্থ বিত্ত লোকে উপার্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু তোমার প্রতি প্রেম ভক্তি লাভ করা তদপেক্ষা বহু গুণে কঠিন কার্য্য! তাই এক এক সময় মনে বড় দুঃখ হয়, কেন তুমি তাহাদিগকে এমন পরম ধনে বঞ্চিত রাখিয়াছ? না ধনে, না জ্ঞানে, না কৃচ্ছ্র সাধনে কিছুতেই তোমাকে পাওয়া যায় না। আহা! লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী মানব সন্তান বন্য পশুর ন্যায় জন্মিয়া গৃহ-পালিত শিক্ষিত পশু পক্ষীর ন্যায় কেন কালগ্রাসে পতিত হইবে! প্রত্যেক মানব জীবনেরই এই একমাত্র নিয়তি যে তোমার ভক্ত দাস হইয়া সকলে জন্ম সার্থক করিবে। কেন তবে সে পক্ষে তাহাদের স্বভাব, তোমার পৃথিবী এবং জনসমাজ এমন প্রতিবন্ধক হইল? তোমার সঙ্গে কি তাহাদের এমন দূর সম্পর্ক যে দিনান্তে নিশান্তে একবার তোমাকে স্মরণ করিবারও প্রয়োজন বোধ হয় না? অভাববোধ যেন একবারেই নাই। কোন্ প্রাণে তাহারা তোমায় ভুলিয়া থাকে আমি ইহা মনে ধারণা করিতে পারি না। যে সমুদয় সৃষ্ট বস্তু তোমার প্রেম স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ তাহা কেন মধ্য পথে চিরদিন ঘন আবরণ ব্যবধান হইয়া থাকিবে? ইহা বস্তুর দোষ, না দৃষ্টির দোষ? যদি দৃষ্টির দোষ হয়, তাহাই বা দূর হইবে না কেন? তদ্ভিন্ন মানব জন্মই যে বৃথা হইয়া যায়? পতনের দিকে মানুষের কি ভয়ানক টান্! মধ্যাকর্ষণে যেন নিরত তাহার স্বভাবকে কেবল অধোদিকে আকর্ষণ

করিতেছে। একটু অসাবধানতা দেখিলে কিম্বা প্রশ্রয় পাইলে সে একবারে গভীর নরকের দিকে লইয়া যায়। যথার্থ বলিতে কি, প্রথমতঃ আত্মাভিমান, প্রবৃত্তির পিপাসা এবং ইন্দ্রিয়গোচর রূপ রসাদি পদার্থের প্রলোভন অতিক্রম করিয়া তোমার পানে লোকের চাহিবারই ইচ্ছা হয় না; যদি কখন হয়, তোমার সন্ধান পাওয়া কঠিন; একটু যদি বা সন্ধান পাওয়া গেল, নিকটে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে রাশি রাশি বাধা প্রতিবন্ধক; বহু সাধনের পর যদি বা সহস্রের মধ্যে এক জন তাহা অতিক্রম করিয়া তোমার সমীপবর্ত্তী হয়, কিন্তু তাদৃশ কোটী মনুষ্যের মধ্যে একজন তোমাকে ধরিয়া রাখিতে পারে কি না সন্দেহ। বহু ক্রন্দন বিলাপ সাধ্য সাধনার পর যদিও অনেকে বহু দূরে থাকিয়া তোমার সাক্ষাৎ পায়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিরাপদে তোমায় অতি অল্প লোকেই আত্মস্থ করিয়া রাখিতে পারে। এত দুষ্প্রাপ্য দেবদুর্লভ তুমি হইলে লোকেরই বা অপরাধ কি? একেত এদিকে রতি মতি অতি অল্প, অধিকন্তু তোমায় বুঝিয়া উঠাই দায়। তত্ত্বানুসন্ধায়ী কত কত জ্ঞানী ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া শেষ চক্ষে আঁধার দেখিয়া নিরাশ মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। কঠোর চিন্তার পেষণে, মানসিক পরিশ্রমে কত লোকের মস্তিষ্ক জন্মের মত বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তোমাকে বুঝিবার জন্য তাহারা এক পথে বাহির হইল, শেষ উঠিল গিয়া আর এক পথে। সেখানে আসিয়া এমন একটা উদ্ভট কিম্ভূত কিমাকার শাস্ত্রতন্ত্র রচনা করিয়া বসিল যে, না আপনারাই তাহা বুঝিতে পারে, না অন্যকে বুঝাইতে সক্ষম হয়। কত কত গুরু আচার্য্য সাধক যোগী বড় বড় আধ্যাত্মিক কথা সচরাচর বলিতেছে, কিন্তু নিজেরাই তাহার মর্ম্ম ধারণে অক্ষম। বিড়ম্বনা দুর্গতি কি কম? কোন ভদ্র সন্তান কোন শুভযোগে—প্রায়ইত ভাগ্যে ঘটে না,—ঘটনাচক্রে পড়িয়া যদি তোমার জন্য ব্যাকুল হইয়া একটু কাঁদিল এবং নবানুরাগজন্য প্রথম প্রথম কিছু দিন ভজনালয়ে, তীর্থস্থানে বা সাধুসঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহার পর এমন এক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইবে, যে সেখানে কেবল অন্ধকার নিরাশা, মহা মরুভূমি, গুরু শিষ্যে দেখা শুনা নাই। তখন সে নাস্তিক পাষণ্ড হইয়া পাপী চার্ব্বাকদিগের দলেই মিশিবে, কি গম্ভীর সংসারকূপে ডুবিয়া মরিবে, অথবা আত্মহত্যা করিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারে না। ধর্ম্ম ভাবের মত্ততা টুকু দুর্ব্বল

মানব যখন এইরূপে শেষে হারাইয়া ফেলে, তখন আর বুঝিয়া উঠিতে পারে না উহা তোমার বিশেষ কৃপা, কি তাহার নিজের কল্পনা, অথবা মানসিক বিকার। ঘোর সংশয় আঁধারে পড়িয়া তদবস্থায় একবারে বিশ্বাসের মূলে সে কুঠার আঘাত করিয়া বসে। তাহার পর আর তাহাকে সে পথে ফিরাইয়া আনে কাহার সাধ্য! নাস্তিক হইয়া, শূন্য অন্ধকার দেখিয়া মরিবে, তথাপি বিশ্বাস ভক্তি দেবকৃপার কথা পুনরায় আর শুনিবে না। তোমার উপর তখন ক্রোধ অভিসম্পাত নিন্দা কুৎসা বর্ষণের সীমা পরিসীমা থাকে না। কোন ধর্ম্মবন্ধু সহৃদয় দয়ালু ব্যক্তি যদি তাহার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া বলে, "ভাই, এস একটু প্রার্থনা উপাসনা সঙ্কীর্ত্তন করি; এক জন পরম সাধু আমাদের পাড়ায় আসিয়াছেন দেখিতে যাই চল, তাঁহাকে দেখিলে তোমার মন ভাল হবে।" তাহা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া বিকট বদনে কর্কশ স্বরে সে বলে, "যাও যাও! অনেক দেখা আছে। ও সব গাঁজাখোরের খেয়াল! সাধু ব্যাটারা সব চোর, ফাঁকি দিয়া কেবল পরমুণ্ডে বসিয়া খায়, আর চক্ষু বুজিয়া ঢোলে।"

"ধর্ম্মরাজ্যে তোমার নামে কত অদ্ভুত অস্বাভাবিক মতামত ব্যবহার এবং তৎসঙ্গে কত বিধ প্রতারণা বঞ্চনা আছে তাহা হে অন্তর্য্যামী পুরুষ! তুমি কিই বা না জান। আবার কেবল সংসারে মজিয়া থাকিলেই কি শান্তি আছে? এরূপে আর কত কাল চলিবে, একটা কোন উপায় কিছু কর। তোমাকে দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া তোমার ইচ্ছামত চলিতে কি মানুষের ইচ্ছা হয় না? অনেকেরই হয়। কত সরল হৃদয় নির্দ্দোষ চরিত্র ব্যক্তি তোমাকে বুঝিবার জন্য কত সময় বাস্তবিকই ব্যাকুল হইয়া থাকে, কিন্তু বুদ্ধি ভাব শাস্ত্র সাধন সাধু গুরু এবং কল্পনাসাহায্যে যত দূর সাধ্য তাহা চরিতার্থের চেষ্টা করিয়া শেষ শূন্য অন্ধকার মধ্যে নিরাশ হইয়া পড়ে। আহা একটু তাহারা যদি তোমাকে প্রত্যক্ষ পদার্থের ন্যায় ধরিতে ছুঁইতে পারিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরম ভক্ত হইত। কিন্তু পথ না পাইয়া ভগ্নান্তঃকরণে তাহারা শেষে সংসারে পুত্র কলত্র বিত্ত বিভব মান যশঃ লইয়া ভুলিয়া থাকে।"

"অনেক কষ্ট সহিয়া, বহু দূর পর্য্যন্ত আসিয়াও যে কত কত ব্যক্তি শেষ বয়সে ফিরিয়া যাইতেছে? তাহাদের দৃষ্টান্ত এবং কুশিক্ষা আরো ভয়ানক।

আপনারা মরিয়া ভূত হয়, হইয়া আর দশ জনের স্কন্ধে তাহারা ভর করে। হায় এ সকল দুর্ভাগ্য মানব পরিণামে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে! তোমা ব্যতীত জীবগণের আর তো কোন গতিও নাই। পৃথিবীর লোকদিগের সাধারণতঃ বড়ই দুরবস্থা ঠাকুর, ভারি দুর্গতি! সবইতো তুমি নিজ চক্ষে দেখিতেছ, আমি আর অধিক বলিয়াই বা কি করিব?"

"তোমার বিচারটী আবার এমনি নিক্তির ওজনে যে একটু এদিক্ ওদিক্ ঝুঁকিলে অমনি আত্মগ্লানির কশাঘাত। ক্রন্দন বিলাপ অনুতাপেও কি সহজে নিস্তার পাওয়া যায়? এক দিকে কড়ায় গণ্ডায় সূক্ষ্ম ন্যায়বিচার, অপর দিকে পাপের শত সহস্র দ্বার উন্মুক্ত। চিত্তের দৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য, উত্তেজিত বাসনা; তাহার উপর আবার মস্তকে সংসারের গুরুভার, লজ্জা সম্ভ্রম রক্ষা; ইহাতে মানুষ কি করিতে পারে? অন্তরের বাসনা পিপাসাও যেমন দুর্দ্দমনীয়, বাহিরে তাহার ভোগ্য প্রলোভনও তেমনি চিত্তোন্মাদকর। এত বল শক্তি জ্ঞান মানুষের নাই যে তাহার আবর্ত্তে পড়িয়া সে প্রথম হইতে পরিমিত ভোগে সন্তুষ্ট থাকিবে এবং তোমার ইচ্ছামত চলিবে। বহু অভিজ্ঞতার পর যদিও শেষে তাহার একটু জ্ঞান বিবেক জন্মে, কিন্তু সেও অনেক বিলম্বে। সুপক্ক দৃঢ়মূল কুঅভ্যাসকে তখন সৎ পথে ফিরাইয়া আনা তাহার পক্ষে অসাধ্য। জীবনান্ত হয়, তথাপি কর্ম্মফল-ভোগ মিটে না। এমন বীর কয় জন আছে যে প্রচুর প্রলোভনের মধ্যে নির্লিপ্ত থাকিতে পারে? কিম্বা একবার লিপ্ত হইয়া সহজে তাহা হইতে মুক্তি পায়?"

"বহুদিনের সাধক কত শত মহা মহা যোগী ঋষি ভক্ত পর্য্যন্ত তোমার দ্বারে দণ্ডার্হ অপরাধীর ন্যায় চিরকাল দাঁড়াইয়া কাঁদেন, অন্য পরে কা কথা। সহজে কেহ অভ্যস্ত পাপ ছাড়িতে চাহে না, ছাড়িবার ইচ্ছা হইলেও পুনঃ পুনঃ তাহাতে গিয়া পড়ে, এমনি এখানকার বন্দোবস্ত। আমি বলিব কি ঠাকুর, এ সকল ভাবিয়া আর কোন কূল কিনারা দেখিতে পাই না। পরিণাম যাই হউক, যাহা ভাল লাগে তাই লোকে আগে করে। ঠেকিয়াই বা শিখে কয় জন? স্বভাব যদি ধর্ম্মপথের অনুকূল হইত, তাহা হইলে আর এত দুর্দ্দশা ঘটিত না। এক পেটের জ্বালাতেই দেখ না, লোক সকল কেমন উন্মত্ত হইয়া ফিরিতেছে! সাধুরা বলেন, "ধনীসন্তানেরা স্বর্গে যাইতে পারে না।"

দুঃখীরাই বা কৈ পারে? যাহাদের দুঃখ অভাব কোন দিন ঘুচিবার আশা নাই, কেবল পরিশ্রম আর দৌড়াদৌড়িতে যাহাদের জীবন শেষ হইবে, যোগ ভক্তি জ্ঞান সাধনের তাহাদের অবসর কোথায়?”

শ্রীজীবের বাক্যাবসানে ভগবান সচ্চিদানন্দ শ্রীহরি ধীরে ধীরে গভীর অর্থযুক্ত মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন, “পুত্র, তুমি নিতান্ত বালক স্বভাব, তরল হৃদয়, সেই জন্য লোকের ধর্ম্মবিড়ম্বনা দর্শনে ব্যস্ত এবং ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছ। আমার নিয়ম শাসন এবং মানবপ্রকৃতির গতি ধর্ম্মেরই দিকে। আমি যেমন দুর্লভ তোমার মনে হইতেছে, তেমনি সুলভও কি নহি? সরল পথে সহজজ্ঞানে বুঝিলে এমন সুলভ আর কিছুই নাই। কিন্তু অপ্রকৃতিস্থ হইয়া কুটিল বুদ্ধির আলোকে বক্র পথ ধরিলে এবং লোভ মোহে অন্ধ হইয়া থাকিলে কিম্বা অন্য বাসনা লুকাইয়া রাখিয়া কাপট্য করিলে. আমি দেবতাদেরও দুর্লভ বস্তু। অবশ্য ধর্ম্মজীবন সাধনের ধন, উৎকর্ষসাপেক্ষ। যথেচ্ছাচারে অনিয়মে আমি কাহারো কর্ত্তৃক বিধৃত হই না। সারল্য ও সত্যের পথে আশা ধৈর্য্যের সহিত প্রতীক্ষা করিলে নিশ্চয়ই আমি সাধক-দিগকে এক দিন কৃতার্থ করিব। মৎপ্রতিষ্ঠিত অলঙ্ঘনীয় নিয়ম যেমন বহির্জ্জগৎ শাসন করে, অন্তর্জ্জগতেও তাহার তেমনি একাধিপত্য। সে পথ ছাড়িলে লোকের দুর্গতি বিড়ম্বনা ঘটিবে সেটা কি অসঙ্গত মনে কর? নিয়ম মানিব না, যে উপায়ে যে উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাহা অবলম্বন করিব না, সত্য বুঝিয়াও বুঝিব না, সে পথে চলিব না, অথচ স্বাস্থ্যসুখ, যোগ ভক্তি পরিত্রাণ স্বর্গ ভোগ করিব, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আমার যাবতীয় নিয়ম মঙ্গলেরই জন্য। এবং তাহার শুভ ফল সমুদয় নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন, অব্যর্থ শাসনের অন্তর্ভূত। আমার জন্য যাহারা কঠোর ত্যাগস্বীকারে প্রবৃত্ত হয়, অনেক স্থলে তাহাদেরও অন্তঃকরণ অন্য বাসনা বর্জ্জিত নহে। তদ্ব্যতীত মায়াবদ্ধ সংসারাসক্ত নরনারীরা সময়ে সময়ে আমার জন্য যে পিপাসার্ত্ত হয়, হইয়া আবার ফিরিয়া যায়, সে বাস্তবিক আমার জন্য নহে; পার্থিব সুখ সুবিধার আশায় কিম্বা রোগ বিপদ দুঃখ দারিদ্র্য মোচনার্থ আমার সাহায্য তাহারা চায়। (আমাকে নয়) কিন্তু মুমুক্ষু সরলাত্মা কেহ কখন আমার দ্বার হইতে শূন্য হৃদয়ে প্রত্যাগমন করে নাই।”

"আমার পথ দুর্গম ক্ষুরধারের ন্যায়, বিচার অতি সূক্ষ্ম, তজ্জন্য পুরুষোত্তম মহামহা সাধুরাও আমার নিকট সময়ে সময়ে তিরস্কৃত হন, এবং বহু বহু সাধনেও লোকে আমাকে পায় না; এই যে কথা সকল তুমি বলিলে, ইহার একটীও মিথ্যা নয়। কিন্তু তাই বলিয়া কি ইহা কেহ প্রমাণ করিতে পারে, আমি নির্দ্দয় হৃদয় দাসব্যবসায়ীর ন্যায় অত্যাচারী? মানুষ যাহা পারে না, যে বিষয়ে সে একবারেই অক্ষম আমি তাহার নিকট কি তাহার প্রত্যাশা করি? এবং তাহা পূর্ণ না হইলে তাহাকে জন্মের মত কি একবারে অনন্ত নরকে ডুবাইয়া দিই? আমার গূঢ় তত্ত্ব, গভীর অভিপ্রায় না বুঝিলে এই রূপই মনে হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।"

"তুমি আমার বিশ্বাসী শিষ্য, ভিতরকার কথা বলি, তবে শ্রবণ কর। আমার সৃষ্টির অন্যান্য বিভাগে অবশ্য দেখিয়াছ, যে যত মহৎ প্রকৃতি, বর্দ্ধনশীল তাহার উন্নতি তত সময়সাপেক্ষ। এমন ক্ষুদ্র প্রাণী আছে, যাহাদের এক দিনেই জীবন লীলা সমাপ্ত হয়। গোবৎস, শাখামৃগ এবং অন্যান্য পশু শাবকেরা জন্মের অল্প পরেই দৌড়িয়া বেড়ায়। পক্ষী শাবকেরাও অতি কম সময়ের মধ্যে স্বাধীন কার্য্যক্ষম হইয়া উঠে। মনুষ্য সৃষ্টির ভূষণ, তাহার উন্নতি যেমন অনন্ত তেমনি উহা বহুকালসাপেক্ষ। এক শত বৎসরে তাহার জীবন শেষ হইবে না। ভূত কালের সহস্র সহস্র মনুষ্য বংশের জ্ঞান ধর্ম্ম নীতির সুপক্ক ফল তোমরা এই বর্ত্তমান বংশে অনায়াসে সম্ভোগ করিতেছ। তথাপি ইহা এখনো পূর্ণরূপে পরিপক্ক হয় নাই। কেবল অভাব এবং দুঃখ কষ্টের দিক্‌টাই দেখিবে কেন, তোমরা কিরূপ বংশের সন্তান এবং উন্নতিশীল মহৎ, পূর্ব্বপুরুষদিগের উপার্জ্জিত কত জ্ঞান সম্পদের উত্তরাধিকারী তোমরা হইয়াছ তাহাও ভাব। আদিমাবস্থার সহিত তুলনায় পৃথিবীর উন্নতি, না অধোগতি দেখিতেছ?"

"সাধারণ মানবমণ্ডলীর দুর্গতি অধোগতি এবং তাহাদের বিষম পরীক্ষার কথা যাহা উল্লেখ করিলে, তাহার তাৎপর্য্য অবধারণ কর। মানব প্রকৃতি আমার গুপ্ত লীলার বৃন্দাবন। কাহার সহিত কি ভাবে আমি লীলা করিতেছি, কাহার জীবনের কখন কোন্ দিকে গতি হয় তাহা গুটি কতক বাহ্য লক্ষণ দ্বারা এবং নিজের সঙ্গে তাহা মিলাইলে বুঝিতে পারিবে না। আমি

রাজাকে দিয়া প্রজা, পিতা মাতা দ্বারা সন্তান, গুরু দ্বারা শিষ্য, জ্যেষ্ঠের দ্বারা কনিষ্ঠ, ধনী দ্বারা দরিদ্র এবং শিক্ষক দ্বারা ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকি। নিরন্তর এই অবিভাজ্য মনুষ্যত্বকে আমি আলোড়ন, ঘর্ষণ, পেষণ করিতেছি, তাহারই সংমিশ্রণ এবং বিশ্লেষণে বিচিত্র অদ্ভুত চরিত্র সকল উৎপন্ন হইতেছে। এই নব নব গূঢ় সৃষ্টিরহস্য তোমাদিগের ভূতত্ত্ব—প্রত্নতত্ত্ব—এবং ক্রমবিকাশতত্ত্ববিদ্‌গণের দুরধিগম্য। শৈলশিরা এবং বালুকা রাশির মধ্যে যেমন স্বর্ণবিন্দু থাকে তেমনি মনুষ্যত্বের ভিতর দেবত্ব আছে;—কোথাও ঘনীভূত অধিক পরিমাণে, কোথাও বা বিচ্ছিন্ন অল্পাংশ। কাহাকে কোন্ পথ দিয়া কিরূপ গঠনপ্রণালীতে নিয়তির দিকে আমি লইয়া যাইতেছি, তাহা মানবীয় বিজ্ঞান ইতিহাসে এখনো লিপিবদ্ধ হয় নাই।”

“এই বিস্তীর্ণ মনুষ্যসমাজ নানা শ্রেণীর বহু প্রকার অবস্থাপন্ন নর নারীতে গঠিত, জ্ঞানী সাধক সিদ্ধাত্মারা ইহার শীর্ষ স্থানীয়। কিন্তু অজ্ঞ অল্পজ্ঞ উদরপরায়ণ জনসাধারণের ভিতরে যে ভাবী উন্নতির বীজ অপরিস্ফুট থাকে, দৈহিক মৃত্যুতে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায় না। এক দিকে উহা যেমন স্তরে স্তরে জাতীয় অখণ্ড সর্ব্বজনীনচরিত্র বিকাশের উপাদান সহায়, তেমনি ব্যক্তিগত ভাবে লোকলোকান্তরে উন্নতিশীল অমরত্বের অধিকারী। অসভ্য বন্য প্রকৃতি বর্ব্বর জাতির মধ্যে এমন সকল সারল্য সত্যপ্রিয়তা, স্বাভাবিক জ্ঞান ধর্ম্ম নীতির সৌন্দর্য্য আছে যাহা শিক্ষিত ভদ্র সমাজে অতিশয় বিরল দৃশ্য।”

“আর পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সহজ ভাবে সরল পথে আমার সঙ্গে মিলন এবং স্বভাবসম্বন্ধ রক্ষার কথা যাহা বলিলে, ভাবিয়া দেখ পাপপথে কত ভয় বিভীষিকা অমঙ্গল অশান্তি, আর ধর্ম্মপথে কেমন শান্তি আরাম স্বাধীন প্রমুক্ত ভাব! যদিও সাধনসাপেক্ষ, কিন্তু অভ্যাস গুণে ধর্ম্ম স্বাভাবিক হইয়া যায়। এই জন্য আমি ক্রমবিকাশশীল ধর্ম্মজীবনকে স্বভাবের ভূমিতে রোপণ করিয়াছি। যদিও মুক্তিপথ ক্ষুর ধারের ন্যায়, কিন্তু উহা সরল সহজ; ভাল হইবার ইচ্ছা থাকিলে সহজে তাহার উপর দিয়া দিব্যধামে যাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত পাপবিনাশের জন্য আমি সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি। দুষ্কর্ম্ম দমনের নিমিত্ত রাজদণ্ড, সামাজিক শাসন, লোকলজ্জা; এবং উৎকট মহাব্যাধি দেহে দেহে, বিপদ মৃত্যু ঘরে ঘরে ফিরিতেছে; মস্তকোপরি দেবদূত স্বরূপ পবিত্রাত্মা

মহাজনদিগের চরিত্র স্বরূপ জ্বলন্ত সুদর্শন চক্র ঘুরিতেছে; পাপচিন্তা, কু-কামনার শাসনের জন্য জীবনে জীবনে বিবেক তীব্র দংষ্ট্রা নিষ্কোষিত করিয়া রাখিয়াছে; তদনন্তর সকলের মূলদেশে—যেখানে পাপপ্রবৃত্তির প্রস্রবণ, যে স্থান হইতে পূর্ব্বকর্ম্মফলে অজ্ঞানে অলক্ষিত ভাবে কুরুচি কু-কামনা মস্তক উত্তোলন করে, আমি দিব্য দৃষ্টিতে তৎপ্রতি চাহিয়া আছি। ইহা ব্যতীত স্থূলবুদ্ধি মূঢ়দিগকে শাসন ও সংশোধন করিবার জন্য আমার প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়মরাজী হাতে হাতে দণ্ড বিধান করিতেছে। স্বভাবের অনতিক্রমণীয় ধর্ম্মানুসারে পাপ নাশের বীজ তাহার ভিতরেই রোপণ করিয়া রাখিয়াছি। এই জন্য কোন কালে পাপ করিয়া সুখে নিরাপদে কেহ থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে ধর্ম্ম নিয়ম পালন করিয়া সাধুরা ইহপরলোকে নির্ভয়ে শান্তি আনন্দ চিরদিন ভোগ করেন। এক্ষণে হৃদয়ঙ্গম কর; স্থূল জঘন্য পাপক্রিয়া হইতে প্রচলিত সূক্ষ্ম সভ্যপাপ, তাহা হইতে পাপচিন্তা, তাহারও মূলে পাপ-প্রবৃত্তির গতি,—ইহার শাসন পীড়ন উচ্ছেদের জন্য কেমন সকল বিধান ব্যব-স্থাপিত আছে। কোন বিষয়েরই অভাব আমি রাখি নাই, রোগের উপযুক্ত ঔষধ সঙ্গে সঙ্গেই সৃজন করিয়াছি। একটী কথা স্মরণে রাখিও, মানুষ স্বাধীন ভাবে সজ্ঞানে বুঝিয়া এই পথে চলিবে, তাহাকে জড় বা পশুর ন্যায় আমি করি নাই। স্বাধীনতা ভিন্ন মুক্তি, বা সাধুতা পবিত্রতার কোন অর্থ হয় না। আমার পরম মঙ্গল অভিপ্রায় এবং প্রেমপূর্ণ মাতৃদৃষ্টির প্রতি যখন তাহার দিব্য দৃষ্টি পড়িবে তখন আত্মশাসন প্রণালীতে চক্ষুলজ্জার সু-কোমল স্নেহ এবং উদার ক্ষমাপীড়নে সে নির্দ্দোষ শিশু সমান হইবে। সুবোধ বালক যেমন জননীর কাতরতাব্যঞ্জক শ্রীমুখের একটী সুমিষ্ট মৃদু ভর্ৎসনা এবং তদীয় স্নেহনয়নের অশ্রু কণাকে অসহ্য বোধ করত কাঁদিয়া ফেলে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এই বন্য প্রকৃতি পশু সমান দুর্দ্দান্ত মানব ক্রমে সহজে এইরূপে পাপ স্বীকারপূর্ব্বক তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। এজন্য হে প্রিয় ভক্ত, তুমি উদ্বিগ্ন হইও না। দেশ কাল পাত্রে আমার শাসন বিধান বদ্ধ নহে। যে কেহ আপনার দুঃখ দারিদ্র্য অজ্ঞা-নতা অনুভব করত সরল হৃদয়ে আমার দ্বারে প্রার্থী হইবে সেই আমার প্রসাদ লাভ করিতে পারিবে। ভক্তিরাজ্যে দুঃখী ধনী, মূর্খ জ্ঞানী সকলেরই

সমান অধিকার। বিশেষতঃ এখানে দীন অকিঞ্চন দাসদিগেরই কৌলীন্য এবং প্রাধান্য।”

“মহাজ্ঞানী বহুদর্শী সুবিজ্ঞ পণ্ডিতসমাজ বিশাল বিজ্ঞানরাজ্য ভ্রমণের পর যখন স্পষ্ট দেখিবেন, সব দিক অনন্ত অজ্ঞেয় এবং মানব বুদ্ধির অগম্য, তখন তাঁহারাও বালকের ন্যায় সরল ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিবেন “হে দুর্লক্ষ্য, অজ্ঞাত অজ্ঞানিত, হে দুর্বোধ্য গভীর রহস্য, হে অনন্ত আশ্চর্য্য, তোমাকে বুঝি বা না বুঝি, চেতনাচেতন, দৃশ্যাদৃশ্য বস্তুর মূল তত্ত্ব এবং ক্রিয়া-যোগ রহস্য বুদ্ধিতে মীমাংসা করিয়া চিন্তায় ধারণ করিতে সক্ষম হই বা না হই, কিন্তু প্রাকৃতিক অলঙ্ঘ্য নিয়মের কার্য্যফল, জীবের জীবনের সহিত তাহার উপযোগিতা, উপকারিতা এবং যাবতীয় প্রত্যক্ষ ঘটনার মধ্যে গভীর জ্ঞান-কৌশল, মঙ্গলাভিপ্রায় দেখিয়া হে বিশ্বান্তরালবাসী মহারহস্য, অত্যদ্ভুত “কিছু”, তোমাকেই পিতা মাতা রাজা এবং পরম সুহৃদ্ বলিয়া মনে হয়। কেন এরূপ মনে হয় তাহা যুক্তি বিচারের সঙ্গে মিলাইয়া বিজ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিতে পারিলাম না, তথাপি মনে হয়। তোমাকে এক জন ব্যক্তি-রূপে “তুমি” শব্দে সম্বোধন করা যদিও বিজ্ঞানসঙ্গত নহে,—তথাপি ঠিক যেন মা বাপের মত মনে হয়।” এইরূপে তাহারা প্রথমে পরিজ্ঞাত জ্ঞানের চারিদিকে এক অনন্ত রহস্য দেখিয়া যখন দৃশ্যমান ঘটনা এবং কার্য্যনিয়মকে সর্ব্বস্ব জ্ঞান করত পরিশেষে তাহাতে অতৃপ্ত হইবে তখন প্রাণের আবেগে আপনিই বলিয়া উঠিবে, “হে আশ্চর্য্য অদ্ভুত অজ্ঞেয় “কিছু”, তুমি যে হও সে হও, কিন্তু তুমি আমার আমি তোমার। চিনি না, জানি না, বুঝি না তোমারে তথাপি তোমারে চাই। সজ্ঞানে অজ্ঞানে পরাণের টানে তোমাপানে ছুটে যাই।” সর্ব্বশেষে যখন উদ্বেলিত হৃদয়ে বিস্ময়বিস্ফারিত মনে আকুল প্রাণে বলিবে, “তুমি সত্য সত্যই মা বাপ।” তখন কৃতার্থ হইবে। আমি অনন্ত দুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করিয়া মাতৃবেশে তাহাদিগকে তখন কোলে লইয়া সান্ত্বনা দিব, এবং আমার স্নেহস্তন্য পান করাইয়া তাহাদিগকে বিজ্ঞানাত্মা পরমভক্ত করিব।”

ভক্তিযোগ—বিংশ অধ্যায়।

জপ-মাহাত্ম্য।

জীব জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, মন্ত্রজপের ফল কি এবং তাহা কি ভাবে সাধন করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায় তাহা আমাকে শিখাইয়া দেও।

ভক্তবৎসল হরি বলিলেন, "ভক্তিসাধনের মধ্যে যোগের এক বিস্তৃত ক্ষেত্র আছে। আমার ভক্ত সকল সময়েই যে ভাবে প্রেমে মত্ত হইয়া হাস্য ক্রন্দন নৃত্য কীর্ত্তন করেন তাহা নহে। যখন যখন প্রগল্ভা ভক্তির জোয়ার আসে কিম্বা বান ডাকে তখনই কেবল উন্মত্ততা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে হাসায় কাঁদায়। ঠিক যেন আগ্নেয় গিরির অনলোচ্ছ্বাস। সব সময় তাহার অগ্নি উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয় না, প্রচ্ছন্ন দাহ্যমান পদার্থের বিশেষ সংযোগ এবং ঘাত প্রতিঘাত ঘটিলে উহা মহাবেগে দিগদিগন্তরে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, কিন্তু অবশিষ্ট সময় পর্ব্বতগর্ভে নিদ্রিত সিংহের ন্যায় গম্ভীর ভাবে ঘুমাইয়া থাকে। নাম কিংবা মন্ত্র বা শ্লোক পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি বা জপ করিলে ভক্তির ঘনত্ব এবং স্থায়িত্ব জন্মে। চতুর কৃষক যেমন বৃষ্টির জলকে আলবাল দ্বারা ভূমিতে সঞ্চয় করিয়া রাখে, মন্ত্রজপ দ্বারা আমার প্রেরিত অহৈতুকী ভক্তিকে তেমনি চতুর ভক্তগণ হৃদয়ক্ষেত্রে ধরিয়া রাখে। ইহাকে এক প্রকার জপযোগ বলা যায়।"

"একটী ছোট শব্দের মধ্যে বৃহৎ ব্রহ্ম বস্তুর অবস্থান, সেই শব্দের অবলম্বনে চিত্ত সহজে একাগ্র এবং দর্শনযোগে মগ্ন হয়। জীবনের সমগ্র গতি তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া পুনঃ পুনঃ তদ্‌গত চিত্তে উহা জপ করিতে হইবে। যদিও একটী শব্দ বা নাম, কিন্তু ভক্তি অনুরাগের- গুণে তাহার ভিতর হইতে আমার বিপুল তত্ত্ব এবং বিচিত্র লীলারস উৎসারিত হইয়া পড়ে। যতই জপ করিবে ততই ঘন হইতে ঘনতর যোগানন্দ এবং প্রেমানন্দে প্রাণ ডুবিয়া যাইবে। এই নামজপ সাধন সংক্ষিপ্ত সাধন, কিন্তু সারসাধন। বহুদর্শী জ্ঞানী ভক্ত পরিণামে আমার একটী নামের মধ্যেই অনন্ত স্বর্গ দর্শন করেন।"

"যে নামটী যাঁহার বিশেষ প্রিয় সেইটী হইবে জপমন্ত্র, অন্যান্য নাম অন্য সময়ের জন্য। কিন্তু যে নামেই যিনি কেন জপযোগ সাধন করুন না, তাঁহার

অবলম্বিত. শব্দের অন্তর্গত ভাবার্থের মধ্যে আমার সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন স্বরূপ সত্তা উপলব্ধি করিতে হইবে। এক খণ্ড হীরক যেমন কোটী কোটী মুদ্রার সমান, আমার একটী ক্ষুদ্র নাম তেমনি আমার অনন্ত গুণের আধার জানিবে। কেবল সংখ্যা পূরণ এবং তজ্জন্য দীর্ঘকাল ক্ষেপণ জপের উদ্দেশ্য নহে। প্রগাঢ় ভক্তি-যোগে অল্পক্ষণের জপশক্তি বহুক্ষণ জীবনে অবস্থিতি করিতে পারে, আবার সমস্ত দিন লক্ষ হরিনাম জপ করিলেও হৃদয়ের শূন্যতা যায় না। জপ আপনি আপনার স্রোতে ভাসিতে থাকিবে। জড়জগতে অপ্রতিহত গতি যেমন গতিশক্তিকে ক্রমান্বয়ে পরিবর্দ্ধিত করে, অধ্যাত্ম জগতে ঘনীভূত অনুরাগের তেজে তেমনি জপমন্ত্র শেষ আপনাপনি কখন নীরবে, কখন বা স্পষ্টাক্ষরে ধ্বনিত হয়। প্রাণায়াম সাধন অপেক্ষা এই জপের ফল অতীব স্বাস্থ্যকর এবং কল্যাণজনক।”

জীব জপমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “হে পাপীর বন্ধু, ভক্তসখা, এরূপ এক বিধ নীরস উপায়ে সরস সুকোমল ভক্তিরস কিরূপে উৎসারিত হইবে আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যাহাতে তোমার সুগভীর বিজ্ঞান তত্ত্ব স্তরে স্তরে উদ্‌ঘাটিত হয় এবং নব নব চিন্তাতরঙ্গ উঠে এবং তৎসঙ্গে বদ্ধভাবাপন্ন বুদ্ধির প্রাচার ভাঙ্গিয়া যায় ও অনাবিষ্কৃত সত্যরাজ্য প্রসারিত হইয়া পড়ে, ঈদৃশ সাধনে আমি হাতে হাতে ফল পাইয়াছি। পরসেবার কথা যাহা বলিলে, তাহাতেও বেশ অনুরাগ এবং স্ফূর্ত্তি জন্মে। তদ্ব্যতীত ভক্তির যে বিশেষ সাধন,—সৎপ্রসঙ্গ, সাধুসঙ্গ এবং নামসঙ্কীর্ত্তন, ইহাও অতীব উপাদেয় হৃদ্য পথ্য। কিন্তু কেবল একটী নাম বা মন্ত্রের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে কি হৃদয়ের সজীবতা রক্ষা হয়? এক ভাবে বসিয়া, এক কথা বলিতে বলিতে কি আলস্য অবসাদ আসিবে না? বরং ইহাকে স্থিরচিত্ত যোগীর ধ্যান সাধনের পক্ষে অনুকূল বলা যাইতে পারে। ভক্তি যেমন হৃদয়গ্রাহী সরস সুমিষ্ট সামগ্রী, ইহার সাধনোপায় গুলি কি তেমনি নহে?”

ভগবান। নিস্তব্ধ ধ্যান যোগ ভক্তির এক প্রধান অঙ্গ। এই জন্য পরম নির্ব্বৃতি লাভানন্তর মধ্যে মধ্যে তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতি ভক্তজীবনের একটী লক্ষণ কথিত আছে। জপমন্ত্র সাধনে যদিও নিষ্ক্রিয়তা এবং ঐকান্তিকতার প্রাধান্য লক্ষিত হয়, এবং ইহা শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক বিচিত্র ক্রিয়াবিহীন, কিন্তু ইহা সর্ব্ববিধ সাধনের ঘনীভূত অবস্থা। এক কথায় ইহাকে সাধনের

সার সাধন কিংবা সিদ্ধত্ব বলা যায়। যিনি প্রেম ভক্তির আস্পদ, সর্ব্বরসাশ্রয়, যাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারিলে পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয়, জপযোগে তাঁহার অব্যবহিত নৈকট্য অর্থাৎ স্পর্শসুখ অনুভব করিতে পারিবে। যদ্দ্বারা বিনা আয়াসে সহজে ব্রহ্মসম্ভোগ হয় তাহা অপেক্ষা আর মিষ্ট সাধন কি হইতে পারে? শিশু সন্তান বিনা প্রয়োজনে কত সময় কেবল "মা" "মা" "মা" বলিয়া ডাকিতে এত ভালবাসে কেন? ঐ মা শব্দের অভ্যন্তরে মাতৃত্বের সমগ্র স্নেহ মাধুরী পুঞ্জীভূত থাকে এই জন্য। প্রেমাস্পদ হৃদয়বন্ধুর অকৃত্রিম ভালবাসার যখন পরিচয় গ্রহণ করা যায়, তখন বহু বিধ বাহ্যোপকরণের প্রয়োজন হয়; কিন্তু সে সময় বন্ধু যে কি সামগ্রী সে দিকে বড় দৃষ্টি পড়ে না, তদীয় প্রদত্ত বাহ্য প্রেমচিহ্ন গুলিই বারম্বার নয়নপথে পতিত হইয়া হৃদয়কে ভাব প্রেম কৃতজ্ঞতায় ক্রমাগত আলোড়িত করে। এইরূপে কিছু কাল গত হইলে বন্ধুর বন্ধুত্ব হৃদয়ের সঙ্গে মিশিয়া স্থিরত্ব এবং গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়। তখন বন্ধু শব্দই পরমতৃপ্তিকর। তুমি আমার পুরাতন প্রিয় ভক্ত, আমি যে তোমায় কত ভালবাসি তাহার অনেক পরিচয় তুমি পাইয়াছ, আমার নিকট সাধনের বিস্তৃত তত্ত্বকথা অনেক শুনিয়াছ এবং সুদীর্ঘ প্রণালীতে তাহা সাধনও করিয়াছ; এক্ষণে তোমার পক্ষে আমার নাম জপ কি যথেষ্ট নহে? সাধনের সমগ্র ফল এই নামের মধ্যে এক সময়ে যুগপৎ সম্ভোগ করিতে পাইবে। কেন না, "হরিনাম কল্পতরু, অনন্ত রত্নের খনি।"

ভক্তিযোগ—একবিংশ অধ্যায়।

নবযুগধর্ম্ম।

নবভক্তি বিধানের সাধ্যসাধনতত্ত্ব কথা শুনিতে শুনিতে যখন শ্রীজীবের হৃদয় ক্রমে দ্রবীভূত হইতে লাগিল তখন তিনি ভাবে গদ্গদ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে লীলাবিহারী, ভগবান মহাবিষ্ণু, যুগযুগান্তরে, দেশদেশান্তরে জীবসাধারণের উদ্ধারের জন্য যে সকল মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়া নব নব বিধান সকল ঘোষণা করেন তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের এবং তোমার সম্বন্ধ কিরূপ? ভক্তির উৎকর্ষ সাধনার্থ এবং আমাদের দৈনিক ধর্ম্মজীবনের পক্ষে তাঁহাদের শিক্ষা এবং দৃষ্টান্তের কি বিশেষ প্রয়োজনীয়তা কিছু আছে?"

ভগবান। অবশ্য আছে। কিরূপে আমাকে ভক্তি করিতে এবং ভাল বাসিতে হয়, ভক্ত মহাপুরুষদিগের নিকট জনসাধারণ তাহা শিক্ষা করিবে। মানবেতিহাসে যুগধর্ম্মমাহাত্ম্য অতীব মনোহর; প্রেরিত মহাত্মাগণ এক এক বিষয়ের এক একটী আদর্শ, এবং প্রেমভক্তি পবিত্রতার মূর্ত্তিমান আকার। তাঁহারা যদিও তোমাদের উপাস্য কিম্বা পরিত্রাতা নহেন, কিন্তু পরিত্রাণের প্রথম সহায়। প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা তাঁহাদিগকে স্মরণপূর্ব্বক প্রণাম করিবে। যুগে যুগে এই সকল অলোকসামান্য মহচ্চরিত্রের ভিতর দিয়া অভিনব বিধান জগতে প্রচারিত হয়। স্বদেশ বিদেশের প্রাচীন এবং আধুনিক ইতিহাসে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে। এই যুগধর্ম্ম-লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন ভক্তি লাভের এক প্রধান উপায়। কারণ, যখন যে দেশে যে জাতির মধ্যে আমার বিশেষ বিশেষ প্রকট লীলা অভ্যুদিত হয় তখন বৈরাগ্য প্রেম ভক্তি পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হইয়া থাকে। তৎকালে মানুষে দেবতার আবির্ভাব লোকে দেখিতে পায়। ইহাকেই বলে নরহরিরূপ। যেমন আমার স্বরূপের আরাধনা এবং স্বরূপসংযুক্ত সত্তার ধ্যান করিবে, তেমনি আমার ভক্তগণের জীবন ও চরিত্র যেন তোমার ধ্যেয় এবং আরাধ্য হয়। ভক্ত মহাজনগণের সহিত আমার এবং তোমাদের সম্বন্ধ কি প্রকার ইহা লইয়া পৃথিবীতে অনেক মতামত প্রচলিত আছে; কিন্তু তাঁহারা কে এবং কি তাহা নিজমুখেই তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান তাঁহারা নহেন, এবং সামান্য মানবও নহেন। আদর্শ মানব বা লোকগুরু বলিয়া তাঁহাদের চরিত্র আত্মস্থ করিতে হইবে। এবং ছোট ছোট ঈশা শাক্য গৌরাঙ্গ হইতে হইবে। যখন তোমার হৃদয় নীরস নিরুদ্যম নির্জীব বোধ হইবে, তখন ঐ প্রেমবিগলিত নরোত্তম ভক্তজীবনের শরণাপন্ন হইও, দেখিবে তাঁহাদের কেমন জীবন্ত প্রভাব! কিন্তু মুখে তাঁহাদের দেবগুণের স্তুতিবাদ এবং মতামতের গৌরব ঘোষণা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না। জীবনে তাঁহাদের জীবনচ্ছবি দেখাইতে হইবে। তাঁহাদের অমর দেবচরিত্র দেশ কাল পাত্রে বদ্ধ নহে। উহা জাতি ও ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে প্রতি জনের নিজস্ব সম্পত্তি। সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে জীবনে জীবনে তাহার পুনঃ পুনঃ পুনরুত্থান হইয়া থাকে। আমার প্রকৃত ভক্তগণ সাধকবংশের জ্ঞানচক্ষের চসমা স্বরূপ, আমাকে ভিতরে বাহিরে দেখাইয়া দেওয়া তাহার উদ্দেশ্য, নিজে তাঁহারা কাহারো ব্যবধান হন না। অনন্ত প্রস্রবণ স্বরূপ যে

আমি, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার প্রদত্ত অনন্তজীবনপ্রদ শান্তিজল যাহাতে প্রতি-জনে পান করিতে পারে তাহারই জন্য ঐ মহাত্মারা সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকেন। বিপদ পরীক্ষা প্রলোভনে তাঁহাদের দৃষ্টান্ত বিশেষ উপকারী।

জীব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানের ভক্তিতত্ত্ব যাহা পুরাণে বর্ণিত আছে তাহাতে তোমার প্রেমলীলার অনেক পরিচয় পাইয়াছি, কিন্তু বিশুদ্ধ বিজ্ঞান দর্শনের সঙ্গে তাহা মিলাইতে পারি নাই। তখনকার লোকেরা ভক্তকেই স্বয়ং ভগবান মনে করিতেন। বর্ত্তমান বিধানের ভক্তির সহিত জ্ঞানের কি সামঞ্জস্য হইয়াছে?

ভগবান বলিলেন, "বৎস, জ্ঞান ভক্তি যোগ কর্ম্ম চতুষ্টয়ের সামঞ্জস্যের জন্যই এই ব্রহ্মগীতার অভ্যুদয়। আমার সহিত ভক্তের পার্থক্য এবং মিলন এবং তাঁহার সহিত অপর লোকের সম্বন্ধ কিরূপ, সব তোমাকে বুঝাইয়া দিয়াছি। এ বিষয়ে বাহুল্য বর্ণনায় আর কোন প্রয়োজন নাই। আমি ইতিপূর্ব্বে মৎপ্রেরিত ভক্তবর শ্রীমান ব্রহ্মানন্দের মুখে যে অভিনব ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহার সংক্ষিপ্ত সার এক্ষণে শ্রবণ কর। ইহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে কেহ পাঠ করিবে, সে বুঝিতে পারিবে শুদ্ধাভক্তি কি পদার্থ, এবং দর্শন বিজ্ঞানের সহিত তাহার কেমন সামঞ্জস্য।"

ভক্তিযোগ—দ্বাবিংশ অধ্যায়।

নবভক্তির লক্ষণ।

(১) ভক্তির লক্ষণ। সত্যং শিবং সুন্দরং এই তিন স্বরূপবিশিষ্ট পদার্থের প্রতি হৃদয়ের কোমল অনুরাগের নাম ভক্তি। সত্যস্বরূপে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা,—মঙ্গলস্বরূপে প্রেম ও ভালবাসা,—সুন্দরে মোহিত হওয়া। তুমি আছ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, তুমি মঙ্গল আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি সুন্দর আমি তোমাকে দেখিয়া মোহিত হই। সত্যং শিবং সুন্দরং, ভক্তি শাস্ত্রের জপমন্ত্র। সুন্দর ঈশ্বরকে দেখিলে মন আকৃষ্ট হয়, সেই আকর্ষণের নাম অনুরাগ। বিশ্বাস-বিহীন ভক্তি প্রকৃত ভক্তি নহে। এই জন্য উক্ত তিনটী স্বরূপে বিশ্বাস করিবে। যেখানে এই স্বরূপ দেখিবে তথায় ভক্তি অর্পণ করিবে।

(২) ভক্তি ও যোগ সাধনের মূলে সত্য স্বরূপের সাধন করিতে হইবে। তুমি নাই ইহাতে অবিশ্বাস, তুমি আছ ইহাতে বিশ্বাস। তুমি আছ, বলিবা-

মাত্র আর এক জনের সত্তা উপলব্ধি হইবে। যাহাদের ভূতের ভয় আছে তাহারা অন্ধকার রাত্রিতে শ্মশানে অথবা কোন ভয়ানক স্থানে যাইবামাত্র তাহাদের শরীর ছম্ ছম্ করে এবং মনে হয় যেন সেখানে কে আছে। যদিও এ দৃষ্টান্ত ভাল হইল না, তথাপি "তুমি আছ" বলিবামাত্র শরীর ছম ছম্ করিবে, কে যেন কাছে আছে, ইহা বোধ হইবে। সমস্ত আকাশে তুমি ব্যাপ্ত আছ এবং আমার আত্মাতে তুমি আছ, এ দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। একটি পরিব্যাপ্ত, অপরটি সঙ্কীর্ণ। তাঁহার মধ্যে আমি, আমার মধ্যে তিনি। "তুমি আছ" ইহা বারংবার উচ্চারণ করিতে হইবে। কোন একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে হইবে, ঐ তুমি আছ! কখন উর্দ্ধে, কখন সম্মুখে, কখন পার্শ্বে সত্য স্বরূপের সাধনার পূর্ণতাই দর্শন। সেই দর্শন ভিন্ন বিশ্বাস স্থায়ী হয় না। সত্য স্বরূপের সাধন নির্গুণ, ইহাতে কোন গুণ আরোপিত হইবে না। নির্গুণ সত্তা ধ্যান করিতে হইবে। ইহা সফল হইলে উহাতে মঙ্গলাদি স্বরূপ দর্শন সহজ হইবেক।

(৩) সাধনের সময় মন চঞ্চল কিম্বা ইন্দ্রিয় প্রবল হইলে সাধন ভঙ্গ হয়। ইহার প্রতি উপেক্ষা না করিয়া "দূর হ!" বলিয়া তাড়াইতে হইবে। মন স্থির না হইলে সংযম হয় না। সাধনের সময় চারিটি বিষয় স্থির রাখিতে হইবে। (১) স্থান, (২) আসন, (৩) শরীর, (৪) মন।

(৪) সংসার ও সামাজিক প্রতিবন্ধক সাধনের প্রধান শত্রু। সংসারের ঠিক বন্দোবস্ত অগ্রে না করিলে সাধনের ব্যাঘাত হয়। সামাজিক ব্যবহারে,—কার্য্যে ও বাক্যে নির্লিপ্ত থাকিতে হইবে।

(৫) ভক্তি পাপ পুণ্যের অতীত। পাপ নষ্ট হইয়া পুণ্যের উৎপত্তি হইলে পরে সেই পুণ্যভূমিতে ভক্তির উৎপত্তি হয়। ভক্তি সত্যের উপর রং দেওয়া, মত্ততা প্রেমের ফল। ভক্তির হেতু ব্যাকুলতা, ব্যাকুলতার হেতু নাই; এইজন্য ভক্তিকে অহৈতুকী বলে। আমার অন্য কিছু ভাল লাগে না, এই ভাবে ভক্তির আরম্ভ। আমার ভাল লাগে এই ভক্তির অবস্থা।

(৬) ভক্তি পাপ পুণ্যের অতীত হইলেও ভক্তির আবার পাপ পুণ্য আছে। শুষ্কতা ভক্তির পাপ, প্রেম মত্ততা ভক্তির পুণ্য। হৃদয়প্রস্তরকে ব্যাকুল ক্রন্দনের জলে বিগলিত করিতে হইবে। ব্যাকুল ক্রন্দনের জলে হৃদয়

উর্ব্বরা হয় না, প্রেম ও আনন্দজলে হৃদয় উদ্যান উর্ব্বরা হয়। সেই উদ্যানে বিবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। অহৈতুকী ভক্তির ক্রন্দনও অহৈতুকী, সাধন ভক্তির উপায় সাধন।

(৭) যোগের সাধন মৃত্তিকার উপর, ভক্তির সাধন জলের উপর। দৈব ও সাধন দুই উপায়ে ভক্তি লাভ হয়। দেবদত্ত যে ভক্তি তাহা সাধন দ্বারা রক্ষিত হয়। সাধনের উপর নির্ভর না করিয়া সাধন করিবে, দেবপ্রসাদের উপর ফলের প্রত্যাশা রাখিবে। উভয় উপায় শিরোধার্য্য। দেবপ্রসাদ বায়ুর ন্যায় কখন কোন্ দিক হইতে আইসে তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু সাধনের দ্বারা ঐ বায়ুকে সকল দিক হইতে প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

(৮) ভক্তি দেবপ্রসাদ হইলেও তাহার জন্য সাধন চাই। কিন্তু সাধনের জন্য ঈশ্বরের নিকট দাওয়া করা উচিত নয়। সাধন কর, পরে যথা সময়ে তিনি ফল দিবেন। তিনি ফল না দিলেও সাধন করিতে হইবে। যখন ভক্তি আসিতেছে তখন জানিবে যে অত্যন্ত আসিবে; তাহার জন্য ব্যাকুলতা চেষ্টা চাই। এই জন্য ভক্তি পাইলেও লাভ, না পাইলেও লাভ।

(৯) সত্যং শিবং সুন্দরং ভক্তির বীজ মন্ত্র। সত্য সাধন যোগ ও ভক্তির সাধারণ ভূমি, শিবং ও সুন্দরং ভক্তির বিশেষ সাধন। স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্রের কথা শুনিয়াছ। এই দুই শাস্ত্র শিবং অর্থাৎ মঙ্গল ভাবের সাধন। ঈশ্বরের দয়া দুই প্রকার,—সাধারণ এবং বিশেষ। অন্ন পান জল বায়ু ঔষধ পথ্য প্রভৃতি সাধারণ। নিজের প্রতি বিশেষ দয়াকে বিশেষ বলে। এই দুই দয়া স্মরণপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতার সহিত ঈশ্বরকে ভালবাসার নাম স্মৃতিশাস্ত্র। প্রতিদিন জীবনের বিশেষ ঘটনা স্মরণ করিয়া লিখিয়া কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা সাধন করিতে হইবে। যিনি উপকার করেন তাঁহাকে ভালবাসা যায়। ঈশ্বরের দয়া স্মরণ করিয়া এবং তাঁহাকে দেখিয়া ভালবাসিতে হইবে। প্রথমে স্মরণ করিয়া ভালবাসা, পরে দেখিয়া ভালবাসা। যখন তিনি দর্শন দেন তখন আর উপকার স্মরণ করিতে হয় না, দেখিবা মাত্রই ভালবাসা উপস্থিত হয়। ইহাকেই দর্শনশাস্ত্র বলে।

(১০) প্রেমময়কে দর্শন করিয়া যে ভালবাসা জন্মে তাহার হেতু নাই। চন্দ্রের উপকার স্মরণ করিয়া কেহ তাহাকে ভালবাসে না। প্রথমে দর্শনপ্রেমে

হৃদয় আর্দ্র হয়, পরে তাহা ঘন হইয়া মেঘের ন্যায় হয়, আর একটু ঘন হইলে তাহা হইতে অশ্রুরূপে বারি বর্ষণ হয়। তাঁহাকে দেখিয়া যদি অশ্রুপাত না হয় তবে তাহা সম্যক দর্শন নহে। অশ্রুকে সামান্য মনে করিও না।

(১১) চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার হয়। পূর্ণিমাতে কটালে বান ডাকে। শুষ্ক ভূমি তখন প্লাবিত হয়। সেইরূপ হৃদয়াকাশে প্রেমচন্দ্র উদিত হইলে জোয়ার হয়। পূর্ণচন্দ্রোদয়ে বান ডাকে। তখন হৃদয় প্লাবিত হয়, পাপ রূপ ময়লা যাহা জন্মিয়াছিল তাহা ভাসিয়া যায়, কিন্তু ইহাতে খুব নীচেকার পাপ যায় না।

(১২) প্রেমচন্দ্র যতই দেখিবে ততই হৃদয়ে জোয়ার হইবে, ও বান ডাকিবে। এইরূপে ক্রমে হৃদয় নরম হইয়া উর্ব্বরা হইবে। সেই উর্ব্বরা ক্ষেত্রে নানা প্রকার স্বর্গীয় পুষ্প ফুটিতে থাকে। ভক্তিতে হৃদয় আর্দ্র হইলে বিনয়, দীনতা ও দয়া এই তিনটি ফুল ফুটিবে। জ্ঞান ও ধনগর্ব্ব ভক্তির শত্রু। অহং ভাবকে ত্যাগ করিয়া বিনয়ী হইতে হইবে। ফকিরী বেশে ভগবানের চরণ সেবা করিতে হইবে, তাঁহাকে সর্ব্বস্ব জানিয়া অকিঞ্চন হইতে হইবে। যখন প্রেমময় ঈশ্বর অন্তরে প্রবেশ করেন তাঁহার সঙ্গে তখন সমস্ত জগৎ প্রবেশ করে। ঈশ্বর দেন, ভক্ত গ্রহণ করেন। তাহা পুনরায় তিনি জগৎকে বিতরণ করেন।

(১৩) দূরবীক্ষণের দুই দিকের কাচে যেমন নিকট ও দূরের পদার্থ ছোট ও বড় দেখায়, তেমনি অহঙ্কারকাচে আপনাকে দেখিলে বড় দেখায়, বিনয়ের মধ্য দিয়া দেখিলে ছোট বোধ হয়। ঈশ্বর সমস্ত কাজ করেন, ভক্ত বসিয়া বসিয়া দেখেন। সাধনে মন মুগ্ধ হইলে ভক্তির তৃতীয় পরিচ্ছেদের আরম্ভ হয়।

(১৪) সুন্দরের সাধন স্বতন্ত্র নহে। ইহা শিব সাধনের ফল। প্রেম যত ঘন হইবে তত ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। সে সৌন্দর্য্যে মন মুগ্ধ হয়, কিন্তু চৈতন্য থাকে। হাস্য ক্রন্দনের কালেও ভক্তের জ্ঞানচক্ষু অনিমেষে প্রেমচন্দ্রকে দেখে। নর্ত্তকী যেমন মস্তকে কলসী ঠিক রাখে, ভক্তও তদ্রূপ।

(১৫) ঈশ্বরদর্শনে অগ্রে মন মুগ্ধ হয়, পরে তাহা শরীরে প্রসারিত হয়। অজ্ঞানতা মত্ততা নহে, ভক্তের একটী নাম চৈতন্য; জ্ঞানপূর্ব্বক তাঁহাকে দেখা প্রকৃত মত্ততা। প্রকৃত মত্ততা জীবনে মধুর ভাব ধারণকরত

স্থায়ী ভাবে অবস্থিতি করে। কখন কর্কশতা, কখন মত্ততা ইহা ঠিক নাহে। জীবন মত্ত হইলে ভক্তের বাক্য ও ব্যবহার মধুময় হয়। বৃক্ষের শাখায় জল দিলে তাহা সজীব হয় না, মূলে জল দেওয়া প্রয়োজন। মাদক-সেবী যেমন ধোঁয়া গিলিয়া ফেলিয়া নেশায় জমাট করে, সেই রূপ জীবনকে মত্ত করিবার জন্য ভাব ভিতরে পোষণ করিতে হইবে।

(১৬) মত্ততা যেমন শরীরে কিম্বা ভাবে নহে, জীবনে; তেমনি বাহ্যোপায়ে যে মত্ততা হয় তাহা দর্শনমূলক নহে, অবস্থামূলক। অতএব সজনমত্ততা অপেক্ষা নির্জ্জনমত্ততাই প্রকৃত। নির্জ্জনে প্রেমচন্দ্রকে দেখিলে মন মত্ত হয়। ইহা স্থায়ী এবং দর্শনমূলক।

(১৭) মত্ততা ও মিষ্টতা একই। ঈশ্বর মিষ্ট কি না, আস্বাদন না করিলে জানা যায় না। মত্ততার সময় তাঁহার পানে চাহিলে মিষ্টতা হয়। এ বিষয়ে সাবধান, মিথ্যা কল্পনা যেন না আসে। মিষ্ট না লাগিলে "দয়াময় কি মধুর নাম" বলিবে না। জ্ঞানী চিনিকে মিষ্ট বলিতে পারেন, ভক্ত আস্বাদন না করিয়া তাহা বলিতে পারেন না। জ্ঞানেতে ঈশ্বরকে মিষ্ট বলা এবং ভক্তিতে তাহা আস্বাদন করা ইহার মধ্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। মত্ততা বিষয়ে নিজের ধাতু বুঝিবে। কখন আসে এবং কখন তাহা ছাড়িয়া যায়, বুঝিতে হইবে। অবিচ্ছেদে ব্রহ্মরস কোটির কোটি মধ্যে এক জন পান করে। যখন মিষ্টতা ভোগে বঞ্চিত হইবে তখন দুঃখিত হইবে, ব্যাকুল হইবে। বলিবে, আমি "পাথর থাকিব না, প্রেমিক হইব।" ক্রমে বিচ্ছেদ অল্প হইয়া মত্ততা অধিক কাল স্থায়ী হইবে। যথার্থ মত্ততায় মিষ্টতা অনেক ক্ষণ থাকে। কখন মিষ্টতা, এবং কখন তিক্ততা আসে তাহা অনুধাবন করিবে।

(১৮) ভক্তি স্বাভাবিক, এই জন্য ইহা—সুলভ এবং দুর্ল্লভ। ভক্তি-উত্তেজক ব্যাপারের মধ্যে হৃদয়কে রাখিলে ভক্তি হয়। দুর্ল্লভ এই জন্য যে ভক্তি এত কোমল, যে একটু আঘাত লাগিলেই উহা নষ্ট হয়। ভক্ত চটেন না, কিন্তু ভক্তি সহজে চটিয়া যায়। চক্ষুতে সামান্য কুটা পড়িলে যেমন ব্যথিত হইতে হয়, ভক্তিও তেমনি। ভক্তিকে সমগ্র হৃদয় দিতে হইবে। ভক্তি যখন বাড়ে খুব বাড়ে, কিন্তু একবার ভাঙ্গিলে শীঘ্র গড়ে না। ঠিক যেন কাচের মত। ঠিক যেন দুগ্ধে গোরোচনা।

অতএব ইহাকে কোনরূপে বাধা দিবে না। ঈশ্বরকে এবং তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যক্তি ও বস্তুকে ভালবাসিবে, এক শৃঙ্খলে সমস্ত বাঁধা থাকিবে। তখন তাঁহার নাম মিষ্ট হইয়া যাইবে। সকলই মধুময় ভাব ধারণ করিবে।

(১৯) নাম অমূল্য ধন। বস্তুতে প্রেম হইলে নামে প্রেম হয়। বস্তু ছাড়া নাম নহে, নাম ছাড়া বস্তু নহে। এই জন্য নামেতে মত্ততা, হয়। বস্তুর যেমন গুণ, নামেরও তেমনি আকর্ষণ। যে বস্তুর মহিমা বুঝিয়াছে, সেই নামের মহিমাও বুঝিতে পারে। নামে প্রেম হয়। ভক্তের পক্ষে নাম সাধন ঈশ্বরদর্শন অপেক্ষা ন্যূন নহে। পরিত্রাণের আশায় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সহিত নাম গ্রহণ করা বিশ্বাসীর পক্ষে আবশ্যক, কিন্তু ভক্তকে ভক্তির সহিত নাম উচ্চারণ করিতে হইবে। প্রেমোচ্ছ্বাস নাই, অথচ জগদীশ্বর, জগদীশ্বর বলিয়া ডাকিতেছি, ইহা ভক্তিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ।

(২০) জীবে দয়া ভক্তি শাস্ত্রের একটি প্রধান আদেশ। শিবং এর প্রতি প্রেম হইলেই তাঁহার নামে ভক্তি এবং জীবে দয়া বর্দ্ধিত হয়। পরোপ-কারেতে অহঙ্কার আছে, অতএব তাহা করিবে না। পরোপকার যিনি করেন তাঁহার অন্যকে নীচ মনে হয়। এই জন্য ভক্তিশাস্ত্রে উহা নিষিদ্ধ। কিন্তু ইহাতে পরসেবা আছে। জীবে দয়া অর্থ পরসেবা। সেবিত উচ্চ এবং সেবক নীচ হন। ভক্তের স্থান পরপদতলে। মনুষ্যের মধ্যে ব্রহ্মের গন্ধ আছে বলিয়া তাহার প্রতি প্রেম হয়, অন্য কোন গুণের জন্য নয়। এক জনের অনেক দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু তথাপি সে প্রেমাস্পদ। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধরূপ একটু চিনি তাহাতে আছেই আছে। চারিদিকে তিক্ত, মধ্যে একটু মিষ্ট রস। ভক্তের প্রতি ভক্তের আরও অধিক প্রেম। জীবে দয়া বা প্রেম, ইহার ভূমি সম্পর্কমূলক, গুণমূলক নহে। জীবে ঘন দয়া না হইলে নামেও ভক্তি হয় না জানিবে। জীব আমার প্রভু, তাঁহার সেবায় আমার পরিত্রাণ হইবে, ইহা বিশ্বাসরাজ্যের কথা। পুণ্য হইবে বলিয়া পরসেবা করিবে। পিতা মাতা যেমন নির্গুণ রুগ্ন সন্তানকে ভালবাসেন তন্ন্যায় পরসেবা।

ভক্তিযোগ—ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

নব ভক্তির সহজবোধ্য এই সকল সুললিত মধুর বচন শুনিয়া চিদানন্দের হৃদয় আর্দ্রীভূত হইল এবং দুই চক্ষে বারিধারা বহিতে লাগিল। বর্ষাগমে যেমন, শুষ্ক ভূমি সরস এবং জলপ্লাবিত হয় তেমনি তাঁহার অস্থি মাংস-পেশী স্নায়ুমণ্ডলে ভক্তিরস সঞ্চারিত হইয়া তাহা চক্ষুর্দ্বার দিয়া সবেগে বাহির হইতে লাগিল। সেই জলে অভিষিক্ত বিগলিত হৃদয় চিদানন্দ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "পিতঃ! ভক্তি যে অহৈতুকী দৈবশক্তি, এই অশ্রুজল তাহার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইহার ভিতর স্বয়ং ভগবান সন্তরণ করেন। আগে আগে কাহাকেও কাঁদিতে দেখিলে আমি বিরক্ত হইতাম। প্রণিপাত, কৃতাঞ্জলি, নয়নাশ্রু বর্ষণ ইত্যাদি ভাব প্রকাশ দর্শনে মনে হইত যেন উহা কোন মানসিক ব্যাধির লক্ষণ, বা তরল হৃদয়তার স্নায়ুবিকার, সহানুভূতির নিয়মে অবৈজ্ঞানিক চিত্তে কেবল উহা প্রকাশ পায়। হায় ভক্তির বিরুদ্ধে এইরূপ কত সময় কত অপরাধ করিয়া এ যাবৎ কাল আমি সে রসে বঞ্চিত ছিলাম! এখন স্বয়ং ভক্তবৎসল দয়াল হরি আমার বুকের উপর বসিয়া বলপূর্ব্বক যেন অশ্রুবারি টানিয়া বাহির করিলেন।" এইরূপ বলিতে বলিতে সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া টস্ টস্ করিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে নবীন বর্ষাধারার ন্যায় জল ঝরিতে লাগিল।

অশ্রুবিগলিত নেত্র ভক্তপুত্রের ব্যাকুল আননের প্রতি চাহিয়া সদানন্দ ক্ষণকাল স্থির হইয়া রহিলেন। তদনন্তর ভাবাবেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন। তখন পর্ব্বতের ঝরণার ন্যায় চারি চক্ষু হইতে অবিরল ধারে প্রেমভক্তির স্রোত বহিতে লাগিল। সদানন্দ প্লুত স্বরে বলিলেন, "প্রাণাধিক তনয়, তোমার নয়নাশ্রুপ্লাবিত মুখমণ্ডলে এক্ষণে আমি দয়াময় হরির দিব্য আবির্ভাব দর্শন করিতেছি। কোথা হইতে এই জল আসে, কোথায় যায় তাহা আমরা কেহই জানি না; কিন্তু দেখিয়া পুলকিত এবং কৃতার্থ হই। ইহা ত জল নয়, অমৃতের বিন্দু, অনন্ত প্রেমসিন্ধু হইতে সমাগত।"

চিদানন্দ। যাই হউক, এই আবেগ উচ্ছ্বাস বাষ্পকণা কিরূপে জন্মে,

কোথা হইতে আইসে তাহা জানি না, কিন্তু বড় আরাম! বড় শান্তি! এক নিমেষের মধ্যে যেন সমস্ত জীবনকে স্নিগ্ধ এবং মধুময় করিয়া দিয়া যায়। অশ্রুধৌত নয়নে বিশ্বের দৃশ্য কি সুন্দর! দয়াময় ভগবান এইরূপে মনুষ্যের হৃদয়কে চিরশান্তির আলয় করেন; ইহাই নিত্য সুখ। করুণ রস ও প্রেমরসোদ্দীপক নাট্যাভিনয় দর্শনেও পাপীদের হৃদয় শান্তি অনুভব করে। রোদন যেন শান্তির প্রস্রবণ।

অন্তরস্থ গভীর ভক্তির সহানুভূতি পাইয়া সদানন্দের হৃদয় ভাবরসে পরিপ্লাবিত হইল। আবেশে বিভোর হইয়া তিনি, তখন বলিতে লাগিলেন, "বৎস, নয়নজলের মাহাত্ম্য যে কত তাহা আর কি বলিব। ইহাতে দেহ মনের সমস্ত গ্লানি ও ত্রিতাপ জ্বালা চলিয়া যায়, আত্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় ভক্তিরসে অভিষিক্ত হয়। কিন্তু নিশ্চয় জানিও, কোনরূপ শক্তি ক্ষমতা কৌশলে কিম্বা জ্ঞানসাধন বলে কেহ ইহা উৎপাদন করিতে পারে না। ভক্তিবারি ঈশ্বরের কৃপাবারি, কঠোর কুতার্কিক সর্ব্বসংশয়ীর শুষ্ক হাড়ের ভিতর হইতেও সময়ে সময়ে তিনি ইহা বাহির করেন। ইচ্ছা করিয়া কেহ শোকাশ্রু বা আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে পারে না। ভগবান ভক্তকে লইয়া যখন খেলা করেন তখন সে হাসে কাঁদে এবং নাচে গায়। অতএব এই স্বর্গীয় ভাবের প্রতি কখন আর অশ্রদ্ধা বা অবহেলা করিও না। বরং এজন্য সর্ব্বদা আশা পিপাসার সহিত প্রতীক্ষা করিবে।

চিদানন্দ বলিলেন, "লোকলজ্জা, সভ্যতা ভদ্রতা, বুদ্ধির বিচার এবং কর্ম্মোদ্যম বর্ত্তমান যুগের হৃদয়কে বড় কঠোর করিয়া ফেলিয়াছে। স্বভাবের দুর্জ্জয় গতি কেহ রোধ করিতে পারে না, এই জন্য পতি পত্নী আত্মীয় পুত্র কন্যার শোকে সকলকেই সময়বিশেষে কাঁদিতে হয়, কিন্তু সে শোকাশ্রু মরুভূমিতে বৃষ্টি পাতের ন্যায় অল্প ক্ষণস্থায়ী; তাহা ভক্তিবারির প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিতে পারে না। অন্তরের এই সরসতা যাহাতে চিরস্থায়ী হয় তাহার কি কোন সাধন নাই?"

সদানন্দ। স্বভাবের গতি প্রমুক্ত রাখিবার জন্য যাবতীয় বিষয়েই সাধনের প্রয়োজন। জল স্থলে মিশ্রিত মানব জীবন রস ভিন্ন বাঁচে না। এই জন্য পৃথিবীতে জলের ভাগ অধিক। মাটীর নীচে জল, আবার আকাশের

উপরে জল। এই জলস্রোত ভক্তিস্রোতে পরিণত হইয়া হৃদয়নদীকে যাহাতে সর্ব্বদা প্রবহমানা করিয়া রাখে তজ্জন্য সমগ্র জীবনকে তদভিমুখী করিয়া রাখিও। পরদুঃখকাতরতা, অন্যের পাপ দর্শনে ক্রন্দন, নিজের পাপ স্মরণে অনুতাপ, পরসেবাকার্য্যে আপনাকে অযোগ্য অক্ষম জানিয়া দৈন্য স্বীকার, শমদম সাধনে অসমর্থ দেখিয়া আত্মগ্লানি, অযাচিত ব্রহ্মকৃপা স্মরণে কৃতজ্ঞতা, অপরাধ ভঞ্জনের জন্য প্রার্থনা, দর্শনবিরহে এবং প্রেম ভক্তির অভাবে ব্যাকুলতা, বিপন্ন ভক্তের উদ্ধার, অনুতপ্ত পাপীর আশা সান্ত্বনা, সাধু এবং উপকারীর প্রসাদ লাভে সৌভাগ্যানুভব এবং অধম জনের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা সম্ভোগে কৃতার্থতা; এই গুলি ভক্তি অশ্রু সঞ্চারের প্রধান উপায়। তদ্ব্যতীত রোগশোক, মৃত্যু, দৈহিক ক্লেশ যন্ত্রণা, বৈষয়িক ক্ষতি, মানসিক বিষাদ সন্তাপ বিরহ নৈরাশ্য, এবং সামাজিক উৎপীড়ন, নিন্দা নির্য্যাতন অবমাননায় যখন যখন হৃদয় আর্দ্র হইবে তখন সেই আর্দ্রতা যাহাতে ভক্তিরসে পরিণত হইয়া দয়াময় শ্রীহরির চরণচুম্বনের জন্য ধাবিত হয়, এবং সুখ দুঃখ বিপদ সম্পদ ইত্যাদির নানা দিগ্বাহিনী নদী সকল সেই অনন্ত মহাসমুদ্রে গিয়া যাহাতে পড়ে সেই জন্য সর্ব্বক্ষণ যত্নশীল থাকিও।

ভক্তিযোগ—চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

ভাবপ্রবাহ।

চিদানন্দ অশ্রুজলের মাহাত্ম্য শ্রবণ ও তাহার মিষ্টতা অনুভব করিয়া প্রীতি-বিকসিত হৃদয়ে ক্ষণকাল পিতৃদেবের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। অনন্তর ভাবপ্রবাহের অনিত্যতা স্মরণ করত ক্ষুব্ধ চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্য! এই জ্ঞানপ্রধান কর্ম্মপ্রবণ সভ্য যুগে সুকোমল সরস ভক্তি ভাবের প্রবাহ হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ সমান ভাবে অবস্থিতি করে না, শুষ্কতার দিকেই যেন ইহার স্বাভাবিক গতি দেখিতে পাই। উত্তেজনা উচ্ছ্বাসের পর অবসাদ, ইহাও একটী সাধারণ নিয়ম। অধিকন্তু ভাবাবেগ যখন প্রশমিত হয়, তখন বিচার তর্ক সংশয় মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক উহার বাস্তবিকতা বিষয়ে পুনঃ পুনঃ সন্দেহ প্রকাশ করে। অথচ যখন যখন ভাবাবেগে হৃদয় বিগলিত হয় তখন এমন

এক প্রকার তৃপ্তি শান্তি অনুভব করি যে তাহার অভাবে কিছুই আর ভাল লাগে না। সন্দেহ অবিশ্বাসের প্রতিকূলে ভাবের প্রবাহ সর্ব্বদা কিরূপে রক্ষা করিব? যৌবনের ইন্দ্রিয়বোধশক্তি, ভাবোদ্গম, কবিত্বের মত্ততা, বার্দ্ধক্যের আগমনে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আইসে; শেষাবস্থায় জীবন যেন শুষ্ক কাষ্ঠ পাষাণ সমান।”

সদানন্দ। শারীরিক স্নায়ুর উপর যে ভাব বহু পরিমাণে নির্ভর করে, স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহা অবশ্যই হ্রাস হইবে, সুতরাং যৌবনের মত্ততা, রাজসিক ভক্তি ভাব বার্দ্ধক্যে আর থাকিবে না। কিন্তু ভাব রসের মধ্যে জোয়ার ভাঁটাও আছে। পূর্ণ মাত্রায় যে ভাবোচ্ছ্বাস সময়ে সময়ে উঠে, তাহা বহুক্ষণ থাকিলে মানুষ বাঁচে না। কেবল তাহার ঘনতর তেজ, শক্তি এবং উত্তাপ সমান থাকিবে, তাহাই বৃদ্ধকে চিরনবীন বালক সমান করিয়া রাখিবে। হৃদয়প্রস্রবণ উন্মুক্ত না হইলে বাহ্য ভক্তি অচিরে শুকাইয়া যায়। ভগবান স্বয়ংই রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু, এবং বিচিত্র রসের প্রস্রবণ। তিনি শ্রীজীবকে জ্ঞান ও কর্ম্মের তত্ত্ব সকল বিস্তারিত রূপে শিক্ষা দিয়া পরিশেষে ভক্তিস্রোত চিরপ্রবাহিত রাখিবার জন্য এইরূপ বলিয়াছিলেন;—

“হে অমরাত্মা শ্রীজীবানন্দ, যোগের নিত্য অটল ভূমির উপর যাহাতে ভক্তি-প্রেমের লীলা লহরী সর্ব্বক্ষণ ক্রীড়া করে তৎপক্ষে এখন তুমি মনোযোগী হও, এবং ভাবের পরাকাষ্ঠা সাধন কর। এখন আর অজ্ঞানতা, ভাবান্ধতা এবং কুসংস্কারের তোমার কোন ভয় নাই। কেন না, তোমার ধর্ম্মজীবনের ভিত্তিভূমি অভ্রান্ত বিজ্ঞান এবং বিশুদ্ধ নীতি-মূলক দৃঢ় বিশ্বাসে রচিত হইয়াছে, ইহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া নির্ভয়ে সচ্ছন্দ চিত্তে ভক্তি প্রেমের তরঙ্গ তুফানে তুমি সাঁতার দেও। জাতীয় ইতিহাসে, তোমার নিজের এবং পারিবারিক জীবনের প্রত্যেক ঘটনা এবং যাবতীয় পদার্থ ও অবস্থার ভিতর দিয়া তোমার সঙ্গে আমার যে ব্যক্তিগত বিশেষ ব্যবহার তাহা বিশ্বাসের চক্ষে দেখিয়া ভক্তি ভাবে তাহা গ্রহণ করিবে। সাধারণ ভাবে গোলমালের মধ্যে আমাকে কোন দূরস্থ অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায় ফেলিয়া রাখিও না। বিশেষ ব্যক্তিগত নিকট সম্বন্ধ অনুভবের সহিত সহচর অনুচরের ন্যায় আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে, এবং নিজের বিশেষ দায়িত্ব পালনপূর্ব্বক প্রতিদিনের হিসাব হাতে হাতে

মিলাইয়া রাখিবে। যাহারা গোলমালে সাধারণ জ্ঞান, সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম লইয়া থাকে তাহারা আমাকে নিকটে আসিতে দেয় না। তাহাদের গুপ্ত ব্যবহার ও বৈষয়িক কার্য্যে আমি হস্তক্ষেপ করি ইহা তাহারা চায় না। কিন্তু তুমি আমার পরম ভক্ত, আমি তোমার সমস্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব। সব বিষয়ের হিসাব লইব। পিতা মাতার স্নেহ, বন্ধুর প্রণয়, স্ত্রী পুত্রগণের প্রেমানুগত্য এবং সাধু মহাজনগণের দৃষ্টান্ত, আশীর্ব্বাদ, ভালবাসার ভিতর আমাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখিবে। বিপদ পরীক্ষা রোগ শোক নিরাশা, অপমান নির্য্যাতনের মধ্যে আমার শিক্ষা শাসন বুঝিয়া লইবে। সমস্ত বিশ্বকে আমি তোমার সেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছি ইহা কবিত্বের কথা নহে। মানুষে মানুষে যেমন, "তুমি আমি" অতি নিকট সম্পর্ক, তাহা হইতেও আমি তোমার নিকটস্থ। নানা প্রকার সম্বন্ধ, ঘটনা এবং অবস্থার উপলক্ষে আমি তোমার সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা প্রদর্শন করিতেছি, প্রেমচক্ষে এ সকল অবলোকন করিয়া আমাকে পিতা মাতা সখা বলিয়া ডাকিবে। কখন বা অপরাধ স্মরণ করত লজ্জা ভয়ে ভীত অবনত হইয়া আমার পদপ্রান্তে লুটাইবে। আবার একান্ত নির্ভরের সহিত শিশু সন্তান যেমন মায়ের কোলে গিয়া প্রবেশ করে সেই ভাবে আমার স্নেহবক্ষ আলিঙ্গনপূর্ব্বক আমার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া মধুর আশাবাণী শ্রবণ করিবে। যেখানে সেখানে, যখন তখন সজনে বিজনে এইভাবে আমার কাছে কাছে থাকিও। ফুলে ফলে, জল স্থলে, চন্দ্র সূর্য্যে, মেঘ বায়ুতে, পরিবার, বন্ধুমণ্ডলী এবং বিস্তীর্ণ জনসমাজে, সম্পদ বিপদে, সুখে দুঃখে, জীবন মরণে সর্ব্বত্র আমি তোমার শিক্ষক রক্ষক অভিভাবক হইয়া সঙ্গে রহিয়াছি, বার বার ইহা প্রত্যক্ষ করিবে। আমার ভালবাসা এবং মঙ্গল কামনা যতই তুমি প্রতি ঘটনায় এইরূপে দেখিতে শিখিবে ততই তোমার হৃদয় ভাবস্রোতে ভাসিতে থাকিবে।"

"এই যে সকল ঘনিষ্ঠ সুমিষ্ট সম্বন্ধ এবং ব্যবহারের কথা বলিলাম ইহাকে কবিত্ব কল্পনা মনে করিও না। আমার কোন শিশু ভক্ত মা বলিয়া আমার কোলে আসিতে চাহিয়া কখন নিরাশ বা প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। স্নেহ দয়া প্রেমের যত প্রকার সুমধুর বিচিত্র বিকাশ, লীলা ব্যবহার আছে তাহা সে আমার নিকট দেখিতে পায়। আমার যে অনন্ত করুণা স্নেহ তাহা

মানবের কল্পনারও অতীত। তুমি আমাকে যে পরিমাণে ভাল, প্রিয় এবং মিষ্ট মনে কর তদপেক্ষা অনেক গুণে আমি ভাল এবং অধিকতর মধুর। পাপের দণ্ডও আমার প্রেমের পরিচায়ক। অতএব এখানে কোন প্রকার ভয় বা ভ্রান্তি নাই। যত ইচ্ছা তত তুমি আমাকে আত্মীয় পরমাত্মীয় মনে কর, তাহাতে ঠকিবে না, ভুলও হইবে না। পান ভোজন শয়ন বিশ্রাম সুখ স্বাস্থ্য সৌভাগ্য সুবিধা লাভে যেমন আনন্দে হাসিবে, দুঃখ বিপদ নৈরাশ্য বেদনা অপরাধ ত্রুটি রোগ শোকে তেমনি আমার কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিবে। উভয়ের মধ্যেই দেখিবে আমি কেমন তোমার আপনার জন। পাছে কোন ভ্রান্তি অজ্ঞানতা আসে, কিম্বা আমার প্রেম ব্যবহার বিজ্ঞান যুক্তির বিরুদ্ধ হয় ইহা ভাবিয়া বিন্দুমাত্র ভয় সংশয়কে কদাপি মনে স্থান দিবে না। এ বিষয়ে আমি তোমায় অভয় দান করিয়া রাখিলাম। মায়ে ছেলেতে যে ব্যবহার তাহা কেহ কাহাকে যুক্তি তর্ক দ্বারা বুঝাইতে পারে না, বুঝাইবার প্রয়োজনও নাই, কিন্তু তাহা বিজ্ঞানবিরোধীও নহে। ভাবের ঘরে বসিয়া নীরবে সহজজ্ঞানে গোপনে তুমি আমার আন্তরিক অভিপ্রায় বুঝিয়া লইবে, আমিও ভাবগ্রাহী হইয়া তোমাকে বুঝিব; এইরূপে সহজে ইঙ্গিতে সমস্ত কার্য্য সমাধা হইবে। হে আমার প্রিয়তম সন্তান, ভাবের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া আমার মধুময় নাম গাইতে গাইতে তুমি অনন্ত জীবনপথে অগ্রসর হও, শিশু সমান আনন্দময় অমর ভক্তগণসঙ্গে এই খানে তোমার দেখা হইবে।”

প্রেমপ্রতারিত প্রেমের কাঙ্গাল জীব এই সকল সুমধুর আশাপূর্ণ ভগবদ্বাণী শুনিয়া আহ্লাদভরে সজল নেত্রে, শ্রীহরির পদপ্রান্তে বসিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে বলিতে লাগিলেন, “দয়াময়, তোমার এত ভালবাসা আমি যে সহ্য করিতে পারিতেছি না! প্রভূত ভাবরসের উদ্গমে আমার হৃদয় যেন ফাটিয়া উঠিতেছে। আহা! আমার প্রেমপিপাসা এত দিনে চরিতার্থের উপায় হইল। শুষ্ক হৃদয়, কঠোর জীবনভার বহিয়া বহিয়া আমি বড় কষ্ট পাইয়াছি। প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে না পারিলে কিছুতেই তৃপ্তিবোধ হয় না। ইহার চরিতার্থতা এবং উৎকর্ষ সাধনের জন্য আমার চারিদিকে পরিবার আত্মীয় প্রিয়, বিস্তীর্ণ জনসমাজ তুমি রাখিয়া দিয়াছ, কিন্তু হায় আমার প্রেমপিপাসিত কণ্ঠে

কেহ এক বিন্দু ভালবাসা ঢালিয়া দিয়া তোমার অনন্ত প্রেমের দিকে টানে না! আমিই বা প্রমুক্ত হৃদয়ে তোমার সন্তানদিগকে কৈ ভালবাসিতে পারিয়াছি? যদি বা কখন কাহাকেও প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিতে যাই, বিষম আঘাত পাইয়া ফিরিয়া আসি। এইজন্য আমি এখন অন্ধের ন্যায়, অনলে প্রতন্নোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় তোমার প্রেমবক্ষে ঝাঁপ দিয়া পড়ি এবং তাপিত প্রাণ শীতল করি। ঐ শ্রীপাদপদ্মে আমি আমার সমগ্র হৃদয় ঢালিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হই।"

"তোমায় ভালবাসিব, ভক্তি করিব ইহাতে আবার লজ্জা ভয়? পাছে আমার জ্ঞানে দোষ পড়ে এই জন্য কি বিচার করিয়া গণিয়া গণিয়া তোমাকে প্রেম দিব? নাড়ীর টানে কখন ভুল হয় না। তুমি কি না হইতে পার? তুমি আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, অঙ্গের বসন ভূষণ, শয়নের শয্যা। তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, হৃদয়ের সখা, আত্মার পরমাত্মীয় অন্তরঙ্গ, দুঃখের দুঃখী, সুখের সুখী এবং ব্যথার ব্যথী। তুমি সত্য সত্য কি আমার আপনার মা নও? মা, একবার আমায় কোলে কর, আমি তোমার স্নেহবক্ষে শুইয়া থাকি। আমার ব্যথিত ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ে তোমার স্নেহহস্ত খানি রাখ, পরশে সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া যাউক!"

ভক্তিযোগ—পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

চরম ফল।

বহুদর্শী প্রেমিক সিদ্ধাত্মা সদানন্দ ভক্তির সহজ লক্ষণ এবং জীবব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য ও একাত্মতার সুমধুর তত্ত্ব বিবৃত করিয়া পরে পুত্র চিদানন্দকে আশা-বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "ভগবান হরি অব্যবহিত নির্গুণা ভক্তিরসে জীবকে এইরূপে যখন আত্মসাৎ করিয়া লইলেন, তখন দেবলোকে আনন্দধ্বনি উঠিল, মর্ত্ত্যবাসী মুমুক্ষু ভক্ত নরনারীরা জয় গান করিতে লাগিল। জীব তখন নবজীবনে সঞ্জীবিত হইয়া বলিলেন, "নাথ, তোমার সঙ্গে এত দূর নৈকট্য সুমিষ্ট সম্বন্ধ ছিল তাহা যদি অগ্রে জানিতাম, তাহা হইলে সন্দেহমিশ্র কোন প্রশ্ন আমি আর উত্থাপন করিতাম না। তজ্জন্য যাহা কিছু আমার অপরাধ হইয়াছে তাহা এক্ষণে ক্ষমা কর।"

পতিতপাবন দীনবৎসল ভগবান হাস্যমুখে বলিলেন, "বৎস, তুমি নানাবিধ কূট প্রশ্ন করিয়া যে সকল সদুত্তর প্রাপ্ত হইলে, ইহাতে লোকশিক্ষা হইবে। মানব সাধারণের তুমি প্রতিনিধি এবং আমার তুমি প্রতিকৃতি। তোমাকে উপলক্ষ করিয়া জগতে আমি যে নবীন ব্রহ্মগীতার ব্যাখ্যা করিলাম তাহা এক্ষণে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করুক! এবং তোমার মঙ্গল হউক।"

জীব। দয়াময়, তুমি আগে ছিলে বিজ্ঞানাতীত অবাঙ্মনসগোচর রাজার রাজা মহান পরব্রহ্ম, তাহার পর দয়াময় পরম পিতা দীনবন্ধু পতিতপাবন ভক্তবৎসল হরি এবং হৃদয়সখা হইয়া আমাকে সহচর দাস করিয়া লইলে, পরিশেষে তদপেক্ষা আরো নিকটতর সুকোমল মধুর সম্পর্ক এখন আমি অনুভব করিতেছি। এখন যেন ঠিক তোমাকে মায়ের মত দেখিতেছি। আমার ভয় ভাবনা লজ্জা সঙ্কোচ সব চলিয়া গেল।

অতঃপর পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পরম পুরুষ স্বীয় পরাপ্রকৃতি মাতৃত্বে আপনাকে রূপান্তরিত করিয়া স্নেহার্দ্র কোমল বচনে কহিলেন, "বৎস, নবযুগধর্ম্মের নবভক্তির চরমাবস্থায় এখন তুমি উপস্থিত হইয়াছ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর এই পঞ্চ রসের লীলা প্রকটিত ছিল, মায়ের কোলে ছেলে, মাতৃত্ব ও সন্তানত্বের মিলন তদপেক্ষা আরো সহজ এবং সরল। এই পরাভক্তিরস তুমি এক্ষণে সম্ভোগ কর।"

"জননীর পরার্থপরতা এবং সন্তানত্ব হইতে ধর্ম্মের প্রথম অভ্যুদয় কিরূপ হইয়াছিল তাহা অবশ্য তোমার স্মরণে আছে; এক্ষণে দেখ, সেই ভাবেই পুনরায় উহা পরিণাম প্রাপ্ত হইল। মধ্যস্থলে কেবল বিজ্ঞান, দর্শনের ব্যাখ্যা এবং ইতিহাসের সমালোচনা। আদি অন্তে মাতা ও সন্তানের স্বাভাবিক সরল সম্বন্ধ। কত দুর্ব্বিগাহ্য জটিল এবং বিস্তৃত তত্ত্ব হইতে কত সহজ ভক্তির উদয় হইল এক্ষণে তাহা অবলোকন কর! কোথায় বেদ পুরাণ ষড়্‌দর্শন, সুদীর্ঘ কর্ম্মকাণ্ড, আর কোথায় "মা"—একটী শব্দের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড নিহিত!"

শ্রীজীব প্রেমবিহ্বল চিত্তে আকুল হইয়া প্রণামপূর্ব্বক এই বর যাচ্ঞা করিলেন, "মা, আমি আর অন্য কোন রূপে তোমাকে দেখিব না, অন্য কোন নামে ডাকিব না। মা নামই এখন আমার সার সর্ব্বস্ব। কিন্তু তুমিত মাতৃরূপে দেখা দিলে, আমার জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড সমস্ত তোমার স্নেহনীরে ভাসিয়া

ডুবিয়া গেল, এখন আমাকে তবে শিশুত্বে পরিণত কর; নতুবা মায়ের মর্ম্ম আমিত সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না। শিশুই কেবল মায়ের প্রকৃত মর্ম্ম জানে। আমি যাহাতে দ্বিজাত্মা দেবশিশু হইয়া ভক্তশিশুগণের সহিত ভ্রাতৃভাবে মিলিয়া তোমার স্নেহস্তন্য পানে দিন দিন বলবান্ হইতে পারি এইরূপ বরদান কর।”

অনন্তর বিশ্বজননী ভুবনমোহন রূপে দশ দিক আলো করিয়া শ্রীজীবের মস্তকে কৃপাহস্ত স্পর্শ করিলেন। স্পর্শ মাত্রে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তখন যশোদার কোলে যেমন নীলমণি, মেরীর কোলে যেমন শিশু যিশু সেই ভাবে তিনি ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দিব্যধামবাসী দেব দেবী সকল মধুর জয়গীত গাহিতে গাহিতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া নব শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন অনন্তের যশোগানে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ হইল।

পরে সেই দিব্যদেহধারী দ্বিজাত্মা নবশিশু কৃতাঞ্জলি পুটে এইরূপে ভক্তমাতা ভগবতী আনন্দময়ীর স্তব করিয়াছিলেন;—“মা চিদানন্দময়ী জননী, এখন আর আমার অন্য কোন প্রার্থনা নাই; কেবল তোমাকে দেখি, দেখিয়া মুগ্ধ হই, আর তোমার পদতলে লুটাইয়া পড়ি। মাতৃরূপে, মা নামে আমার প্রাণ পরিপূর্ণ, হৃদয় পরিপ্লাবিত হইল, তোমাকে প্রণাম করি। আমি পূর্ণকাম হইলাম, সকল সাধ আমার মিটিয়া গেল, আর আমি অন্য কিছু তোমার নিকট চাহিব না, কেবল তোমাকে বার বার প্রণাম করি। এখন আর দেনা পাওনার সম্বন্ধ তোমার আমার সঙ্গে কিছু নাই। আগে আমার পার্থিব অভাব কষ্ট দারিদ্র্য সকল তুমি মোচন করিতে, রোগ বেদনা, ভয় ভাবনা, দুঃখ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সকাতরে তোমাকে ডাকিয়া আশা সান্ত্বনা পাইতাম, এবং সেই জন্য তোমাকে ভালবাসিতাম, ভক্তি করিতাম, আর বলিতাম,—ইহা দাও উহা দাও,—পরীক্ষা হইতে বাঁচাও,—পাপ অপরাধ আত্মগ্লানি এবং হৃদয়ের শুষ্কতা নির্জ্জীবতা সংশয় দূর কর,—বল দাও; তুমিও নিজ দয়া গুণে আমার প্রার্থনা সফল করিতে; সেই জন্য আমি কৃতজ্ঞতা ভক্তি উপহার দিয়া তোমার পূজা করিতাম, এবং তোমার দয়ার বিবিধ প্রমাণ পাইয়া আমার বিশ্বাস নির্ভর আশা পরিবর্দ্ধিত

হইত; এখন তব প্রেরিত হে সন্তানবৎসলা মাতা, কেবলা নিষ্কিঞ্চনা নির্গুণা ভক্তিপ্রভাবে পরিষ্কার বুঝিতেছি তাহাও বাহ্য। তুমি সত্য সত্য দয়াময়ী কি না, আমায় বাস্তবিক তুমি ভালবাস কি না তাহার প্রমাণ আগে দেখাও, তাহার পর আমি তোমাকে ভক্তি করিব, ভালবাসিব, এই ছিল তখনকার ধর্ম্ম। কিন্তু সে ত তোমার উপর মুখ্য নির্ভর প্রীতি এবং বিশ্বাস নয়, তব প্রদত্ত দানের উপর মমতা আসক্তি বশতঃ গৌণ বিশ্বাস ভক্তি নির্ভরের চিহ্ন। সে সব, কথা স্মরণ করিয়া এক্ষণে আমার বড় লজ্জা বোধ হইতেছে। এমন ভাল মা তুমি, হায়! তোমায় আমি ব্যবসায়ী বণিকের ন্যায় কত বারই যাচাই করিয়াছি, এবং তোমা অপেক্ষা তোমার প্রদত্ত উপহারকে ভালবাসিয়াছি! তথাপি তুমি বিরক্ত হও নাই; দুর্ব্বল অল্পবিশ্বাসী অজ্ঞান সন্তানের স্থূল বুদ্ধি ও চর্ম্মচক্ষের সম্মুখে তোমার করুণার সুবহু পার্থিব নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া ক্রমে সকল প্রকারে পরীক্ষা দিয়া বুঝাইয়া শেষ আমায় অনুগত ভক্ত করিয়া লইলে। ধন্য মা তোমার স্নেহের সহিষ্ণুতা! এরূপ না করিলে বনের পশু কি কখন মানুষ হয়? যেরূপে আমি তোমার দয়া স্নেহের প্রমাণ লইয়া বুঝিতে চাহিয়াছি সেইরূপেই তুমি আমাকে বুঝাইয়াছ,—চক্ষে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়াছ। এ প্রকার আদর যত্ন শুশ্রূষা না পাইলে তোমাকে জ্ঞানের সিদ্ধান্তানুসারে সম্পর্ক ধরিয়া হয়তো কেবল মা বলিয়া ডাকিতাম, কিন্তু মাতৃত্বের এত মাধুরী কখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম না। তথাপি আমি তোমার দয়া প্রেমের যে সকল সুস্পষ্ট পরিচয় পাইয়াছি, তাহা দ্বারা কি তোমার অব্যক্ত প্রেমের পরিমাণ হয়? তাই ভাবিয়া আমি এক্ষণে আরো লজ্জিত হইতেছি, মা আমার শত অপরাধ ক্ষমা কর। তোমার অনন্ত ঐশ্বর্য্যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ, আমি ইহার কি চাহিব?—লইয়াই বা কি করিব? অমূল্য ধন পরশ রতন "মা" নাম আমি পাইলাম, কৃতার্থ হইলাম, আর আমার কিছুতে প্রয়োজন নাই। এই গান এখন আমি গাই,—"নিরখি এ সব, অতুল বিভব, বাসনা থাকে না কিছু আর। দুঃখ দারিদ্র্য হয় বিমোচন, দেখিলে তোমায় এক বার।—দয়াময়, অপার মহিমা তোমার।" দেবী, যখন তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন মনে অনেক আশা ছিল তোমার কাছে অনেক চাহিব। কিন্তু যখন তোমার মাতৃস্নেহপূর্ণ প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিলাম তখন একেবারে সে সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। চাহিবার আর ত কৈ কিছু দেখি

না। তুমি নিজে প্রকাশিত হইয়া সমস্ত অভাব আমার দূর করিয়া দিলে, আর একটুও আমার ক্ষুধা নাই। মা, তোমার বিশ্বভাণ্ডার লুটাইয়া দাও; সকল জীবের জন্য তব উদার সদাব্রতের দ্বার প্রমুক্ত রহিয়াছে, বিলাও মা, অনন্ত হস্তে ধন রত্ন বিলাও আর ছড়াও। ভক্ত প্রহ্লাদ তোমাকে পাইয়া রাজৈশ্বর্য্য ভোগস্পৃহা সমুদয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আহা! কি মধুর তোমার আকর্ষণ! মধুমক্ষিকা যেন মধুর হ্রদে ডুবিয়া ক্রমে গলিয়া যাইতেছে। মেষশিশু ভক্ত যিশু বলিয়াছিলেন, 'শিশু সন্তানের মত না হইলে কেহ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" প্রথমেও মা, শেষেও মা। ভবে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে "মা" বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছিলাম, এখন সেই সুমধুর অনন্ত অর্থযুক্ত মা নাম পাইলাম। 'মা বই কিছু জানি না, বুঝি না আর।'

"কিন্তু আর একটি ভিক্ষা আছে, এত দিন পরে যদি মাতৃরূপে দেখা দিয়া অভয় দান করিলে, তবে মা, আমার দুঃখের কথা গোটা কতক বলি, শোনো। আমার বড় ভয় হয়, পাছে তোমায় আবার হারাইয়া ফেলি। আমি জন্মদুঃখী কাঙ্গাল, নিজের দুরবস্থার কথা ভাবিলে আশা করিতে পারি না যে এই ভাবে তোমাকে চির দিন দেখিতে পাইব। আমি যে নিতান্ত দুর্ভাগ্য, এই দেবদুর্লভ ভক্তবাঞ্ছা মাতৃদর্শনানন্দ, মাতৃস্নেহ সম্ভোগের অধিকার কি তুমি চিরকালের জন্য আমায় দিলে? কর্ম্মজ্ঞান যোগভক্তি কিছুই আমি চাহি না, কেবল মা আর মা। একবার মা বলিয়া ডাকিব আর অমনি প্রাণ পূর্ণ হইয়া যাইবে। আহা! "মা নাম কি মধুর নাম।" এই নামে আমার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভ হইল। এখন এইটী কর, যেন এই স্বর্গীয় আনন্দ শান্তি সম্ভোগে কখন বঞ্চিত না থাকি।"

অনন্তর আনন্দস্বরূপিণী চিরপ্রসন্নবদনা জননী অভয় বচনে বলিলেন, "রে জীব, আমার পরম আদরের ধন, আমার দিক হইতে তোর কোন আশঙ্কার বিষয় নাই, নিজের দিকে ঠিক হইয়া থাক্! যে নিত্য সুখের স্বর্গ তোর জন্য ভবিষ্যতে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে তাহার বিন্দু মাত্রের পরিচয় কেবল পাইলি। কোন ভয় নাই! কিছু ভয় নাই! তোর কপালে অনেক সুখ আছে। ইহা অপেক্ষা আরো তোকে আমি সুখী করিব, নিত্য নব নব ঐশ্বর্য্য দেখাইব।"

ভক্তিযোগ—ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

মহাযোগসম্মিলন।

চিদানন্দ ভক্তির চরম দশার বৃত্তান্ত শুনিয়া অতিশয় ব্যাকুলান্তরে বলিলেন, "পিতঃ! নাম সঙ্কীর্ত্তন মাহাত্ম্য এবং কীর্ত্তনানন্দ সম্ভোগ কিরূপ আমাকে একটু বলুন, আমি শুনিয়া কৃতার্থ হই;—আরতো আপনাকে এ ধরাধামে অধিক দিন পাইব না। কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তির যে সকল অভিনব সার তত্ত্বের ব্যাখ্যা এত দিন আপনার মুখে শুনিলাম তাহাতে আমার সকল সংশয় বিদূরিত হইল, এবং হৃদয়গ্রন্থি খুলিয়া গেল; এখন পদধূলি দিয়া আশীর্ব্বাদ করুন যেন এ সমস্ত আমার জীবনে অচিরে স্ফূর্ত্তি লাভ করে। আমি যেন কীর্ত্তনানন্দে আপনার সহিত এক হৃদয় হইয়া অনন্ত কাল শ্রীহরির পদারবিন্দের মকরন্দ পানে বিভোর হইয়া থাকি।"

ভক্তি প্রেমে বিগলিত সদানন্দ অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদের সহিত বলিলেন, "প্রিয় তনয়, অগ্রে তুমি আমার দেহজাত সন্তান ছিলে, এক্ষণে আত্মজাত সুপুত্র হইলে। এখন এই প্রার্থনা, যেন আমরা দুই জনে একাত্মা হইয়া ভাবীবংশধরগণের মধ্যে চিরকাল অবস্থিতি করি। যদি পুত্র কামনা করিতে হয়, তাহা হইলে যেন তোমার মত পুত্রই লোকে কামনা করে। কারণ, তোমা দ্বারা পিতৃঋণ, ঋষিঋণ এবং দেবঋণ পরিশোধ হইবে। ব্রহ্মগীতার উপযুক্ত শ্রোতা তুমি, সিদ্ধিদাতা শ্রীভগবান তোমার সর্ব্বাঙ্গীন শুভ বিধান করুন। সঙ্কীর্ত্তনমাহাত্ম্য শ্রবণে তোমার যে এত অনুরাগ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, তাহা আমি অবিলম্বে চরিতার্থ করিতেছি। তৎপূর্ব্বে যে ভাবে ভক্তবৎসল দয়াল প্রভু মাতৃরূপে দর্শন দিয়া ব্রহ্মগীতার উপসংহার করিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর।"

"অনন্তর ভগবান সচ্চিদানন্দ পূর্ণব্রহ্ম হরি মাতৃরূপে শ্রীজীবকে অঙ্কে ধারণপূর্ব্বক বলিলেন, "প্রিয় সন্তান, এত দিন আমি যে তোমায় কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তিযোগের সমন্বয় তত্ত্ব শিক্ষা দিলাম তাহার সংমিশ্রণে একবিধ জীবনশোণিত উৎপন্ন হইয়া তোমার নবজীবনের সমস্ত বিভাগে সঞ্চরণ করুক! 'সাধ্য সাধন সিদ্ধি তিন পরিশেষে কেমন একত্বে পর্য্যবসিত হইল তাহা এখন তুমি

উপলব্ধি কর। ধর্ম্মতত্ত্বের বহু বিধ শিক্ষা সাধনের শেষ ফল একবিধ আধ্যাত্মিক ভক্তিশোণিত, তদ্দ্বারা সহজে যাবতীয় ধর্ম্মাঙ্গের পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে ; সংক্ষেপে এইমাত্র জানিয়া রাখ।"

"আমি যেমন অখণ্ড অবিভাজ্য, সাধক ভক্তের জীবনও তেমনি এক অখণ্ড। দিব্যচক্ষে দেখ, একেতে আরম্ভ, একেতেই শেষ। এক দিবাকর যেমন অসংখ্য কিরণচ্ছটায় অনন্ত আকাশকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, আমার বিভূতি সকল তদ্রূপ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ; কিন্তু আমার এক মঙ্গল ইচ্ছা মণিহারের অন্তর্গত প্রচ্ছন্ন সূত্রের ন্যায় যাবতীয় চরাচর স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। অনন্ত বিচিত্র শাখা বিজ্ঞানের মূলদেশে আমিই এক আদি সত্য অদ্বিতীয় মহাবিজ্ঞানরহস্য এবং বিশ্ববীজ। আমাকে অতিক্রম করিয়া কিছুই থাকিতে পারে না, কোন কার্য্য হয় না। এই বিচিত্র দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরাত্মা আমি, আমাতে সকল লোক স্থিতি করিতেছে। আমার এই অতি গুহ্য রহস্য কথা সকল [illegible] নিমিত্ত সংগোপনে যাহা তোমাকে কহিলাম, সত্যের সাক্ষী হইয়া স্বীয় জীবনের দৃষ্টান্ত সহকারে তাহা প্রকাশ্যে তুমি সর্ব্বত্র ঘোষণা কর।"

ভগবদ্বাক্য পরিসমাপ্তির পর ভক্তসিংহ পরমযোগী সদানন্দ হুঙ্কার শব্দে, "জয় জয় সচ্চিদানন্দ!" নাম উচ্চারণানন্তর পুত্র চিদানন্দের হৃদয়ে মহাভাব সঞ্চার করিয়া বলিলেন, "দণ্ডায়মান হও! এবং আমার স্বরে স্বর মিলাইয়া এই সঙ্কীর্ত্তনের গীত গাও!" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার উৎসাহপূর্ণ সহাস্য আনন, প্রেমরাগরঞ্জিত নয়ন এবং বিস্তৃত বাহু বক্ষস্থলে কীর্ত্তনানন্দ যেন মূর্ত্তিমান আকার ধারণ করিয়া দীপ্তি পাইতেছিল।

তদ্দর্শনে চিদানন্দ অবশ ভাবে যন্ত্রীরহস্তস্থিত যন্ত্রের ন্যায় পিতার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন ;—

"জয় জয় পরব্রহ্ম দয়াময় হরি।
আনন্দময়ী মা নাম গাও প্রাণ ভরি॥
(গাও গাও গাও রে,—মা মা মা বলে)
যুগে যুগে দেশে দেশে,